পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 116 Friday, 28 March, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ১১৬ সংখ্যা ✱ ১৪ চৈত্র ১৪৩১, শুক্রবার, ২৮ মার্চ ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

ভূতুড়ে ভোটার কার্ড ইস্যুতে এবার উত্তাল রাজ্যসভা!

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চঃ ভূতুড়ে ভোটার কার্ড ইস্যুতে সংসদের পর এবার উত্তাল হল রাজ্যসভা। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড ইস্যুতে এদিন রাজ্যসভায় আলোচনা চেয়েছিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। যদিও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাতে সায় দেয়নি। এরপরই প্রতিবাদ জানাতে সভা বয়কট করে বিরোধীরা। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''বিজেপির কাছে কোনও উত্তর নেই। তাই ওরা সংসদে ভূতুড়ে ভোটার কার্ড ইস্যুতে আলোচনা করতে দিচ্ছে না। তবে আমরা লাগাতার এই বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাব। দেখি কী হয়!'' সম্প্রতি নেতাজি ইনডোরের সভা থেকে ভূতুড়ে ভোটার কার্ড

ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, নির্বাচন কমিশনের আশীর্বাদে অনলাইনে ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বাংলার ভোটার লিস্টে হরিয়ানা, মহারাষ্ট্রের ভূতুড়ে ভোটারদের ভরা হচ্ছে। এরপরই দেশজুড়ে বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। ঋতব্রত বলেন, ''মহারাষ্ট্র, দিল্লিতে ভোটার কার্ডে জল মিশিয়ে ভোটে জিতেছে বিজেপি। বাংলার ভোটেও ওরা সেই চেষ্টা করছিল। আমাদের নেত্রী ওদের চুরিটা ধরে ফেলেছেন। তাই এ বিষয়ে সংসদে কোনও আলোচনা করতে দিচ্ছে না বিজেপি।'' ঋতব্রত বলেন, ''মহারাষ্ট্রে কয়েক মাসে ৩৯ লক্ষ ভোটার বেড়ে গেল! দিল্লিতে ৪ লক্ষ ভোটার বেড়ে গেল। ওরা এই ব্যাপারটা ধরতে পারেনি বলে বিধানসভায় কী ভয়াবহ ফলাফল হয়েছে। ডুপ্লিকেট এপিক কার্ড থেকে যাবে আর স্বচ্ছ নির্বাচন হবে, এটা সম্ভব নয়। তাই এ নিয়ে লাগাতার দাবি জানানো হবে।''

হাওড়ার জঞ্জাল হুগলিতে নিতে প্রস্তুত বৈদ্যবাটি পুরসভা
বেলগাছিয়া ভাগাড়ের সমস্যা মিটতে চলল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ মার্চঃ হাওড়ার জঞ্জাল নিতে প্রস্তুত হুগলি। বৈদ্যবাটি পুরসভার ৫২ একর জায়গা জুড়ে রয়েছে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট। সেখানে প্রতিদিন লিগাসি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টে ৫০০ থেকে ৬০০ টন বর্জ্য লাগে। হাওড়ার বর্জ্য নিতে কোনও অসুবিধা হবে না

বলেই মনে করছে বৈদ্যবাটি পুর কর্তৃপক্ষ। হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড় নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই নানা জটিলতা তৈরি হয়েছে। একদিকে ভাগাড়ের সমস্যা, অন্যদিকে পানীয় জলের সমস্যা, স্থানীয় বাসিন্দাদের বাড়িতে ফাটল। সব মিলিয়ে জেরবার এলাকাবাসী। এর মধ্যে পুরমন্ত্রী সেখানে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এবার বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেই জঞ্জাল সরানোর জন্য। বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের পরিবর্তে আবর্জনা ফেলা হবে হুগলির বৈদ্যবাটিতে। সেখানে প্রায় আড়াইশো মেট্রিক টন আবর্জনাকে স্থানান্তরিত করা হবে বলে জানা গেছে। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানানোর পরেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে বৈদ্যবাটি পুরসভা। হুগলির বৈদ্যবাটিতে রয়েছে হুগলি জেলার আঞ্চলিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। যেখানে শহরের সাতটি পুরসভার কঠিন বর্জ্য পদার্থ থেকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সার ও অন্যান্য ব্যবহারযোগ্য জিনিস তৈরি করা হয়। পার্শ্ববর্তী জেলা শহর হাওড়ার সমস্যায় এবার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে হুগলির বৈদ্যবাটি। যার ফলে একদিকে সুরাহা পাবে হাওড়া জেলার মানুষ, অন্যদিকে শুধুমাত্র ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পড়ে না থেকে সেই বর্জ্য পদার্থকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে কাজে লাগানো হবে। এমনটাই জানানো হয়েছে পুরসভার পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে বৈদ্যবাটি পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু কুণ্ডু জানান, পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের ঘোষণার পর থেকেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে বৈদ্যবাটি পুরসভার সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে। কঠিন বর্জ্য পদার্থ, যা এখানে আনা হবে সেই জায়গাও প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রায় ৫২ একর জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যবাটির এই ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান্ট। যে পরিকাঠামো এখানে রয়েছে, তা দিয়ে অনেক বেশি পরিমাণ আবর্জনা রিসাইকেল করা যায়। সাতটি পুরসভার আবর্জনা বৈদ্যবাটি প্ল্যান্টে জমা হয়। তাই হাওড়ার আবর্জনা এলেও অসুবিধা হবে না। হাওড়ার বেলগাছিয়ার আবর্জনার স্তূপ অন্যত্র সরানোর পরিকল্পনা করেছে প্রশাসন। সেক্ষেত্রে প্রথমে বিকল্প হিসাবে ধরা হয়েছিল শিবপুরের আরুপাড়া এলাকায়। সেখানে নতুন ভাগাড় তৈরি করার কথা ভাবা হচ্ছিল। কিন্তু সেখানে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসী। এদিকে, বেলগাছিয়ার ভাগাড়ের ধসে গোটা জেলার ময়লা নেওয়া বিঘ্নিত হচ্ছে। পার্শ্ববর্তী জেলা শহর হাওড়ার সমস্যায় এবার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে হুগলির বৈদ্যবাটি। এতে একদিকে যেমন সমস্যার সমাধান হবে হাওড়া জেলার মানুষের, তেমনই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পড়ে না থেকে সেই বর্জ্য পদার্থকে রিসাইক্লিংয়ের মাধ্যমে কাজে লাগানো যাবে।

অক্সফোর্ডে মুখ্যমন্ত্রী, গ্র্যান্ড পিয়ানোয় তুললেন সুর

লন্ডন, ২৭ মার্চঃ আর কিছুক্ষণ পরেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কেলগ কলেজ ক্যাম্পাসে বক্তৃতা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার কয়েক ঘণ্টা আগেই তিনি বাসে করে পৌঁছে যান ক্যাম্পাসে। ঘুরে দেখএন চারপাশ, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেন, এমনকি পিয়ানোও বাজান টুংটাং সুরে! এদিন অক্সফোর্ড ক্যাম্পাসে কিছুক্ষণ ঘোরার পর তিনি ঢোকেন সেখানকার র‍্যানডল্ফ হোটেলে। সেই হোটেলের অ্যালিস লাউঞ্জে বসেন তিনি। সেখানেই রয়েছে এক সুবিশাল গ্র্যান্ড পিয়ানো। স্বভাবসুলভ কৌতূহলে ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে সেই পিয়ানোর দিকে এগিয়ে যান। তারপরেই রিডে রিডে আঙুল চালিয়ে বাজাতে শুরু করেন। ১৮৮৭ সালের ভারিক্কী সে পিয়ানোয় বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর। গত তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে মমতার সঙ্গী একটি ক্যাসিও সিন্থেসাইজার। সেটি বাজিয়ে নানা জায়গায় নানা গানের সুর তুলতে দেখা গেছে তাঁকে। সেটি বাজাতে জানলেই যে সহজে পিয়ানো বাজানো যায়, তা অবশ্য নয়। পিয়ানো বাজানোর পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা, যা আলাদা করেই শিখতে হয়। তবে তা প্রথাগত ভাবে শেখা না থাকলেও, যেহেতু গানবাজনার প্রতি মমতার উৎসাহ রয়েছে, তাই এদিন বেশ সাবলীলভাবেই ওই পিয়ানোতে একের পর এক গানের সুর তোলেন তিনি। টুংটাং করে বাজান, 'আমরা করব জয়', 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে', 'পুরানো সেই দিনের কথা'-- এই গানগুলি। এ গানগুলির স্বরলিপি পিয়ানোর নিখুঁত সুরে লেগেছে কিনা, তা নিয়ে হয়তো আলোচনার অবকাশ থাকবে। কিন্তু বিলেতের মাটিতে, এত বড় হোটেলের লাউঞ্জে বসে ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড পিয়ানোয় সুর তোলার অভিজ্ঞতা যে সেসবের ঊর্ধ্বে মুখ্যমন্ত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পিয়ানো বাজানোই তার নিদর্শন। তবে ১৮৮৭ সালের এত পুরনো পিয়ানোর কয়েকটি রিড ভালভাবে কাজ করছিল না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ''রিডগুলো ভালভাবে কাজ করলে আরও ভালভাবে বাজাতে পারতাম।''

মাস্টারমাইন্ড কে? কার নির্দেশে এসব? পার্থর মামলায় এতদিনে আদালতে সবটা জানাল সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআই-এর র‍্যাডারে একের পর এক রাজনৈতিক প্রভাবশালী। যাঁদের সুপারিশে অযোগ্যদের চাকরি হয়েছে। এবার সেই সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে সিবিআই। পার্থর জামিনের শুনানিতে জানালেন সিবিআই আইনজীবী। সিবিআই আদালতে জানিয়েছে, বিকাশভবনের ওয়ার হাউজ থেকে পাওয়া প্রাথমিকে ফেল করা ৩২১ জন প্রার্থীর একটি তালিকা পাওয়া গিয়েছিল, যেখানে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের নামের উল্লেখ রয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে আদালতে দাবি সিবিআইয়ের। বৃহস্পতিবারের বিশেষ আদালতে শুনানিতে সিবিআই-এর তরফে দুটি নতুন তথ্য সামনে আনা হয়। এই প্রথম সিবিআই-এর তরফে আদালতে জানানো হয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ওএমআর শিট নষ্ট করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আরও একটি বিষয়, বিকাশ ভবনের ওয়ার হাউজ থেকে ৩২১ জন প্রার্থীর যে তালিকা তাঁরা পেয়েছিলেন, তাতে বহু রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের নাম পান। যাঁরা রেকমেন্ড করেছিলেন পার্থকে, যাতে তাঁদের প্রার্থীদের চাকরি হয়ে যায়। অর্থের বিনিময়ে সেই সুপারিশ কিনা, সেটাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিবিআই-এর তরফ থেকে আইনজীবী এদিন আদালতে পার্থর জামিনের বিরোধিতা করে বলেন, এখনও তদন্ত চলছে। যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের নাম তাঁরা পেয়েছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা বাকি। এই পরিস্থিতিতে যদি জামিন দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যহত হবে বলেও জানান আইনজীবী। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''এখন রাজসাক্ষী যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন, সেই তথ্য বার করার জন্য সিবিআই-এর যে তৎপরতার প্রয়োজন রয়েছে, সেটা দেখাতে সিবিআই প্রাথমিকভাবে ব্যর্থ হয়। এখন যখন বলছেন, তথ্য সামনে আনুক।'' উল্লেখ্য, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য রাজসাক্ষী হয়েছেন ইডি-র মামলায়। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি-র মামলাও এখন বিচার পর্যায়ে রয়েছে। ইডি-র কাছে ইতিমধ্যেই গোপন জবানবন্দি দিয়েছেন। ইডি ও সিবিআই- একই মামলায় তদন্ত করছে। ফলে দুটোর তদন্তপ্রক্রিয়াও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত এক্ষেত্রে অপর এজেন্সিও রাজসাক্ষীর দেওয়ার গোপন জবানবন্দি সংগ্রহ করে। সিবিআই-ও তাই ইডি-কে দেওয়া কল্যাণময় ভট্টাচার্যের জবানবন্দি সংগ্রহ করতে পারে।

'পিছনে কেউ কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করলে জবাব না দিয়ে আসব, এমন নেতা আমি নই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ দিলীপ ঘোষ মানেই বিতর্ক, এমনটাই মনে করেন অধিকাংশ। তবে হালে বিজেপি নেতাকে নাকি আগের 'ফর্মে' পাওয়া যায় না বলে অনেকে দাবি করেছেন। কিন্তু খোদ দিলীপের কথায়, তাঁর 'ফর্ম' আগের মতোই আছে। যদিও তিনিই শুধু বিতর্ক তৈরি করেন, এমনটা মানতে নারাজ ঘোষবাবু। তাঁর বক্তব্য, তাঁকে যে যেমন প্রশ্ন করেন, তিনি শুধু উত্তর দেন। যে কোনও নির্বাচন হোক বা অন্য কোনও ইস্যু, দিলীপ ঘোষ মুখ খোলা মানেই একাধিক বিতর্ক জন্ম নেওয়া। এমনটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে এসেছে। তবে বিগত কিছু সময় ধরে দিলীপকে আগের মতো সংবাদ শিরোনামে দেখা যাচ্ছিল না। কিছুটা যেন আড়ালে চলে গেছিলেন নেতা। তবে আবার সেই পুরনো ঢঙেই তাঁকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিতর্ক ইস্যুতে নিজেকে একেবারেই 'দোষ' দিচ্ছেন না দিলীপ। বিজেপি নেতার কথায়, ''কোন বিতর্কের কাজ করেছে দিলীপ ঘোষ? আমি সাধারণ মানুষ। খাই-দাই, মর্নিং ওয়াক করি। আমি যদি বাড়িতে নারকেল কাটার জন্য একটা দা কিনতে যাই, অনেক ভদ্রলোক সেটা নিয়েও ভয় পেয়ে যান। আমি সাংসদ তহবিলের পয়সা দিয়ে রাস্তা করার পর সেটা উদ্বোধন করতে গেলে অনেকে চেঁচামেচি করে। তাহলে বিতর্ক করল কে?'' দিলীপের সাফ কথা, কেউ কেউ তাঁকে বিতর্কে ফেলে নাম ভাঙাতে চায়। নিজের 'ফর্ম' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ''কেউ যা ইচ্ছা আমার ওপর দিয়ে চালালে আমি চুপ থাকব না, উত্তর দেবই। আমি ওরকম নেতা নই যে পিছনে কেউ কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করলে জবাব না দিয়ে চলে আসব। যারা নিয়মিত আমার সম্পর্কে খোঁজ রাখেন, তারা জানেন এটাই আমার ফর্ম। অনেকে খবর দেখে আমার ফর্ম বিচার করে। তাদের জন্য খুব মায়া হয় আমার।'' এখন প্রায়শই দেখা যায়, বিজেপি কোনও কর্মসূচি করতে গেলে কলকাতা হাইকোর্টের দারস্থ হয়। কারণ অভিযোগ ওঠে, পুলিশ অনুমতি দিচ্ছে না। এই বিষয়টি নিয়ে দিলীপের মত, ''পুলিশ প্রশাসন নপুংসক। অযোগ্য লোকগুলো কেন পুলিশে আছে? আমরা আগে জানাই যাতে প্রশাসনের সুবিধা হয়। তারা সেটা আটকাবার জন্য আছে? এদের পদত্যাগ করা উচিত।''

ফুটবল খেলতে ভারতে আসা, তারপর দেশ জুড়ে ফাঁদ পেতেছিল নাইজেরিয়ার জেফারসন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ ফুটবল খেলার নামে ভিসা বাগিয়ে ভারতে বসে তৈরি করছিলেন প্রতারণার জাল! গত বছর কয়েক ধরেই চলছিল এই ব্যক্তির সাজানো 'চক্র'। সম্প্রতি সেই কেলেঙ্কারির জাল কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ায় ধরা পড়ে যান তিনি। বৃহস্পতিবার সাইবার জালিয়াতির ঘটনায় এক নাইজেরিয়ার বাসিন্দাকে আট বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল বিচার ভবনের ফাস্ট ট্র্যাক আদালত। ৫০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে ওই নাইজেরিয়ানকে। আট বছরের সাজা শেষ হলে ওই ব্যক্তিকে নাইজেরিয়ায় ফেরত পাঠানোরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সাজা ঘোষণা হওয়ার পর কলকাতা পুলিশের বিশেষ সরকারি আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা জানান, জেফারসন এজ হেনরি নামে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি ফুটবলার হিসেবে ভিসা জোগাড় করে ভারতে এসেছিলেন। কয়েকটি ম্যাচও খেলেছেন তিনি। তারপর মুম্বইতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে সাইবার জালিয়াতি চক্র চালাতেন বলে দাবি আইনজীবীর। ঘটনাচক্রে কলকাতার বাসিন্দা, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাইজেরিয়ানের পাতা ফাঁদে পা দেন। নিজেকে রয়্যাল ব্যাঙ্ক অব লন্ডনের

আধিকারিক বলে পরিচয় দিয়ে শৈবালবাবুর থেকে মোটা টাকা ডিজিটালি লুঠ করার অভিযোগ ওঠে নাইজেরিয়ান ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ব্যাঙ্কের কর্মী পরিচয় দিয়ে টাকা বিনিয়োগ করার কথা বলত ওই ব্যক্তি। বলা হত, মোটা সুদে টাকা ফেরত পাওয়া যাবে। তারপর প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদ পাতা হত। এখানেই শেষ নয়, ব্যাঙ্কের ভুয়ো ওয়েবসাইট, ই মেল আইডি তৈরি করে লোককে বোকা বানিয়ে প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নেয় এই নাইজেরিয়ান। নিজের ভুল বুঝতে পেরে কলকাতা পুলিশের সাইবার থানায় অভিযোগ জানান কেন্দ্রীয় সরকারের অবসরপ্রাপ্ত ওই কর্মী। সাইবার থানা ফাঁদ পেতেই নাইজেরিয়ানকে গ্রেফতার করে। বিশেষ সরকারি আইনজীবী অনির্বাণ গুহঠাকুরতা জানান, মামলার বিচার চলাকালীন অভিযুক্ত বুঝতে পারে যে এই মামলায় তার সাজা হবেই। তারপর নিজেই দোষ স্বীকার করে নেয়। 'মাস্কড ভিপিএন' তৈরি করে নিজের লোকেশন অন্য দেশে দেখিয়ে, মুম্বইতে বসেই এই প্রতারণা চক্র চালাচ্ছিল ওই ব্যক্তি। আইনজীবীর মতে, সারা দেশে যেখানে সাইবার চক্রের জাল ছড়িয়ে আছে, সেখানে এরকম একজন ব্যক্তির সাজা ঘোষণা হওয়ায় মানুষের মনে আশা জাগবে। যে ব্যক্তি কোটি টাকা খুইয়েছেন, তিনিও এই সাজা ঘোষণার পর টাকা ফেরত পেতে পারেন। সেই সম্ভাবনা রয়েছে। টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য একটি কমিটি রয়েছে, তারা সিদ্ধান্ত নেবে কী ভাবে, কত টাকা ফেরানো হবে।

লোকসভায় পাশ ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল, গর্জন শাহর

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চঃ লোকসভায় পাশ হল 'ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স বিল, ২০২৫।' এই বিলটির মাধ্যমে কেন্দ্র অভিবাসী ও বিদেশি সংক্রান্ত আইনকে পোক্ত করার চেষ্টা করছে। তাই পুরনো চারটি আইন প্রত্যাহার করে একটি আইনের মাধ্যমে ইমিগ্রেশনের গোটা বিষয়টি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে ভারতে আসা বিদেশিদের যাতায়াত, রেজিস্ট্রেশন ও ভিসা নিয়ন্ত্রণ করবে কেন্দ্র। তাতে দু'পক্ষের কাজই সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার লোকসভায় বিলটি উপস্থাপন করেন। আলোচনার সময় বলেন, ''যাঁরা ভারতের উন্নয়নে অবদান রাখতে আসেন, তাঁদের স্বাগত জানানো হবে। তবে যাঁরা সমস্যা সৃষ্টি করতে আসেন-সে রোহিঙ্গা হোক বা বাংলাদেশি-তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আরও দাবি, ''এই বিল সন্দেহজনক উদ্দেশে ভারতে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে সাহায্য করবে।'' এদিন শাহকে বলতে শোনা গেল,

''যারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক, তাদের এদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এই দেশটা 'ধর্মশালা' নয়। তবে কেউ যদি এদেশে আসেন উন্নতির লক্ষ্য নিয়ে, তাঁদের স্বাগত।'' এক্ষেত্রে শাহ স্পষ্ট করে দেন, বহু ভারতীয় বিদেশে গিয়ে সেখানকার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যাঁরা ভাল কাজের জন্য ভারতে আসতে চান এবং দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে চান, তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো থাকা প্রয়োজন। বিল পাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অভিবাসন নীতি আরও সুসংহত ও আধুনিক হতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশিষ্টরা।

সন্ত্রাসের জবাব দেবে বিজেপি, বারুইপুরে নিউটনের গতিসূত্র আওড়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৭ মার্চঃ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র, যেখানে বলা হচ্ছে, 'প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'। হিন্দুদের ভোট দিতে না দেওয়া, গৃহহীন করে রাখা, খুন, সন্ত্রাসের মতো অভিযোগে বারবার শুভেন্দুবাণে বিদ্ধ হয় তৃণমূল। বারুইপুরে এসপি অফিসের সামনে বৃহস্পতিবারের বিক্ষোভসভা থেকেও বিরোধী দলনেতা তূণীর থেকে তির ছুড়তে ভুললেন না। স্পষ্ট করে বলে দিলেন, 'তৃণমূলী গুন্ডাদের যাবতীয় দুষ্কর্মের হিসেব হবে। হিসেব নেবে বিজেপি।' বুধবার শর্তসাপেক্ষে কলকাতা হাইকোর্ট অনুমতি দিয়ে বলে, বৃহস্পতিবার বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী কেন্দ্রে বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে পারবে বিজেপি। শর্ত মেনে ১০০০ লোক নিয়ে এদিন সভামঞ্চ থেকে শুভেন্দু বললেন, ''২১ সালের পর থেকে একেরপর এক বিজেপি নেতা খুন হয়েছেন। এখনও ঘরছাড়া বহু বিজপি কর্মী-সমর্থক। বাংলায় গণতন্ত্র বলে কোনও শব্দ নেই। বারবার রক্ত ঝরেছে অথচ বিচার মেলেনি। তৃণমূলের খুনিরা এখনও প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'' তাঁর কথায়, ''২৩ সালের দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়নি। সন্ত্রাস চলছে, মনোনয়ন জমা দিতে বাধা থেকে জয়ের সার্টিফিকেট পর্যন্ত ছিনিয়ে নিয়েছে। আর পুলিশ? সে তো মমতা-ভাইপোর ইশারায় কাজ করছে। আমি শুধু একটাই কথা বলে যেতে চাই, নিউটনের থার্ড ল রয়েছে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। পৃথিবীটা গোল। সব হিসাব হয়ে যাবে।'' লক্ষ্মণ শেঠের কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ''আগে উনি বলতেন, ঢুকে দেখ, পা ভেঙে দেব। এখন তিনি ক্যালেন্ডার হয়ে গেছে। তেমনই সুশান্ত

ঘোষকে খুঁজে পাওয়া যায় না। তেমনই ভাইপো অ্যান্ড কোম্পানিও চিরকাল থাকবে না।'' বস্তুত, বারুইপুরে বাধার মুখে পড়ে মিছিল না করেই ফিরতে হয়েছিল বিরোধী দলনেতাকে। তখন থেকেই এক প্রকার রণডঙ্কা বাজিয়ে রেখেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এর আগে তমলুক এবং হলদিয়ায় দলীয় কর্মসূচির ক্ষেত্রেও পুলিশি বাধার মুখে পড়ে আদালতের দ্বারস্থ হন বিরোধী দলনেতা। পরে আদালতের অনুমতি নিয়ে এলাকায় মিছিল করে পদ্মশিবির। এবার বারুইপুরেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। সেদিনই বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট করে দেন, নির্ধারিত এসপি অফিসের সামনেই বিক্ষোভ কর্মসূচি করবেন তিনি। করলেনও। কর্মীদের উদ্দেশে গতিসূত্র ধরে বুঝিয়েও দিলেন ছাব্বিশের আগের নির্বাচনী গতিপথ। এদিন মঞ্চে উঠেই দিলেন 'জয় শ্রী রাম', 'ভারত মাতা কী জয়ের' মতো স্লোগান। স্লোগানকে হাতিয়ার করেই কর্মীদের দিলেন নতুন অক্সিজেন। শুভেন্দু যখন জয় শ্রী রাম স্লোগান দিচ্ছেন তখন বেশ কিছু কর্মী তাঁর সঙ্গে গলা মেলান। কিন্তু, স্লোগানের ঝাঁঝ কম দেখে সঙ্গে সঙ্গেই শুভেন্দু বলে ওঠেন, ''আরও জোরে, আরও জোরে বলুন। ৬ তারিখে তো রাম নবমী। এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো!'' ফের কিছুটা থেমে ফের রণ হুঙ্কারের সুরেই দেন জয় শ্রী রাম। পাল্টা গর্জে ওঠেন সমবেত কর্মীরা। সুর একেবারে সপ্তমে। পিছনে তখন বসে অগ্নিমিত্রা পাল, তাপস রায়ের মতো নেতারা। তাঁদেরও গলা মেলাতে দেখা যায় শুভেন্দুর সঙ্গেই। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই রাম নবমীতে ১ কোটি বাঙালিকে পথে নামার ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। ''সাফ বলেছিলেন, গতবার ৫০ লক্ষ হিন্দু নেমেছিল, একহাজার মিছিল হয়েছিল। এবার ২ হাজার মিছিল হবে, ১ কোটি হিন্দু রাস্তায় থাকবে।'' এমনকী পুলিশের ভূমিকা নিয়েও পরবর্তীতে দফায় দফায় তোপ দেগেছিলেন তিনি। সাফ বলেছেন, ''রাম নবমীর মিছিলের জন্য কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই।'' পুলিশের প্রোফর্মা নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ''আমরা সব জায়গায় বলে দিচ্ছি এই প্রোফর্মা কেউ ফিলাপ করবেন না। প্রোফর্মাতে কমিটির নাম, পুজোর স্থান, সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্টের নাম ও মোবাইল নম্বর, শোভাযাত্রা হবে কিনা, হলে যাত্রাপথ জানতে চাইছে। একইসঙ্গে বলছে ওই রুটে অন্য ধর্মের কোনও প্রতিষ্ঠান আছে কিনা, মুসলিম মহল্লার নাম, পুলিশ চাইছে।'' এখানেই কপালে চিন্তার ভাঁজ চাওড়া হয়েছে বিজেপি নেতাদের। এদিন ফের বারুইপুর থেকে সেই পুলিশকেই চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগতে দেখা গেল শুভেন্দুকে।

কোনও রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে মিটিং করা যাবে না জেইউ-তে, নির্দেশ হাইকোর্টের

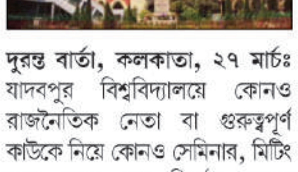

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনও রাজনৈতিক নেতা বা গুরুত্বপূর্ণ কাউকে নিয়ে কোনও সেমিনার, মিটিং করা যাবে না নির্দেশ প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের প্রশ্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় জানার পরও কেন রাজনৈতিক নেতা সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন? এর প্রভাব পড়তে পারে জেনেও তিনি কেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেন ? বিষয়টি স্পষ্ট নয় আদালতের কাছে বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। প্রসঙ্গত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। মামলাকারীর আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে। প্রতি গেটে রাজ্য পুলিশ দেওয়া হোক। স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করা হোক আর্জি ছিল। বৃহস্পতিবার রাজ্যের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ''যাদবপুরে গুণ্ডা রাজ চলছে। ২০১৪-এর পর শ্লীলতাহানির মামলা রুজু হয়েছিল। একাধিক এফআইআর হয়। কিছু সময় বশ মানে না এমন ঘোড়া ছুটে বেড়াচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। যা নির্দেশ দেবেন মাথা পেতে নেব। শুধু শান্তি চাই। ইউনিভার্সিটি কিছু করছে না। আমারা নিরুপায়।'' এ দিন আদালতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির প্রশ্ন, ''বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মীদের কোনও ক্ষমতা থাকে না। তাঁদের হাতে কোনও অস্ত্র থাকে না। কেন আপনারা রাজ্যের পুলিশের সাহায্য নিতে চান না?'' উত্তরে বিশ্ব বিদ্যালয়ের আইনজীবী রিজু ঘোষাল বলেন, ''আমরা চিঠি লিখেছি। উচ্চ শিক্ষা দফতরকে টাকার বিষয়ে জানানো হয়েছে।'' এরপরই প্রধান বিচারপতির নির্দেশ, ''বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করুন। রাজনৈতিক রঙ বাদ দিন। কেন এই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল সেটায় নজর দিন। উপাচার্য সহ বাকিদের ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। তাঁরা চাইলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রথমে যাঁরা ছাত্র নয়, তাঁদের বের করতে হবে।'' তিন সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি।

অক্সিজেন ছাড়াই ৮ হাজার মিটার দুই উঁচু শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্যে অভিযান পিয়ালীর

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ ফের দুর্গম পাহাড় চূড়া জয়ের নেশায় সফর শুরু করছেন ' পাহাড় কন্যা' পিয়ালী বসাক। এবার তাঁর লক্ষ্য আট হাজারি দুটি শৃঙ্গজয়। অক্সিজেন ছাড়াই শৃঙ্গ জয় করতে চান তিনি। আগামী এপ্রিল মাসে অভিযান শুরু করবেন এভারেস্ট জয়ী এই পর্বতারোহী। তাঁকে এবার ডাকছে চো ইউ ও শিশাপাংমা পর্বত। আগামী ৭ এপ্রিল বিনা অক্সিজেনে এ রাজ্য তথা হুগলি জেলার চন্দননগরের মেয়ে সেখানেই যাচ্ছেন।গত মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে তাঁর এই পর্বত অভিযানের খরচের জন্য ২০ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য তুলে দেয় বন্ধন ব্যাঙ্ক। কলকাতা রিদম সংস্থা থেকেও পিয়ালিকে ৫০ হাজার টাকার অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন ভারতীয় পর্বত অভিযাত্রী দলের নেত্রী দিপালী সিনহা এদিন পিয়ালীর হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন। তিনি বলেন, এই অভিযানে পিয়ালীর লড়াই প্রশংসনীয়। কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত মঙ্গলবার পিয়ালীর প্রশিক্ষক অপূর্ব চক্রবর্তী, পার্থ ভট্টাচার্য, করুণা প্রসাদ মিত্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্ব থিয়েটার দিবস পালন প্রসঙ্গে বার্তা

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃ বৃহস্পতিবার।বিশ্ব থিয়েটার দিবস পালিত হয়ে গেল। আন্তর্জাতিক থিয়েটার ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৬১ সালে বিশ্ব থিয়েটার দিবসের প্রবর্তন করা হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ২৭ শে মার্চ দিবসটি আন্তর্জাতিক থিয়েটার দিবস হিসেবে পালন করা হয়।বিশ্ব থিয়েটার দিবস উদযাপন করতে বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে নাটক প্রদর্শিত হয়। এই দিবসটি পালনের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তির এক বিশেষ বার্তা প্রেরণ করা হয়। প্রথম বিশ্ব থিয়েটার দিবসের আন্তর্জাতিক শান্তির বার্তা ১৯৬২ সালে ফ্রান্সের জিন কোকটিয়াও লিখেছিলেন।এই দিবস টি থিয়েটার শিল্পীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিবেদিত। এই দিবসে বিশ্বব্যাপী সমাজের উপর থিয়েটারের প্রভাব ও তাপর্য তুলে ধরার সুযোগ করে দেয়।শিল্পকলা হিসেবে থিয়েটারের গুরুত্ব প্রচার এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং শিক্ষা ও সমাজের উপর থিয়েটারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরার জন্য এই দিবসটি সূচনা করা হয়েছিল।থিয়েটার দিবস পালনের মাধ্যমে থিয়েটার শিল্পের সাথে জড়িত অভিনেতা- অভিনেত্রীদের প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি জানানোর সুযোগ করে দেয়।বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বোঝাপড়া তৈরি করতে সাহায্য করে। ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য থিয়েটার যাতে সমৃদ্ধি লাভ করে তা নিশ্চিত করে।থিয়েটার দিবস টি সামাজিক সমস্যার মোকাবিলা ও মানবাধিকার প্রচার করে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে।সর্বস্তরের জন সাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য থিয়েটার দিবসে পথনাটক বা জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়।

কুম্ভ ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতিঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ মহাকুম্ভ নিয়ে লোকসভায় বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী যা বলেছেন তা সমর্থন করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাহুল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন তা আমরা সমর্থন করি, কুম্ভ আমাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, প্রধানমন্ত্রী কুম্ভে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেননি।রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন এমন তরুণরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আরও একটি জিনিস চান, তা হল কর্মসংস্থান। গণতান্ত্রিক কাঠামো অনুসারে, বিরোধী দলনেতার কথা বলার সুযোগ পাওয়া উচিত, কিন্তু তাঁরা আমাদের কথা বলতে দিচ্ছে না।

রাজ্যগুলিকে তুর, মসুর ও উড়াদ ডাল কেনার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রঃ শিবরাজ চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৭ মার্চ ঃ রাজ্যগুলিকে তুর, মসুর ও উড়াদ ডাল কেনার অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি মন্ত্রক। বৃহস্পতিবার এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, তুর ডাল কেনার কাজ চলছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং তেলেঙ্গানায়, নাফেড এবং এনসিসিএফ-এর মাধ্যমে এমএসপি (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য)-তে ক্রয় চলছে। আমি রাজ্যগুলিকে এমএসপি-তে এই ক্রয় পরিকল্পনাটি সঠিকভাবে বাস্তবায়নের জন্য আবেদন করছি।''শিবরাজ সিং চৌহান আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আশা যোজনার আওতায় ছোলা, সরিষা এবং মসুর সংগ্রহও করা হবে। আমরা বিভিন্ন রাজ্যকে (রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট) সরিষা কেনার অনুমোদন দিয়েছি। কৃষকদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য, আমরা নাফেড এবং এনসিসিএফ পোর্টালের ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। রাজ্য সরকারগুলিকে এই ক্রয়ে কার্যকর সহযোগিতা নিশ্চিত করা উচিত।

ধুঁকছে খাস দিল্লি, দেশের দূষণ নিযন্ত্রণে বরাদ্দের ১ শতাংশ খরচেও ব্যর্থ কেন্দ্র!

নয়াদিল্লিঃবিশ্বের সবথেকে দূষিত ২০টি শহরের মধ্যে ১৩টিই ভারতে। খাস দিল্লি এখন গোটা বিশ্বের দূষণের রাজধানী। চরম দূষণের মধ্যে শ্বাস নিয়ে ভারতবাসীর ড় আয়ু কমছে ৫.২ বছর! সদ্যপ্রকাশিত ২০২৪ সালের ওয়ার্ল্ড এয়ার কোয়ালিটি রিপোর্টে এমনই উদ্বেগজনক ছবি ধরা প।ছে। তারপরও হুঁশ নেই মোদি সরকারের। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বাজেটে বরাদ্দ অর্থের ১ শতাংশও খরচ করতে পারেনি পরিবেশ মন্ত্রক। সংসদে পেশ করা সরকারি তথ্যেই বেআব্রু কেন্দ্রীয় ব্যর্থতা।২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে দূষণ নিয়ন্ত্রণ খাতে ৮৫৮ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছিল বাজেটে। কিন্তু, তার মধ্যে মাত্র ৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা খরচ করেছে মন্ত্রক। অর্থাৎ ১ শতাংশেরও কম। এহেন গা-ছাড়া মনোভাবে অবাক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, বন ও আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। এই নিয়ে মঙ্গলবার মোদি সরকারের তুলোধনা করেছেন তাঁদের একাংশ। যদিও আকাশছোঁয়া ব্যর্থতা আড়াল করতে পাল্টা যুক্তি খাড়া করেছেন মন্ত্রকের আধিকারিকরা। তাঁদের দাবি, দূষণ নিয়ন্ত্রণে একাধিক প্রকল্প রয়েছে। সেগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিবছর অনুমোদনের প্রয়োজন। তা না মেলায় পড়ে রয়েছে ওই টাকা। জানা গিয়েছে, বিগত দু'টি অর্থবর্ষে এই সমস্যা হয়নি। বরাদ্দ হওয়া সমস্ত টাকাই খরচ করা গিয়েছিল। কিন্তু, এবার কী কারণে অনুমোদন মিলল না-এই প্রশ্নের কোনও জবাব আসেনি মন্ত্রকের তরফে। আধিকারিকদের যুক্তি অবশ্য মানতে নারাজ সংসদীয় কমিটি। পাল্টা সুর চ।য়ে তারা জানিয়েছে, বায়ু দূষণের জন্য পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। এই অবস্থায় মন্ত্রকের ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার ছিল। কিন্তু, তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি চলবে কি না, তা নিয়ে কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারছে না। ফলে বরাদ্দ অর্থের মাত্র এক শতাংশ খরচ হয়েছে। তাই সময় নষ্ট না করে মন্ত্রকের উচিত আত্মসমীক্ষা করা এবং দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া। এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা করেছে বিরোধীরাও। তাদের মতে, মোদি সরকার সব কিছুতেই প্রচার সর্বস্ব। দেশে দূষণের মাত্রা বাড়ছে। দিল্লি কার্যত গ্যাস চেম্বারে পরিণত। শ্বাসকষ্টে ধুঁকছে রাজধানী। সেখানে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহযোগীরা হাত গুটিয়ে বসে রয়েছেন। বরাদ্দের এক শতাংশ খরচ করতে না পারলেও কোনও হেলদোল নেই।২০১৮ সালে দেশে বায়ু, জল, শব্দ দূষণের মাত্রায় নজর রাখতে চালু হয়েছিল দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। সেই খাতে অনুদান দেয় মোদির ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট ' ক্লিন এয়ার প্রোগ্রাম' (এনসিএপি)। ২০২৬ সালের মধ্যে ১৩১টি শহরের বাতাসে ভাসমান ১০ মাইক্রন বা তার কম ব্যাসের ধূলিকণার (পিএম১০) মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, বরাদ্দ খরচ না হওয়ায় সেই টার্গেট পূরণ করা যাবে কি না সন্দেহ!

হাফলং-শিলচর বেহাল জাতীয় সড়ক নিয়ে আবারও সরব ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম

হাফলং (অসম), ২৭ মার্চ ঃ হাফলং-শিলচর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত সড়কের শোচনীয় অবস্থা নিয়ে আরও একবার সরব হয়েছে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম।নৃরিমবাংলো থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর চারলেন সড়ক নির্মাণের কাজে যুক্ত দীনেশচন্দ্র আর আগরওয়ালা ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড নামের নির্মাণ সংস্থাকে জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত সড়ক সংস্কার ও ব্ল্যাকটপিং করার নির্দেশ দিলেও নির্মাণ সংস্থা সড়ক সংস্কার ও ব্ল্যাকটপিংয়ের কাজে হাত দেয়নি বলে অভিযোগ করেছেন ইন্ডিজিনাস স্টুডেন্টস ফোরামের সভাপতি ডেভিড কেভম।কেভম বলেন, গত ২০ মার্চ জাতীয় স।ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই)-এর গুয়াহাটি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক আধিকারিক অনিল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বর্ষার মরশুমের আগে জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার স।ক সংস্কার ও ব্ল্যাকটপিং নিয়ে আলোচনা করা হয়। সে সময় অনিল চৌধুরী ছাত্র সংগঠনটিকে জানিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে নির্মাণ সংস্থাকে হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে মিয়াংক্রো পর্যন্ত অংশ সংস্কার ও ব্ল্যাকটপিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ মঙ্গলবার ক্ষোভ প্রকাশ করে ডেভিড বলেন, দীনেশচন্দ্র আর আগরওয়ালা ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড স্থানীয় মানুষের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। সড়কটি সংস্কারে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ডিমা হাসাও বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা, মণিপুর এবং মিজোরামের জন্য লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত। এই সড়কপথটি বর্ষার মরশুমের আগে সংস্কার করা না হলে বন্ধ হয়ে পড়বে। বর্তমানে সড়ক পথটির যে বেহাল দশা এতে এই পথ দিয়ে মুমূর্ষু রোগী নিয়ে চলাচল করার পাশাপাশি যাত্রীদের প্রচণ্ড দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।এমতাবস্থায় আগামী দু-এক দিনের মধ্যে যদি সড়ক সংস্কারের কাজে হাত না দেওয়া হয়, তা-হলে ইন্ডিজেনাস স্টুডেন্টস ফোরাম নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। ডেভিড কেভম বলেন, জেলা প্রশাসন ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের এ ব্যাপারে নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠেছে

নয়াদিল্লি(পিআইপি)ঃআজাদি কা অমৃত মহোসবে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের পরিশ্রমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার পরিজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতের প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দুনিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসামান্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশহিতের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হওয়া উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস কারও কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অবসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনার্দন এবং তাঁরা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বৃদ্ধি পাবে। আপনারা নিজেরাও সন্তুষ্ট হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে বহু মানুষ নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভারত সেই দেশগুলির মধ্যে অন্যতম যেখানে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু ৯ বছর আগে পরিস্থিতি এমন ছিলনা। যখন ক্ষমতা দখলের স্বার্থ জনগণের উন্নয়নকে ছাপিয়ে যায় তখন সব কাজই নষ্ট হয়ে যায়। এর বেশ কিছু উদাহরণ আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি। এই ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র পূর্ববর্তী সরকারের সময় এমন দূরবস্থায় পড়েছিল, আমরা প্রত্যেকেই তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা আজকাল ডিজিটাল যুগে রয়েছেন। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা গ্রহণ করেন। ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের কাজকর্মও করেন। কিন্তু ৯ বছর আগে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল তখন ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কের পরিষেবা পাওয়ার কল্পনাও কেউ করেনি। সম্পূর্ণ কর্মপদ্ধতিই ছিল আলাদা। সেইসময় আপনাদের মতো সাধারণ জনগণের জন্য ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা চালু ছিল না। দেশের ১৪০ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পাননি। সেইসময় একটি বিশেষ পরিবারে ঘনিষ্ঠ কিছু শক্তিশালী নেতা ব্যাঙ্কে ফোন করে নিজেদের পছন্দের মানুষকে হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এই ঋণগুলি কখনই পরিশোধ করা হয়নি। কাগজেই কেবল কাজ হতো। ঋণ পরিশোধ করার জন্য পুনরায় ব্যাঙ্ককে ফোন করে দ্বিতীয়বার ঋণ, দ্বিতীয়বার নেওয়া ঋণ পরিশোধের জন্য তৃতীয় বার ঋণ এভাবেই চলতো ঋণের পর ঋণ গ্রহণ। এই ফোনের মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং পরিষেবার কেলেঙ্কারি পূর্ববর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় দূর্নীতির মধ্যে অন্যতম। পূর্ববর্তী সরকারের এই দূর্নীতির জন্য দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ২০১৪ সালে আপনারা আমাদেরকে ক্ষমতায় এনে দেশের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর আমরা এই পরিস্থিতি থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে এবং দেশকে উদ্ধার করেছি। একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। আমরা সরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে ম্যানেজমেঃটকে মজবুত করেছি। পেশাদারিত্বের ওপর জোর দিয়েছি। আমরা দেশের ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিত করে বড় ব্যাঙ্ক তৈরি করেছি। আমরা এটি সুনিশ্চিত করেছি যে ব্যাঙ্কে সাধারণ নাগরিকের ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থ কখনও হারিয়ে না যায়। কেননা ব্যাঙ্কের প্রতি সাধারণ নাগরিকের বিশ্বাস মজবুত করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। বেশ কিছু কর্পোরেট ব্যাঙ্ক তখন ডুবতে বসেছিল। সাধারণ জনগণের পরিশ্রমের অর্থ ডুবে যাচ্ছিল, এইজন্য আমরা এই সীমা ১ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করেছি। এর ফলাফল এখন আপনাদের সামনে। যেসব সরকারি ব্যাঙ্কের হাজার কোটি টাকা ক্ষতি নিয়ে আলোচনা হত বর্তমানে সেইসব ব্যাঙ্কেরই রেকর্ড পরিমান মুনাফা নিয়ে আলোচনা হয়।বন্ধুগণ,ভারতের মজবুত ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্র এবং ব্যাঙ্কের প্রত্যেক কর্মচারি বিগত ৯ বছরে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কাজ করেছেন। এইজন্য আমরা সকলে গর্বিত। ব্যাঙ্কে কর্মরত আমার সব কর্মচারী ভাই-বোনেদের তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকট থেকে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রকে বের করে আনার জন্য এবং দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে মজবুত করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কখনও আমার লক্ষ্যকে ভ্রষ্ট হতে দেননি। আমার চিন্তাভাবনাকেও নিরাশ করেননি। আমার মনে আছে যখন জনধন যোজনা শুরু হয়েছিল তখন পুরনো ধ্যান ধারনার মানুষ এই বিষয়টিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাঙ্কের ওপর অযথা চাপ বাড়বে, ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাঙ্কের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনধন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন। বস্তিতে গিয়েও ব্যাঙ্কের কর্মচারিরা অ্যাকাউন্ট তৈরি করেছেন। বর্তমানে দেশের প্রায় ৫০ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। এর পিছনে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের পরিশ্রম বিশেষভাবে জড়িত আছে। এই ব্যাঙ্ক কর্মচারীরা যে পরিশ্রম করেছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুরুর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আরও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমান দ্বিগুণ করেছে। ব্যাঙ্কের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমান ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমের ফলে দেড় কোটির বেশি উদ্যোগপতির রোজগার হারানোর সম্ভাবনা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তি্র সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম চেষ্টা চালান।যখন সরকার ফুটপাথ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য স্বনিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনেদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাঙ্কের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঋণ দেওয়ার কাজ করে চলেছে আজও।

গর্ভবতীদের জন্য প্রকল্পে বরাদ্দ কমছে কেন?

নয়াদিল্লি,২৭ মার্চঃগর্ভবতী মহিলাদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মসূচিতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে না। এমনকী এহেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মসূচির সুবিধা এবং পরিষেবা ঠিকমতো গর্ভবতী মহিলাদের কাছে পোঁছচ্ছেই না। রাজ্যসভায় এই ইস্যুতে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন কংগ্রেস সাংসদ সোনিয়া গান্ধী। ২০১৩ সালের ন্যাশনাল ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট (এনএফএসএ) প্রসঙ্গ টেনে জিরো আওয়ারে তাঁর প্রশ্ন, ' এই আইনের আওতায় গর্ভবতী মহিলাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। সঠিক বাস্তবায়নের জন্য ১২ হাজার কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। অথচ ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে এই খাতে বরাদ্দ হয়েছে মাত্র আড়াই হাজার কোটি টাকা। সেক্ষেত্রে কীভাবে পরিষেবা পাবেন গর্ভবতী মহিলারা?' তিনি বলেন, '২০২২-২৩ আর্থিক বছরে এই কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের প্রায় ৬৮ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন। কিন্তু তার পরের আর্থিক বছরেই সেই হার কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১২ শতাংশে।' চরম বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলেন, ' এটি কীভাবে সম্ভব হল? কেন্দ্রীয় সরকার কীভাবে ঘটতে দিল? এমনকী ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের জন্য যে বাজেট ঘোষণা হয়েছে, তাতে আলাদা করে সংশ্লিষ্ট ' প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনার উল্লেখমাত্র ছিল না!'

ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ তামিল বিধানসভায়, বিরোধিতা বিজেপির

চেন্নাই, ২৭ মার্চ ঃ ওয়াকফ (সংশোধনী) বিলের বিরুদ্ধে প্রস্তাব পেশ হল তামিল বিধানসভায়, যার বিরোধিতা করেছে বিজেপি। তামিলনাড়ু বিধানসভায় বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পেশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ওয়াকফ বিল সংশোধন করার চেষ্টা করছে, যা ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করবে। এটি মুসলিম অনুভূতিতে আঘাত করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে মাথা ঘামায় না।প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ভারতে মানুষ ধর্মীয় সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করছে। সংবিধান সকল মানুষকে তাদের ধর্ম পালনের অধিকার দিয়েছে। নির্বাচিত সরকারগুলির এটি রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারকে ওয়াকফ সংশোধনী বিলটি প্রত্যাহার করা উচিত, যা সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর খারাপ প্রভাব ফেলবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিনের এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছেন বিজেপি বিধায়ক ভানাথি শ্রীনিবাসন।

জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে ধৃত ১১ মৎস্যজীবী, মুক্তি পেলেন আগে পাকড়াও ৭ জন

চেন্নাই, ২৭ মার্চঃ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে তামিলনাড়ুর বাসিন্দা ১১ জন মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করলো শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী। বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় ১১ জন তামিলনাড়ু মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করে শ্রীলঙ্কা নৌসেনা, গ্রেফতার করার পর তাঁদের কাঙ্কেসান্থুরাই নৌ ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে তাঁদের নৌকাও।অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা থেকে চেন্নাইয়ে ফিরেছেন ৭ জন তামিল মৎস্যজীবী। শ্রীলঙ্কার জেল থেকে মুক্তি পাওয়া ৭ মৎস্যজীবী বৃহস্পতিবার চেন্নাই বিমানবন্দরে এসে পৌঁছন। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে মুক্তি পাওয়া ৭ মৎস্যজীবীর মধ্যে ৪ জনকে ২০ ফেব্রুয়ারি এবং বাকি ৩ জনকে ২২ ফেব্রুয়ারি গ্রেফতার করা হয়।

কামারহাটি তৃণমূল কংগ্রেস মাইনোরিটি সেলের পরিচালনায় বিশাল ইফতার পার্টি

দুরন্ত বার্তা,২৭ মার্চঃকামারহাটি তৃণমূল কংগ্রেস মাইনরিটি সেলের প্রেসিডেন্ট বাবলু আনসারির নেতৃত্বে এক বিশাল ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল কামারহাটি ফাঁড়ি বাগানে। বাবলু আনসারির সঙ্গে সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেন কালামুদ্দিন আনসারী, ইডনে হায়দার ও চন্দন আনসারী সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিনের এই ইফতার পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন সাংসদ সৌগত রায়, পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, কামারহাটি পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল ঘোষ ও জেলা হিন্দি প্রকোষ্ঠের সভাপতি অমিত গুপ্তা সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন এই ইফতার পার্টিতে প্রায় এক হাজারেরও বেশি মানুষ ইফতারিতে অংশগ্রহণ করে রোজা ভাঙ্গেন ও একসাথে খাওয়া দাওয়া শুরু করেন সহস্রাধিক মানুষ। ইফতার পার্টিকে কেন্দ্র করে হিন্দু মুসলিমের সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলন ও ধর্মনিরপেক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তাদের এবং অতিথিদের বক্তব্যের মাধ্যমে।

মুসলিম অটো ড্রাইভারদের হাতে বোনাস তুলে দিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি সভাপতি নারয়ণ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা,২৭মার্চঃবনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির প্রধান কার্যালয়ে সকল মুসলিম সম্প্রদায়ের অটো ড্রাইভার ভাইদের হাতে ঈদের বোনাস তুলে দিলেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটি টিউসির সভাপতি মাননীয় নারায়ণ ঘোষ মহাশয়। অটো ড্রাইভারদের মোট ১০৫ জন মুসলিম ভাইদের হাতে এই ঈদের বোনাস তুলে দেওয়া হয়। গত ২৪ মার্চ ৬৫ জন মুসলিম ভাইদের হাতে ঈদের বোনাস তুলে দেওয়া হয়। দুইদিনে মোট ১৭০ জন অটো ড্রাইভার মুসলিম ভাইদের হাতে বোনাস তুলে দেয়া হলো। প্রত্যেকেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বাহবা জানান নারায়ণ ঘোষ কে।পাশাপাশি বনগাঁ রেলওয়ে জংশন স্টেশনের সেকশন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের অফিসে ই-রিকশা ইউনিয়ন, অটো ইউনিয়ন, ভ্যানরিস্কা ইউভ্যান, রেলওয়ে হকার্স, স্ট্রিট হকার্স শ্রমিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা আইএনটিইউসি সভাপতি নারায়ণ ঘোষ মহাশয় এবং সকল ইউনিয়নের শ্রমিক নেতৃত্ব। পাশাপাশি গাইঘাটা পূর্ব ব্লকের ঠাকুরনগর অটো ইউনিয়নের সকল নেতৃত্বদের সঙ্গে নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইসির প্রধান কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয় এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে নিয়ে তাদের আশ্বস্ত করেন সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি নারায়ণ ঘোষ মহাশয়। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন যারা এবং আগত সকল নেতৃত্ব কর্মব্যস্ত নারায়ণ ঘোষের ভূয়োষী প্রশংসা করেন তার সৎ ভাবনা ও সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য।

কলেজগুলিতে দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে দ্রুত ছাত্র সংসদ নির্বাচনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ।২০১৩ সাল থেকে রাজ্যের সমস্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন বন্ধ। অভিযোগ, ছাত্র সংসদ নির্বাচন না করে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের রাজ চালাচ্ছে তৃণমূল। এ নিয়ে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল হাইকোর্টে। ওই মামলাতেই এদিন রাজ্যের নির্দেশ খারিজ করে অবিলম্বে কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

আবহাওয়া

মেঘ-বৃষ্টির পালা শেষে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ফের চড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে আরও কিছুটা বাড়তে পারে দিনের তাপমাত্রা। তবে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতির কোনও আশঙ্কা এখনও আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়নি। স্বস্তিদায়ক ঝড়বৃষ্টি হবে কি না, সে ব্যাপারেও কিছু নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম থাকতে পারে। তাতে ঘামের অস্বস্তির বদলে যেমন শুষ্ক গরম মিলবে, তেমনই ঝড়-বৃষ্টির মেঘ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাও কমবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই রোদের তেজে অস্বস্তি অনুভূত হচ্ছে। বৃহস্পতিবারই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি।জোয়ার-সকাল৬টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল৬টা৫০মনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৪৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৫মনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৩ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শুক্রবার, ইংরেজীঃ২৮ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ১২ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১১ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১০ চৈত্র ১৯৪৬, মৈতৈ৫ লমতা, আসামঃ৯ চৈত্র, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ২০ঃ৪৬(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃপঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্তনক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ১৭ঃ৪৬ দং ৩২২৭.৫ পর্যন্ত পরে কৃত্তিকাকরণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ৫৩ দং ৩৫৫১৫ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্র। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ১৮ঃ০০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩১ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ৫৭ থেকে - ০১ঃ০২ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ২৫ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৩ঃ০৩ পর্যন্ত। কালবেলাদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ১৩ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০২০১৬৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২৪৫৪২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২২২২৪৯ (৭) ১ পদবুধঃ ১১৪২৬৪ (২৬) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১১৮৪৭২৯ (৪) ৩ পদশুক্রঃ ১১১০৪৬১২ (২৬) ৩ পদশনিঃ ১০২৪১০২০ (২৫) ২ পদরাহুঃ ১১৬১৪৪৫ (২৬) ১ পদকেতুঃ ৫৬১৪৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রি।লগ্নঃকুম্ভ রাশি সকাল ০৬ঃ৩০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০৯ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ০১ঃ১৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৩ঃ২৫ পর্যন্ত।

চালকের তৎপরতায় বড়সড় দূর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পেল ডাউন ক্যানিং লোকাল

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ২৭ মার্চঃ সোনারপুর বিদ্যাধরপুরের মাঝে দুর্ঘটনার মুখ থেকে ফিরল ক্যানিং লোকাল। দক্ষিন ২৪ পরগনার সোনারপুর ও বিদ্যাধরপুরেরমাঝে রেলগেটের কাছে অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল শিয়ালদহ ক্যানিং ডাউন লোকাল ট্রেন। তবে ট্রেন চালকের তৎপরতায় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে,কিন্তু এই ঘটনার জেরে প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং লোকাল সোনারপুর ছাড়ার পর বিদ্যাধরপুর ও সোনারপুরের মাঝে একটি রেল গেট পার হচ্ছিল দুই বাইক আরোহী।

হঠাৎ ট্রেনটি সামনে আসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে তাঁরা রেল লাইনে বাইক ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে যা বিপদ ঘটার তা ঘটে গেছে,চলন্ত ট্রেনের সামনে ঢুকে পড়ে আস্ত একটি মোটর বাইক। ট্রেনের চালক দ্রুত ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন,যাতে বড়সড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয়। তবে বাইকটি ট্রেনের চাকার মাঝে আটকে পড়ে। এই অবস্থায় রেল কর্তৃপক্ষ ও ইঞ্জিনিয়ারদের দল এসে বাইকটি বের করার কাজ শুরু করেন।

দীর্ঘ ৪৫ মিনিটের প্রচেষ্টার পর ট্রেনলাইন থেকে বাইকটি সরিয়ে ফেলা হয় এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। ঘটনার পরই সোনারপুর জিআরপি এসে বাইকটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তবে বাইক চালক ও তার সঙ্গী ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তাদের খুঁজে বের করতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। আর এই ঘটনার ফলে ক্যানিং লোকালের যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েন। ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকার কারণে অনেকেই গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, যদি চালক দ্রুত ব্রেক না কষতেন,তাহলে একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত।রেলকর্মীরাও স্বীকার করেন, এ ধরনের অসতর্কতা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারতো।

হাওড়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভাগাড়ে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে চেক বিলি

মোট ১১৩টি পরিবারকে দেওয়া হল ক্ষতিপূরণের চেক, এলাকা উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার মনোজের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, **২৭ মার্চ ঃ** হাওড়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ভাগাড়ে ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে চেক বিলি, মোট ১১৩টি পরিবারকে দেওয়া হল ক্ষতিপূরণের চেক। এলাকা উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা দেবার অঙ্গীকার মনোজের। হাওড়ার বেলগাছিয়া ভাগাড়ের ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়া জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণের চেক দেওয়া হয়। বেলগাছিয়ার সুরেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হাইস্কুলে ওই কর্মসূচি নেওয়া হয়। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, এদিন মোট ১১৩টি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয় চেক। যার মধ্যে অতিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬০টি পরিবারকে দেওয়া হয় ১৫ হাজার টাকা করে এবং তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত ৫৩টি পরিবারকে দেওয়া হয় দশ হাজার টাকা করে। শিবপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি বলেন, শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত বেলগাছিয়া ভাগাড় এলাকায় সম্প্রতি ধসে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, তারফলে ওই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকেই গৃহহীন ও সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সকল দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষদের থাকার এবং খাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাঁরা কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন। এই চরম বিপদের দিনে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে ১৫,০০০ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের হাতে ১০,০০০ টাকার চেক ও মেডিকেল কিট তুলে দিয়েছি। এর পাশাপাশি বেলগাছিয়া ভাগাড় সংলগ্ন এলাকার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য আমি বিধায়ক তহবিল থেকে ১০ লক্ষ টাকা মাননীয়া জেলাশাসকের হাতে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলাম যাতে ওই এলাকার সামগ্রিক ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করে তোলা যায়। হাওড়ার জেলাশাসক ড.পি দীপাপপ্রিয়া বলেন, আমরা বেলগাছিয়া অঞ্চলে তিনদিন ধরে সার্ভে করেছিলাম।

তারমধ্যে আমরা এখনো পর্যন্ত ২৬০টি পরিবারের সার্ভে করতে পেরেছি। এদের মধ্যে ৬০টি বাড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে যেগুলি অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এরকম ৫৩টি বাড়িকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব পরিবারকে আজকে আমরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে টাকার চেক দিচ্ছি। যাদের বাড়ি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁরা ১৫,০০০ টাকা করে এবং যাদের বাড়ি অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাঁনা ১০,০০০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। মোট ১১৩টি পরিবারকে আমরা আজকে ডেকেছিলাম। আমাদের সার্ভে টিম এখানে সবসময় অ্যালার্ট রয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ড্যামেজ বাড়তে পারে কিংবা সয়েল টেস্ট রিপোর্ট যখন পাব তখন আরও কিছু ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সবকিছুর পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব আরও বাড়ির লিস্ট আমাদের কাছে এলে আমরা রিলিফ করিয়ে দেবো। এনাদের আমরা আপাতত একটি স্কুল বিল্ডিং এবং পাশের একটি ক্লাবে থাকার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। ওনারা যদি স্কুলবাড়িতে আসতে চান তাহলে এখানে আমরা ব্যবস্থা করে দেব। এর পাশাপাশি কন্টেইনার আমরা প্রস্তুত করে রেখেছি। থাকার উপযোগী করে রাখা হয়েছে।

ওনারা এই স্কুলে থাকলে ভালো, কিন্তু ওনারা স্পটেই থাকতে চাইছেন। কন্টেইনারগুলিকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। আমরা আজকে প্রশাসনের তরফ আলোচনা করে দেখব কতজন কন্টেইনারে থাকতে চাইছেন। তারপরে আমরা সেই ব্যবস্থা করব। ওনারা যদি স্কুল বা ক্লাবে থাকতে চান সেই ব্যবস্থাও আমরা করব। এর পাশাপাশি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমাদের ফিউচার প্ল্যানিং কি করতে হবে তা নিয়ে পুরসভা এলাকায় এদিন একটি বৈঠক হবে। তারই ভিত্তিতে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলতে পারব।

বছর চারেকের এক শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, **২৭ মার্চ ঃ** বছর চারেকের এক শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে উত্তেজনা ডোমজুড়ের সলপে, খুন বলেই সন্দেহ। সিসিটিভির সূত্র ধরে তদন্তে ডোমজুড় থানার পুলিশ। হাওড়ার ডোমজুড়ের সলপ ডাঁসপাড়া এলাকায় এক শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। বছর চারেকের ওই শিশুর নাম শেখ আয়ুস। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর বাড়ি থেকে ২০০ মিটার দূরে ঝোপের মধ্যে তাকে হাত বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়। মুখে আঘাতের চিহ্ন ছিল। শ্বাসরোধ করে তাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠাতে গেলে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়েন পরিবারের লোকজন। ঘটনাস্থলে পুলিশ কুকুর দিয়ে এলাকা তল্লাশি চালানো হচ্ছে এবং ঘটনাস্থলের নমুনা সংগ্রহ করছে পুলিশ। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ। যা থেকে পুলিশ তদন্তে বড়সড় সফলতা পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, পারিবারিক অশান্তির জেরে পুরনো কোনও শত্রুতার কারণেই এই খুন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ।

দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে মায়ের গাঁ জয়রামবাটিতে গড়ালো রেলের চাকা

সমীর দাস, ২৭ মার্চঃ দীর্ঘ জটিলতা কাটিয়ে মায়ের গাঁ জয়রামবাটিতে গড়ালো রেলের চাকা। লক্ষীবারে কমিশন অব রেলওয়ে সেফটির বিশেষ ট্রেন নব নির্মিত জয়রামবাটি স্টেশনের মাটি ছুঁতেই বাঁধভাঙ্গা উচ্ছ্বাস আর আবেগে ভাসলেন উপস্থিত আমজনতা। উপস্থিত ছিলেন জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরের সন্যাসীরা। প্রসঙ্গত, এক সময়ের মল্ল রাজাদের রাজধানী, মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরের সঙ্গে শৈবক্ষেত্র তারকেশ্বরকে রেল পথে জুড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে রেল দপ্তর। তবে প্রস্তাবিত এই রেল পথ তৈরীতে বারবার বাধা মুখে পড়েন তারা। এর মধ্যেই সমস্ত সমস্যা কাটিয়ে রেল পথ তৈরীর কাজও চলতে থাকে। এরই মাঝে এদিন কমিশন অব রেলওয়ে সেফটির বিশেষ ট্রেন পৌঁছে গেল মাতৃভূমি জয়রামবাটিতে। উপস্থিত ছিলেন রেলের ইষ্টার্ণ সার্কেলের সি.আর.এস শুভময় মৈত্র স্বয়ং।

রেলের ইষ্টার্ণ সার্কেলের সি.আর.এস শুভময় মৈত্র বলেন, আজ লাইন পরীক্ষার কাজ হলো। ঠিক কবে এই পথে নিয়মিত ট্রেন চলাচল করবে তা রেল কর্তৃপক্ষ ঠিক করবেন বলে তিনি জানান। এই খবরে খুশী বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সংসদে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রেলমন্ত্রককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্যারের বাড়ি আঁকা শিখতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার দুই ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মার্চ ঃ স্যারের বাড়ি আঁকা শিখতে গিয়ে শ্লীলতাহানির শিকার দুই ছাত্রী, ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে ছাত্রীর পরিবার। ঠান্ডা পানীয়ের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে খাইয়ে আঁকার ক্লাসের দুই ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠলো।

আঁকার শিক্ষক ও তাঁর এক বন্ধুর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে হাওড়ার লিলুয়া থানায়। লিলুয়ার উদয়গড়ে গত রবিবার ওই ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন পর বিষয়টি জানাজানি হয়। মাদক খাইয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয় বলে এক ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ। এই ঘটনায় বুধবার রাতে লিলুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রীর পরিবার। নবম শ্রেণির দুই ছাত্রীর বাড়িই লিলুয়ায়। ওই আঁকার শিক্ষকের বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিকবার এই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

কুমারঘাটে বিদ্যুৎ বিল নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন গ্রাহকরা

কুমারঘাট, ২৭ মার্চঃ ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ বিলের নামে গ্রাহকদের সঙ্গে দানবীয় আচরণ বিদ্যুৎ নিগমের। মিটার পরিবর্তন করে একমাসে লাখ টাকার উপর বিদ্যুতের মাশুল ধরিয়ে দেওয়া হল গ্রাহকদেরকে। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট বিদ্যুৎ ডিভিশন অফিসের অধীনস্ত বিভিন্ন এলাকায়। অভিযোগ, ত্রিপুরায় আছে দিনের সুফল হারে হারে টের পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। পরিবর্তনের রাজ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালা করে সরকারি মাশুল বৃদ্ধির ঘটনায় মানুষ যখন হাপিয়ে উঠেছেন তখনই নিজেদের জাত চেনাতে গ্রাহকদের ঘরে নতুন পোষ্টপেইড স্মার্ট মিটার লাগিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল আদায় করতে মাঠে নেমেছে রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। ঘটনায় গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছ। নিগমের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন গ্রাহকরা। জানা গেছে টেকনো ইলেকট্রিক্যাল নামে একটি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে ঘরে ঘরে প্রিপেইড মিটার পাল্টে পোষ্টপেইড মিটার বসানোর কাজ শুরু করেছে বিদ্যুৎ নিগম। ফটিকরায় রাধানগর ৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় বিপ্লব দাস নামে এক গ্রাহকের বাড়িতে ফেব্রুয়ারীতে মিটার বদল করে স্মার্ট পোষ্টপেইড মিটার লাগিয়েছে সংস্থা। চলতি মাসে নতুন মিটারে সেই গ্রাহকের বকেয়া ৯ হাজার ৯৩২ টাকা সহ

তার এক মাসের বিল ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৪০৬ টাকা। একইভাবে তার ভাই তথা স্থানীয় শাসক দলীয় পঞ্চায়েত সদস্য বেনু ভূষণ দাসের মিটার বদল করে বকেয়া সহ একমাসে বিল করা হয়েছে ৫৯ হাজার ৩৭৪ টাকা। খোদ পঞ্চায়েত সদস্যই প্রশ্ন তুলেছেন এনিয়ে। এখানেই শেষ নয়। বাড়ীতে দীর্ঘ বছর ধরে বিদ্যুৎ ব্যাবহার করে আসছেন রাধানগর এলাকার বাসিন্দা অশ্বিনী দাস। তার মতে প্রতি মাসে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাবদ রিচার্জ করতেন তিনি। সেই জায়গায় সম্প্রতি নতুন পোষ্টপেইড মিটার লাগিয়ে একমাসে তার বিল এসেছে ৮৪ হাজার টাকার অধিক। তার অভিযোগ গ্রামে এমন ঘটনা ঘরে ঘরে রয়েছে। তার মতে বিদ্যুৎ জ্বালিয়ে এধরনের বিল দিতে হলে বাড়ীর সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে গ্রাহকদেরকে। এই মিটার অতিসত্তর পরিবর্তন করার দাবী জানান গ্রাহকরা। এদিকে অলক দাস নামে গ্রামের আরো এক গ্রাহকের অবস্থাও তথৈবচ। বিগত মাসে অনলাইনের মাধ্যমে ৬৪০ টাকা রিচার্জের পর নতুন মিটারে তার এক মাসের নতুন বিল এসেছে ৭ হাজার টাকার উপর। নিগমের কুমারঘাটের সিনিয়র মেনেজার অনুপ কুমার বোস জানান, এবিষয়ে গ্রাহকরা অফিসে অভিযোগ জানাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। যারা যোগাযোগ করছেন তাদের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে নিগম। এদিকে নিগমের এমন ঘটনার পর এলাকাতে নিগমের গাড়ি নজরে পড়লেই রাস্তায় কর্মীদের মাঝে মধ্যে ঘিরে ধরছেন গ্রাহকরা। ঘটনা জানিয়ে কেউ চাইছেন সুরাহার পথ, কেউ আবার বাক্যবানে ঝাড়ছেন নিজেদের ক্ষোভ। উল্লেখ্য কয়েক বছর আগেও এমন পোষ্টপেইড মিটারেই বিদ্যুৎ ব্যাবহারে অভ্যস্ত ছিলেন গ্রাহকরা। পরে হঠাৎই সেই মিটার পরিবর্তন করে নয়া রিচার্জ মিটার দেওয়া হয় গ্রাহকদের। অবশেষে সেই পোষ্টপেইড মিটারের পথেই আবারো হাঁটতে শুরু করেছে বিদ্যুৎ নিগম। শুধু ধরন পাল্টে বর্তমানে করা হয়েছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। বিষয়টা যেনো পুরনো সুরা নতুন বোতলে পরিবেশনের মত।

রাতে জোড়া দুর্ঘটনা হাওড়ায়, ছড়াল উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ মার্চ ঃ বুধবার রাতে জোড়া দুর্ঘটনা হাওড়ায়, ছড়াল উত্তেজনা।বুধবার রাতে হাওড়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

লিলুয়া থানার অন্তর্গত কোনা হাইরোড মোড়ে ওই ঘটনা ঘটে। ভাঙচুর করা হয় একাধিক লরি ও ট্রাফিক বুথ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় র্যাফ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সলপের দিক থেকে জগদীশপুর যাওয়ার সময় দুই বাইক আরোহী পিছলে রাস্তায় পড়ে যান।

পিছন থেকে আসা একটি লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয় স্থানীয় বাসিন্দা নুর মহম্মদ লস্কর নামের বছর পঞ্চাশের এক ব্যক্তির। ঘটনায় আহত হন তাঁর সঙ্গীও। এর জেরেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বুধবার রাতেই হাওড়ার পাঁচলা থানা এলাকার রানীহাটি মোড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে কন্টেনারের ধাক্কায় একজনের মৃত্যু র খবর পাওয়া গেছে।

এবছর বাজারে চাহিদা বাড়ায় ইদের সিমুই তৈরিতে হিমসিম খাচ্ছে কারিগররা বহড়ুতে

দুরন্ত বার্তা,বহড়ু,২৭ মার্চঃ সামনেই খুশির ইদ।ইদের এই উৎসবের মুল খাবার সিমুই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় রয়েছে বেশ কিছু সিমুই তৈরির কারখানা। তাদের মধ্যে অন্যতম জয়নগর থানা এলাকার বহড়ুতে। জেলা জুড়ে এবার ব্যাপক চাহিদা সিমুই আর লাচ্চার। চূড়ান্ত ব্যস্ততা তাই এখন কারখানায়।চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগান দিতে প্রতিদিন সুস্বাদু স্বাদের কেজি কেজি কাঁচা ও ভাজা সিমুই, লাড্ডু আর লাচ্চা তৈরি করছেন কারিগররা। উপকরণ বলতে ময়দা, বিশুদ্ধ জল, তেল ও ডালডা। প্রথমে ময়দা মেখে যন্ত্রের জালিতে ফেলে কাঁচা সিমুই তৈরি করছেন কারখানার শ্রমিকরা। তারপর তেল ও ডালডায় ভাজা হচ্ছে সেই কাঁচা সিমুই। দক্ষ হাতের পাকে প্রস্তুত করা হচ্ছে লাড্ডু ও লাচ্চা।এরপর প্যাকেটবন্দি হয়ে সেসব চলে যাচ্ছে বিভিন্ন বাজারে। এই সিমুই ও লাচ্চা তৈরির কারিগররা বেশিরভাগই আসেন বিহার ও উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে। এবছরও এসেছেন তাঁরা। ওই দক্ষ কারিগররা নাওয়া খাওয়া ভুলে কাজ করে চলেছেন সিমুই তৈরির কারখানাগুলিতে।

সকলেই ব্যস্ত সিমুই তৈরিতে।তিন চার বছর ধরে বহড়ুর সিমুই তৈরির কারখানায় কাজ করছেন এক কারিগর। তিনি বলেন, এখন প্রচন্ড ব্যস্ততা। সকাল ৫ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত কাজ করতে হচ্ছে তাঁদের। কারণ এবছর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে সিমুইয়ের। লাচ্চার চাহিদা ও ভালো আছে। কারখানাতেই একইভাবে তৈরি হচ্ছে মোটা সিমুই, সরু সিমুই, এক নম্বর ও দেড় নম্বর সিমুইয়ের মত প্রায় পাঁচ রকমের সিমুই, ছোট ও বড় আকারের লাচ্চা।

যদিও সেসব তৈরি হচ্ছে পাইকারি খদ্দেরদের অর্ডার অনুযায়ীই। ময়দা এবং তেল ও ডালডার দাম বেড়ে যাওয়ায় এবছর উৎপাদিত দ্রব্য কিলো প্রতি ১০-১২ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বহড়ুর কারখানায় তৈরি কাঁচা সিমুই প্রতি কিলো ৪৬ টাকা, ভাজা সিমুই কেজি প্রতি ৫৪ টাকা, লাচ্চা কেজিতে ১০৫-১১০ টাকা দরে দেদার বিকোচ্ছে জয়নগরের নতুনহাট, মিত্রগঞ্জের বাজার, বাংলা, মৌজপুর সহ একাধিক বাজারে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যোগানের পরিমাণও বাড়ানো হয়েছে।

ঠাকুরনগরে শুরু বারুণী মেলা, লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম রাত থেকেই

ঠাকুরনগর, ২৭ মার্চঃ ঠাকুরনগরে শুরু হল বারুণী মেলা। এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ ভক্তের ঢল নামে ঠাকুরবাড়িতে। এবারও একই ছবি। বুধবার রাত থেকেই উৎসবের আবহ সেখানে। রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে কামনা সাগরে পুণ্যস্নানের মাধ্যমে মতুয়া ধর্মের মহামেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তরা এসেছেন ঠাকুরনগরে। এক্স হ্যান্ডলে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।বারুণী মেলার জন্য কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরনগর স্টেশন এলাকায় রেল পুলিশের পাশাপাশি মেলার চারপাশে জেলা পুলিশের কয়েকশো কর্মী মোতায়েন হয়েছে। মেলা কমিটির পক্ষ থেকেও অতিরিক্ত স্বেচ্ছাসেবক ও সিসিটিভি বসানো হয়েছে। মেলা চত্বর এবং কামনা সাগরের ধারে অতিরিক্ত শৌচালয় ও স্নানের ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন। মতুয়া ভক্তদের জন্য অতিরিক্ত ট্রেন চালাচ্ছে রেল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ঠাকুরনগরে যাওয়ার জন্য ট্রেন চালু হয়েছে। নজরদারিতে ব্যবহার করা হচ্ছে ড্রোন।

আগামী ১৭ তারিখ পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখবে

বনস্পতি দে, হরিপাল হুগলি, ২৭মার্চঃ অবশেষে আর কিছুটা সময় দিতে আপাতত আগামী ১৭ এপ্রিল অবধি হরিপালে উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। স্থানীয়দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে অবশেষে আপাতত উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিল রেল। হরিপাল স্টেশন সংলগ্ন রেলের জায়গা খালি করা নিয়ে বুধবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত ছিল এলাকা। সকাল থেকেই রাস্তায় নামে সেখানকার তৃণমূল ও বামপন্থী শ্রমিক সংগঠনগুলি। বুধবার সন্ধ্যায় রেল পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর এ কথা জানালেন হরিপালের বিধায়ক করবী মান্না। আগামী ১৭ই এপ্রিল পুনরায় রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিধায়ক, মন্ত্রী ও স্থানীয় মানুষের উপস্থিতিতে বৈঠক হবে। তারপর উচ্ছেদ সংক্রান্ত বিষয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায় সিপিএমের শ্রমিক সংগঠনও। বুধবার বিশাল পুলিশ বাহিনী হরিপাল স্টেশন চত্বরে মোতায়েন থাকলেও উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ।

সরকারি উদ্যোগে সুন্দরবনের ৩৯ টি ফেরিঘাটের দায়িত্ব নিলাম করা হচ্ছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৭ মার্চঃ সুন্দরবন নদীমাতৃক এলাকা। এখনো নদীপথে যাতায়াতের মূল মাধ্যম। আর তাই সুন্দরবনের ৩৯ টি ফেরিঘাট নিলাম করতে চলেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ক্যানিং,বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, জয়নগর, রায়দীঘি, সাগর, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা ইত্যাদি ব্লকে এক জায়গা থেকে আরেক প্রান্তে যাওয়ার যেসব ফেরিঘাট রয়েছে, তাঁর পরিচালনা কার হাতে থাকবে তার জন্যই এই নিলামের ডাক দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে,৮ই এপ্রিলের মধ্যে দরপত্র জমা দিতে

হবে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে। ৯ই এপ্রিল নিলামের দিন ধার্য করা হয়েছে। পাশাপাশি এবার জেলা পরিষদ ঠিক করেছে, এই প্রক্রিয়া মিটে গেলে ফেরিঘাটগুলিতে রক্ষণা বেক্ষণের জন্য বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি সরকারি শর্ত রাখা হয়েছে, যার মধ্য বেশ কিছু উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন ফেরী চালানোর জন্য সরকারী ট্রেনিং প্রাপ্ত অন্তত দুজন মাঝি ও তৎসহ চারজন সহকারী আবশ্যক। সমস্ত মাঝি ও সহকারীদের আর্থিক দায়ভার নিলাম দাতাদের নিতে হবে। ফেরী পারাপারের জন্য আবেদনকারী নিলাম সংস্থাকে জলধারা প্রকল্পে জেলা পরিষদ হইতে প্রাপ্য বোট বা নৌকা উপযুক্ত ভাড়ার মাধ্যমে নিতে হবে। যদি অবিলম্বে জেলা পরিষদ বোট বা নৌকার বন্দোবস্ত করতে না পারে তাহলে তাদের নিজেদের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি ফেরী ঘাটের জন্য অন্তত দুটি বোট রাখতে হবে। আর জলপথে দূর্ঘটনা এড়াতে সরকারি নিয়ম মেনে চালাতে হবে।

দুদিনের বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২৭ মার্চঃ খেলাধুলার মানকে বজায় রাখতে ছেলেমেয়েদেরকে খেলার সাথে যুক্ত রাখতে ও আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের নাম উজ্জ্বল করতে স্কুল স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সহযোগিতায় জয়নগর এক নম্বর আঞ্চলিক বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিদর্শকের ব্যবস্থাপনায় দুদিনের ২৭ তম মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়ে গেল জয়নগর থানার বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে। ২৬ শে মার্চ এই খেলার সূচনা হয়। ২৭ শে মার্চ এই খেলার শেষ দিনে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর মহকুমা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আফতাব আলম, জয়নগর-মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু

ঘোষ,জয়নগর মজিলপুর জেএম ট্রেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর মন্ডল, বহড়ু হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক চম্পক মিশ্র, বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মতিউর রহমান লস্কর, সিনিয়র সাংবাদিক উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক সফিউর রহমান লস্কর, শিক্ষক জাহাঙ্গীর লস্কর, শিক্ষিকা মলিনা নাথ সহ আরো অনেকে। এই দুদিন বারুইপুর মহকুমার ৭ টি ব্লকের ২৮০ টি স্কুল থেকে দুশো জন প্রতিযোগী অংশ নেন বিভিন্ন ইভেন্টে। দুদিনে মোট ৭৭ টি ইভেন্টের খেলা এখানে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪, ১৭ ও ১৯ বছরের ছেলে মেয়েরা এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। অলিম্পিকের বেশির ভাগ ইভেন্ট এই প্রতিযোগিতায় স্থান পায়। মশাল দৌড়, হাই জ্যাম লং জাম, তীরন্দাজ সহ একাধিক ইভেন্টে অংশ নেন প্রতিযোগীরা। শেষ দিনে সফল প্রতিযোগীদের হাতে সার্টিফিকেট ও মেডেল তুলে দেন বারুইপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আফতাব আলম, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ অন্যান্যরা। আগামী ১৬ ও ১৭ ই এপ্রিল নরেন্দ্রপুরে জেলা স্তরের বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুদিনের এই প্রতিযোগিতা দেখতে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন বহড়ু হাইস্কুলের মাঠে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ১১৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১৪ চৈত্র, ১৪৩১

পশ্চিমি জোট কি অস্তমিত!

সম্পাদকীয়

বিশ্ব-রাজনীতিতে ক্ষমতার ভারসাম্যের পরিবর্তন হচ্ছে? পশ্চিমি জোটে যখন স্পষ্টত ভাঙনের ইঙ্গিত মিলছে, সেই সময়ে মস্কো-বেজিং-পিয়ং-ইয়ং-তেহরানের জোট কিন্তু ক্রমেই সংঘবদ্ধ হচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধ আর ট্রাম্প-এর বাণিজ্য যুদ্ধ এই পট পরিবর্তনে অনুঘটকের কাজ করছে বলে মনেও করা হচ্ছে। আর এ সবের মাঝে দিল্লিও নিজের মতো করে ঘর গোছাতে শুরু করছে। এক দিকে যখন 'হাতি-ড্রাগনের নাচ' দিল্লি-বেজিংয়ের মধ্যে শীতলতা গলার ইঙ্গিত দিচ্ছে, অন্য দিকে, ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আর রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন শান্তির মধ্যস্থতায় দিল্লিকে পাশে চাইছেন। ট্রাম্প-এর দ্বিতীয় দফায় হোয়াইট হাউসে প্রবেশের মাত্র মাস দুই হয়েছে। এর মধ্যেই দু'দু'টি বিষয়ে ইউরোপের সঙ্গে ওয়াশিংটনের মতপার্থক্য প্রকট হয়েছে। অতলান্তিকের দুই পার কখনওই সব বিষয়ে সুরে সুর মেলায়নি। কিন্তু ক'টি নীতিগত প্রশ্নে পোটোম্যাক-এর সঙ্গে টেমস, সিন, দানিয়ুব-এর বিভেদ ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম সেই মূল জায়গাতেই টান পড়েছে। বাণিজ্য যুদ্ধ দিয়েই পশ্চিমি ব্লকে বিভেদের সূত্রপাত। কারণ ট্রাম্প নিশানা করেছেন ওয়াশিংটনের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পরিচিত পড়শি ক্যানাডা ও অতলান্তিকের ও পারে ইউরোপকে। ট্রাম্প প্রশাসনের অভিযোগ, এরা তাদের বাজারে মার্কিন পণ্যের উপর বেশি শুল্ক চাপানো হচ্ছে এবং দীর্ঘ দিন এটা চলার ফলে ওয়াশিংটনের বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি হচ্ছে। তাই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে মার্কিন বাজারে ক্যানাডা ও ইউরোপীয় পণ্যে শুল্ক চাপানো হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই ক্যানাডা বা ইউরোপ এটা ভালো ভাবে নেয়নি। পাল্টা হিসাবে এরাও মার্কিন পণ্যে শুল্ক চাপাচ্ছে। মার্কিন বণিকসভা দ্য আমেরিকান চেম্বার অফ কমার্স টু দ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর (অ্যামচ্যাম ইইউ) এক সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, গত বছরে দু'তরফের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি ডলার। অ্যামচ্যাম ইইউ রিপোর্টের অন্যতম লেখক ড্যান হ্যামিল্টন-এর মতে, বাণিজ্যযুদ্ধ পুরোদমে শুরু হলে বাণিজ্য তো বটেই, বিনিয়োগও যে ভালোই মার খাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমেরিকাতে যে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ হয়, তার ৬০ ভাগই করে ইউরোপ। আবার পরিষেবা ক্ষেত্রে আমেরিকারই পাল্লা ভারী। এখন এই বাণিজ্যযুদ্ধের আবহে ইউরোপ যদি মার্কিন পরিষেবায় কোপ বসায়, তা হলে সেটা ওয়াশিংটনেরই লোকসান। এতেই শেষ নয়। এই মার্কিন বণিকসভার চিফ এগজিকিউটিভ ম্যাল্টে লোহান-এর মতে, এই বাণিজ্যযুদ্ধের রেশ পড়বে ব্যবসাতেও। পরিসংখ্যান বলছে, ইউরোপীয় সংস্থাগুলি আমেরিকাতে বছরে প্রায় সওয়া ৩ লক্ষ কোটি ডলারের ব্যবসা করে, মার্কিন সংস্থাগুলি ইউরোপে করে প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলারের ব্যবসা। বাণিজ্যযুদ্ধের জের পড়তে শুরু করেছে এর মধ্যেই। স্যাম্পেনের উপর আমেরিকা যে ২০০ শতাংশ শুল্ক বসানোর কথা ভাবছে, তাতে মার্কিন মুলুকে ব্যবসা করা নিয়ে শঙ্কিত ফরাসি মদ শিল্প। অন্য দিকে, শুল্ক চাপানোর ফলে মার্কিন পরিষেবা শিল্পের উপরে কী ধরনের প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে মার্কিন থিঙ্কট্যাঙ্ক অ্যানডারসন ইকোনমিক গ্রুপ এক রিপোর্ট তৈরি করেছে। সেখানে দেখানো হচ্ছে, আমদানিকৃত ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোয় গাড়ি উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। যেমন এসইউভি-র অ্যাসেম্বলিং খরচ বাড়ছে ৯ হাজার ডলার, পিক আপ ট্রাকের ক্ষেত্রে সেটা ৮ হাজার ডলার। বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে খরচ বাড়বে ১২ হাজার ২০০ ডলার। যে মেক্সিকোর পণ্যের উপর ট্রাম্প প্রশাসন শুল্ক বসাচ্ছে, সেই দেশই মার্কিন মুলুকে যন্ত্রাংশের জন্য বছরে ১৩ হাজার ৬০০ কোটি ডলারের গাড়ি পাঠায় আর ছ'টি মার্কিন রাজ্য শুধু যন্ত্রাংশের ব্যবসাই করে ৯ হাজার ৫২০ কোটি ডলারের। ক্যানাডার যন্ত্রাংশের উপর মার্কিন গাড়ি-শিল্প নির্ভরশীল। ফলে ক্যানাডার যন্ত্রাংশের উপর শুল্ক চাপালে মার্কিন গাড়িরই দাম বাড়বে। এমনিতেই চাহিদার অভাবে আমেরিকায় ২০১৯-এর তুলনায় ২০২৪-এ প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গাড়ি কম নির্মিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শুল্ক বৃদ্ধি কার্যত মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের সমান। ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল-এর মতে, বাণিজ্যযুদ্ধের ফলে চলতি বছরে মার্কিন জিডিপি বাড়বে ১.৭ শতাংশ হারে, অথচ ২০২৪-এর ডিসেম্বরের হিসেব ছিল ২.১ শতাংশ। ইলন মাস্ক-এর গাড়ি সংস্থা টেসলার সামনে অন্য সমস্যা। মূলত রাজনৈতিক কারণেই ইউরোপে মাস্ক-বিরোধীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে ইউরোপে টেসলা বিক্রিতে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারির তুলনায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে ইউরোপে টেসলার বিক্রি ৪৪ শতাংশ কমেছে। পরিসংখ্যান থেকেই পরিষ্কার যে, এই ধরনের সংঘাত কারও পক্ষেই কাম্য নয়। বাণিজ্যযুদ্ধ শুধু চিনের সঙ্গে হবে বলে নেমেছিল ওয়াশিংটন, সে এখন তা সবার সঙ্গে করতে উদ্যত। এতে চিন কতটা কোণঠাসা হবে সে তো সময় বলবে, কিন্তু এতে যে পশ্চিমি জোটের মধ্যে ভাঙনের ফলে ওয়াশিংটন বন্ধুহীন হচ্ছে তা স্পষ্ট। ইউক্রেন যুদ্ধ এই ভাঙন আরও চোখের সামনে এনে দিয়েছে। ইউরোপ যে আর পুরোপুরি ওয়াশিংটনকে ভরসা করতে পারছে না, তা পর পর ক'টি ঘটনায় পরিষ্কার। এমনিতেই প্রথম দফার ট্রাম্পকে দেখা ইউরোপ যথেষ্ট আশঙ্কিত ছিল ট্রাম্প ২.০ নিয়ে। মিউনিখে এক সম্মেলনে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস ডেভিড ভ্যান্স বাক-স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, শরণার্থী সমস্যা, এ সব নিয়ে ইউরোপকে কাঠগড়ায় তুলে ইউরোপের বিরাগভাজন হন। এর পর ওভাল অফিসে জেলেনেস্কি-কে ডেকে নিয়ে গিয়ে ট্রাম্প-ভ্যান্স যে ভাবে জানিয়েছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনায় না বসলে মার্কিন সামরিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্যের কথা ইউক্রেন ভুলে যেতে পারে, তা ইউরোপ ভালো ভাবে নেয়নি। কারণ এর পরই পশ্চিম লন্ডনের ল্যাঙ্কাস্টার হাউসে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রপ্রধানরা ইউক্রেন-এর সমর্থনে বৈঠকে বসেন। পরে প্যারিসেও ৪০টা দেশের সেনাপ্রধান বৈঠক করেন। দেওয়াললিখন পরিষ্কার। আমেরিকা না এলেও ইউক্রেন-এর রক্ষাকবচ হবে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির নেতৃত্বাধীন বাহিনী। নর্থ অ্যাটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন-এর (ন্যাটো) সঙ্গে ওয়াশিংটন-এর সংঘাত তুরস্কের দিক থেকেও। ট্রাম্প প্রশাসন মস্কোর প্রতি নরম মনোভাব দেখালেও ক্রাইমিয়াতে রুশ দখল নিয়ে আপত্তি তুলেছে ন্যাটো সদস্য আঙ্কারা। এর্দুয়ান প্রশাসনের যুক্তি, ঘরের পাশে ক্রাইমিয়াতে রুশ নৌঘাঁটি থাকা তুরস্কের জন্য উদ্বেগের। পর্যবেক্ষকরা অবশ্য অন্য কথা বলছেন।

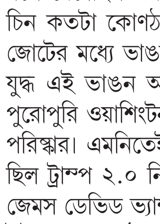

ভগিনী নিবেদিতা অমৃত কথা

শিক্ষার্থীকে মনে রাখতে হবে, তার লক্ষ্য শুধু নিজের উন্নতি নয়। ব্যক্তি, দেশ ও ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে যে কল্যাণময় শিক্ষা, তা-ই তাকে যথার্থ মানুষ রূপে গড়ে দেশ সেবায় নিযুক্ত করে। এই দেশপ্রেম যখন হৃদয়ে দৃঢ় হয়ে আদর্শ ও সংস্কৃতিতে উন্নত মস্তকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় তখনই অপরাপর জাতির মহত্ত্ব ও উচ্চ আদর্শের মর্ম গ্রহণ করা সম্ভব হয়। তা না হলে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে অপর জাতির অনুকরণ চরিত্রকে নিকৃষ্টই করে তোলে। একবার আত্মনিবেদনে সক্রিয় হলে, হৃদয় ও মনের সব দিলেও মনে হয় যেন কিছুই দেওয়া হলো না। সমর্পণই যেখানে প্রকৃত লক্ষ্য, সেখানে দেওয়ার পরিমাণ বিচারেব বিষয় হতে পারে না। নিজের জাতীয় ভাবকে বিশ্বভাবের অংশরূপে আত্মগত করতে হবে। সেই জন্য প্রয়োজন হলে ভাসতে হবে বাহ্যিক আচারের বন্ধন। কিন্তু তা যেন ব্যক্তিগত স্বার্থে না করা হয়। বিশ্বসেবাই প্রকৃত স্বদেশসেবা।

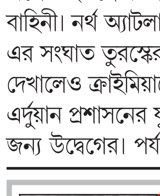

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

তুমি যাই দেখ না কেন, অন্তরের সহিত দেখাই সর্বাগ্রে তার ভালোটুকুই দেখতে চেষ্টা কর, আর এই অভ্যাস তুমি মজ্জাগত করে ফেল। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল, বরং ও সবগুলি এক একটি মত। এটা খুবই সত্য কথা যে, মনে যখনই অপরের দোষ দেখবার প্রবৃত্তি এসেছে তখনই ঐ দোষ নিজের ভিতরে এসে বাসা বেধেছে। তখনই কালবিলম্ব না করে ওই পাপপ্রবৃত্তি ভেঙ্গেচুরে ঝেটিয়ে সাফ করে দিলে তবেই নিস্তার, নইলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। সুখ কিংবা দুঃখ যদি তোমার গতিরোধ না করে, তবে তুমি নিশ্চয় গন্তব্যে পৌঁছিবে, সন্দেহ নাই। আকুল প্রাণের আবেগ নিয়ে যা'কে যেমন বাসবে ভালো, সততারই উচ্ছলতায়- তেমনি সে হয় জীবন-আলো। তোমার মন যত নির্মল হবে, তোমার চোখ ততই নির্মল হবে, আর জগৎটা তোমার নিকট নির্মল হয়ে ভেসে উঠবে।

শুধুমাত্র দল করলেই পরিচয়?

বিশেষ প্রতিনিধি

যাদবপুর কাণ্ডে যাঁরা সরব হয়েছেন, তাঁরা স্পষ্টত দু-টি ভাগে বিভক্ত। একদল বিচার চাইছেন শিক্ষা মন্ত্রীর গাড়ির চাকার ধাক্কায় আহত ছাত্রের হয়ে। আরেকদল বিচার চাইছেন অধ্যাপকদের একটি সংগঠনের সভায় ঢুকে যে-ছাত্ররা হামলা চালিয়েছে, অধ্যাপকদের নিগ্রহ করেছে, তাদের শাস্তির দাবিতে। বন্ধু-পরিজনদেরও কেউ কেউ যেই পক্ষ নিচ্ছেন, অমনি আরও কিছু বন্ধুজন সমাজ মাধ্যমে তাঁদের আক্রমণ করছেন, 'আনফ্রেন্ড'ও করছেন। প্রশ্ন হল, এভাবে পক্ষ কি নিতেই হবে? পক্ষ না নিয়ে কি ঘটনাটিকে দেখা সম্ভব নয়? একটি কথা ঠিক। শনিবার সাধারণত এ রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্লাস হয় না। যাদবপুরেও না। কাজেই এরকম একটি দিনে যদি ওয়েবকুপা তাদের বার্ষিক সাধারণ সভাটি অনুমতিক্রমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজন করে, তাতে দোষের কিছু নেই। এই সভার আয়োজনে পড়াশোনার পরিবেশ ব্যাহত হওয়ার কথা নয়। কাজেই এই প্রশ্ন যদি কারোর মনে জাগে যে, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর দলের সমর্থক অধ্যাপকদের একটি সভায় হাজির হওয়ায় সেখানেই তাঁকে ডেপুটেশন দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল এক শনিবার-সে প্রশ্নকে ছোটো করে দেখার কারণ নেই। এই ডেপুটেশন তো সত্যিই আলাদাভাবেও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দেওয়া যেতে পারত অন্যদিনে। এ কথা যেমন সত্য, তেমনই একথাও সত্য যে, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের কলেজগুলিতে ছাত্রসংসদের নির্বাচন হচ্ছে না। রাজনীতি সচেতন ছাত্রদের এ বিষয়ে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাই হয়তো তারা শিক্ষামন্ত্রীকে হাতের কাছে পেয়ে ডেপুটেশন দিতে চেয়েছে। তবে ঘটনা পরম্পরা থেকে আমার একটি জিনিস মনে হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাল-দুর্গ হিসেবেই পরিচিত। বিজেপি বা তৃণমূল কংগ্রেস কোনও দিক থেকেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি জাহির করতে পারেনি। কিছুদিন আগেও সেখানে সমবায় নির্বাচনে বামেরাই জয়ী হয়েছে। এই প্রথম যাদবপুরে নিজেদের সগর্ব উপস্থিতি জাহির করার একটি উদ্যোগ তৃণমূল কংগ্রেসের অধ্যাপকদের সংগঠনটি নিয়েছিল। সেটি হয়তো মেনে নেওয়া যাদবপুরের বিভিন্ন বাম মতাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে অসুবিধেজনক মনে হয়েছে। একটা জিনিস মনে রাখা দরকার, ঘটনা পরম্পরা যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে আগামীতে ওয়েবকুপা আবারও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সভার আয়োজন করবে। গণতন্ত্র কিন্তু ভিন্নমতের প্রচার এবং প্রসারের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতেই চায়। এটি গণতন্ত্রের আবশ্যিক শর্ত। শাসক এবং বিরোধী সমস্ত দল এবং সেই দলগুলির সমর্থক অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রছাত্রীদের এই শর্তটিকে মনে রাখতে হবে। ভিন্নমতকে সম্মান করার অভ্যেস রপ্ত করতেই হবে। ২৬-এর নির্বাচন আসছে। এই অভ্যেস রপ্ত না করলে রাজ্যের উচ্চশিক্ষাঙ্গনগুলি আগামীতে আরও উত্তপ্ত হবে। যে-ছেলেটির চোখ এবং পা আহত হয়েছে বলে সে নিজে জানিয়েছে এবং আঘাত স্পষ্টতই দৃশ্যমান, সে গাড়ির নীচে চাপা পড়েছে কি না তা নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। ছাত্রটি নিজে কিন্তু বলছে যে, সে গাড়ির তলায় পড়ে গিয়েছিল। যে-ভিডিও সামনে এসেছে, সেই ভিডিও দেখেও প্রাথমিকভাবে তেমনটাই মনে হয়েছে। যদিও সেই ভিডিওর ফ্রেম বাই ফ্রেম চুলচেরা বিশ্লেষণ করে অনেকেই প্রমাণ করতে চাইছেন যে, ছাত্রটি আদৌ শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির চাকায় আহত হয়নি। কিন্তু, যেটুকু দেখেছি এই ফ্রেমগুলি, তা থেকেও পরিষ্কার কোনও সিদ্ধান্তে আসতে আমার মতো অনেকেই হয়তো পারছেন না। এই সত্যটি তবে কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না যে, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়িটি যদি ওইভাবে ক্যাম্পাস না ছাড়ত, তাহলে ছাত্রটি আহত হত না। আবারও একইসঙ্গে এও সত্য, ওইদিন ওয়েবককুপার সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন আমার পরিচিত অনেক শিক্ষকবন্ধু এবং ছাত্র-ছাত্রী, যাঁরা এখন শিক্ষক। এঁরা কেউ কেউ আহত হয়েছেন, কেউ কেউ ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন। ওয়েবককুপার সদস্যদের ওপর চড়াও হওয়ার কি সত্যিই কোনও প্রয়োজন ছিল ছাত্রদের? আমরা যাঁরা দুই ছাত্রের আহত হওয়ার ঘটনার নিন্দে করছি, শিক্ষকদের ছাত্রদের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার ঘটনাটিরও কি তারা একইভাবে নিন্দে করব না? ছাত্র আন্দোলন করার অর্থ কি শিক্ষকদের নিগ্রহ করা? কেউ কেউ বলার চেষ্টা করছেন যে, শিক্ষকরাও মারমুখী হয়ে উঠেছিলেন। এরকম কোনও ফুটেজ আমি অবশ্য এখনও দেখতে পাইনি। তা যদি হয়ে থাকে তা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু কোনও যুক্তিতেই মন্ত্রীর গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হয়ে বা গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে স্কুটারে মাথা লেগে একজন ছাত্র আহত হলে সেই ঘটনাকে যেমন সমর্থন করা যায় না, তেমনই ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা শিক্ষক নিগ্রহকেও সমর্থন করা যায় না। একইভাবে কিন্তু এই প্রশ্নও ওঠে যে, ওয়েবকুপার সাধারণ বার্ষিক সভার জন্য স্থানীয় তৃণমূলের কর্মীদের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে প্রবেশের কী প্রয়োজন ছিল? তাঁরা যে ক্যাম্পাসে হাজির ছিলেন, একাধিক প্রতিবেদনে সে কথা উল্লেখিত হয়েছে। সবচেয়ে বেদনার এটিই যে, আহত ছাত্র দু-টির পক্ষে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা শিক্ষক-নিগ্রহ নিয়ে নীরব। শিক্ষক-নিগ্রহ নিয়ে যাঁরা কথা বলছেন, তাঁরা আবার আহত ছাত্র দু-টিকে নিয়ে নীরব। কেউ কেউ অবশ্য নীরব নন, যে-ইন্দ্রানুজ রায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেছে, তাকে মহম্মদ সেলিম কেন দেখতে গেছেন, সেই প্রশ্নও তুলছেন। অসুস্থ মানুষকে দেখতে গেলেও কি তাহলে এরপর থেকে আগে তাঁর দল এবং মতাদর্শগত বা রাজনৈতিক অবস্থান জানতে হবে? আহত বা অসুস্থ মানুষের এই পরিচয়টিই কি সবচেয়ে বড়ো পরিচয় নয় যে, তিনি একজন আহত বা অসুস্থ মানুষ? তাঁর তো সবার আগে একটু মানবিক শুশ্রূষা প্রয়োজন। পড়ে রইল গোটা ঘটনাটি নিয়ে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর অবস্থান। ব্রাত্য বসুকে একসময় ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম। মানুষ হিসেবে তাঁকে চিরকালই উদার, মহৎ হৃদয়ের এবং ভিন্নমতকে সম্মান দিতে জানা একজন নাগরিক হিসেবে দেখে এসেছি। এক্ষেত্রেও ভুলে গেলে চলবে না যে, ছাত্র সংগঠনগুলির ডেপুটেশন কিন্তু তিনি নিয়েছিলেন। প্রশ্ন জাগে এমন কী হল এরপরে যে, তাঁকে ওইভাবে গাড়ি করে ক্যাম্পাস ছাড়তে হল? তাঁর কি আরও একটু ধৈর্য ধরা উচিত ছিল না? উত্তেজিত মব 'ফেস করা' নিশ্চয়ই কঠিন কাজ। কিন্তু এই কাজটি তিনি করতে পারবেন এমনটা আমরা আশা করি বলেই তো তিনি মন্ত্রী। হতে পারে যে, সে সময় হয়তো তাঁর নার্ভ সঠিকভাবে কাজ করেনি। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমে এসে, ছাত্র ছাত্রীদের মুখোমুখি হলে নৈতিক জয় তাঁরই হত। কোথাও একটা মনে হয়েছে, তিনি খানিকটা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন। তা না হলে অন্তত কমবয়সি চালককে তিনি গাড়ি থামাতে বলতে পারতেন। তবে ঘটনাটির পর ব্রাত্য বসু এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়েছেন বলে যাঁরা বলছেন উনি 'নাটক' করেছেন, তাঁরাও ঠিক বলছেন কি? অল্প হলেও তিনি আহত হয়েছেন। এরকম ঘটনায় একটা ট্রমাও কাজ করে। তাঁর অবশ্যই হাসপাতালে যাওয়ার অধিকার আছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে জানিয়েছেন যে, তিনি শারীরিকভাবে কুশল আছেন। কাজেই নাটক তিনি করেননি। এটিও উল্লেখ যে, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আহত ছাত্রটির সঙ্গে এবং তার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন। এটি অত্যন্ত সাধু উদ্যোগ। তিনি দ্রুত এই কাজ করলে পরিস্থিতি খানিকটা শান্ত হতে পারে। তবে নির্বাচনের আগে যাদবপুরকে শান্ত রাখতে গেলে, ছাত্র সংসদের নির্বাচনটি যাদবপুর দ্রুত আয়োজন করতে হবে। ছাত্ররা মাঠে নেমে রাজনীতি করবে (পশ্চিমবঙ্গে এটাই চিরকালের দস্তুর) অথচ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হবে না বছরের পর বছর-এ হয় না। এইবার যাদবপুর কাণ্ডের মূলে রয়েছে ছাত্র সংসদের নির্বাচন দ্রুত আয়োজন করার দাবি। হকের দাবি। এটি।

পুতিনের শর্তেই শেষ হচ্ছে উইক্রেন যুদ্ধ!

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত মাসে (১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫) রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এক দীর্ঘ টেলিফোন সংলাপের মধ্য দিয়ে এই আলোচনার সূচনা করেন। এরপর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে ও তুরস্কের ইস্তাম্বুলে রুশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে মার্কিন কর্মকর্তারা মুখোমুখি বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে উভয় দেশের পক্ষ থেকে আলোচনাকে সন্তোষজনক মন্তব্য করে যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তিচুক্তির লক্ষ্যে আরো আলোচনা করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। সেই আলোচনাও শুরু হয়েছে। তবে কী শর্তে এই যুদ্ধ বন্ধ হবে, তা কোনো পক্ষই স্পষ্ট করেনি। এ বিষয়ে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেছেন, রাশিয়া এরই মধ্যে ইউক্রেনের যে চারটি প্রদেশ দখল করে রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তাকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবেই স্বীকৃতি দিতে হবে। সেই সঙ্গে ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য হবে না, নিরপেক্ষ থাকবে-এই মর্মে ইউক্রেনকে অঙ্গীকার করতে হবে। আর ক্রিমিয়ার ওপর রাশিয়ার সার্বভৌমত্বকে মেনে নিতে হবে। রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই শর্তের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এখনো কোনো মন্তব্য করা হয়নি। তবে এটি স্পষ্ট যে রুশ শর্তের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ব। ধরনের আপত্তি নেই। আলোচনার পর মার্কিন কর্মকর্তারা সেই ইঙ্গিতই দিয়েছেন। অবশ্য এই ইঙ্গিত নতুন কিছু নয়। ২০২২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর মার্চ ও এপ্রিলে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ানের নেতৃত্বে ইস্তাম্বুলে যে যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তির আলোচনা শুরু হয়, তখনো এই ইঙ্গিত দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বকালের সেরা কূটনীতিক হিসেবে পরিচিত হেনরি কিসিঞ্জার ইউক্রেনকে কিছু ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে অবিলম্বে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের কথা বলেন। ওই বছর ২৪ মে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বৈঠকে কিসিঞ্জার আবারও তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি বলেন, অহেতুক হানাহানি না বাড়িয়ে ইউক্রেনের উচিত রাশিয়ার দাবি মেনে নেওয়া। রাশিয়া যে জায়গা দখল করেছে তার মালিকানা ছেড়ে দেওয়া। তিনি আরো বলেন, যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে রাশিয়াকে পরাস্ত করা তো দূরের কথা, নিজের অস্তিত্ব নিয়েই হুমকির মুখে পড়বে ইউক্রেন। সেই সময় ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি ও একটি শান্তিচুক্তির বিষয়ে সম্মত হলেও শেষ মুহূর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করা থেকে বিরত হয়। এ ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসের সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়, 'আজ হোক, কাল হোক শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইউক্রেনকে বেদনাদায়ক আঞ্চলিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।' অর্থাৎ শান্তির লক্ষ্যে ইউক্রেনকে তার নিজ ভূখণ্ড রাশিয়ার কাছে ছেড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য, সেই সময় যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাশিয়ার শর্ত ছিল-১. ক্রিমিয়ার ওপর রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হবে। ২. ইউক্রেনকে নিরস্ত্রীকরণ ও নাসি প্রভাব থেকে দূরে রাখতে হবে এবং ৩. দেশটির নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। ওই সময় শান্তিচুক্তির স্বার্থে রাশিয়া তার সামরিক অভিযানের লাগাম টেনে ধরে। কিয়েভ থেকে সেনা প্রত্যাহার করে এবং চেরনোহির দখল ছেড়ে দিয়ে সেনাদের রুশ সীমান্তের কাছে ফিরিয়ে নেয়। এ বিষয়ে তকালীন রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী আলেকজান্ডার ফোবিন বলেন, ''সমঝোতার পথ তৈরির জন্য সেনা সরানো হয়েছে।'' সমঝোতা হলেও শেষ পর্যন্ত ইউক্রেন শান্তিচুক্তিতে সই করা থেকে বিরত থাকে এরই মধ্যে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছি। সেই সময় যা ঘটেছিল তা হলো-২৯ এপ্রিল ইস্তাম্বুলে একটি শান্তিচুক্তির বিষয়ে রাশিয়া ও ইউক্রেন সম্মত হয়। এবং পরদিন ৩০ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়। ওই ঘোষণার এক ঘণ্টার মধ্যে পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, শান্তি আলোচনা রাশিয়ার কূটকৌশল। ওয়াশিংটন এই কূটকৌশলের ফাঁদে পা দেবে না। ভণ্ডুল হয়ে গেল শান্তি আলোচনা। টেবিলেই পড়ে থাকে চুক্তির খসড়া। তারপর দীর্ঘ লড়াই। তিন বছরের রক্তক্ষয়ী লড়াই। এই লড়াইয়ে রাশিয়া ইউক্রেনের লুহানস্ক, দোনেৎস্ক, জাপোরিঝিয়াসহ চারটি প্রদেশ ও ইউক্রেনের মোট ভূখণ্ডের এক-পঞ্চমাংশ দখল করে নিয়েছে। এই ভূখণ্ডের পরিমাণ এক লাখ ৯০ হাজার বর্গকিলোমিটারের বেশি। স্বাভাবিকভাবেই বদলে গেছে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি ও শান্তিচুক্তির শর্ত। কারণ এই সময়ে প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনের দখলকৃত এলাকাকে রাশিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে ডিক্রি জারি করেছেন। অবশ্য গণভোট করে ওই অঞ্চলের জনগণের মতামত নিয়ে। এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়ার সেনারা যে অঞ্চল দখল করেছে, তা রুশ ভাষাভাষী অঞ্চল। এই অঞ্চলের দুটি প্রদেশ লুহানস্ক ও দোনেৎস্ক আগে থেকেই স্বাধীনতার দাবিতে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল। রাশিয়ার শর্তের বিষয়ে ইউক্রেন ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের তীব্র আপত্তি রয়েছে, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এই আপত্তিকে পাত্তাই দিচ্ছে না। ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। শুধু তা-ই নয়, এই যুদ্ধের জন্য অতীতের বাইডেন প্রশাসন ইউক্রেনকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য হিসেবে যে অর্থ দিয়েছে, সেই অর্থও ফেরত চাইছে। এ জন্য ট্রাম্প প্রশাসন ইউক্রেনের মাটির তলায় যে মূল্যবান খনিজ সম্পদ রয়েছে, তা উত্তোলনের দাবি করেছে। দাবি করেই ট্রাম্প প্রশাসন ক্ষান্ত হয়নি, অবিলম্বে এ বিষয়ে চুক্তি সম্পাদনের আহবান জানিয়েছে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে। কার্যত এ লক্ষ্যেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২৮ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জেলেনস্কি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে দুই নেতার বাগবিতণ্ডা ঝগড়ায় পরিণত হয়। ফলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁকে হোয়াইট হাউস থেকে বের করে দেন। হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে জেলেনস্কি ছুটে যান ইউরোপীয় মিত্রদের কাছে। ইউরোপীয় মিত্ররা তাঁর পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। এতে ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনকে প্রদত্ত সব সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহও বন্ধ করে দেন। ফলে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে খনিজ সম্পদ চুক্তি সই করতে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়েছেন। আরো জানিয়েছেন, যুদ্ধ বন্ধের ও একটি শান্তিচুক্তির বিষয়ে আলোচনা করতেও তিনি প্রস্তুত। এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে তিনি রিয়াদে সৌদি যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। সর্বশেষ ১১ মার্চ জেদ্দায় মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বৈঠক করেছেন। একটি বিষয়ে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে মার্কিন সাহায্য ছাড়া শুধু ইউরোপের সাহায্য নিয়ে ইউক্রেন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারবে না। উল্লেখ্য, ইউক্রেন যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে দিয়েছে ৬৫.৯ বিলিয়ন ডলারের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য। সেখানে ইউরোপের সব দেশ মিলে দিয়েছে ৬৪.৯ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য। আর প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর মেয়াদের শেষ সময়ে নতুন করে যে ৫৪ বিলিয়ন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করেন, তা আটকে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই অবস্থায় ইউক্রেনের সামনে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় আসা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। তবে যুদ্ধবিরতি ও একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদনে কত দিন লাগবে, তা এই মুহূর্তে বলা কঠিন। অবশ্য এ বিষয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিকল্প চিন্তা-ভাবনাও শুরু করেছেন। তিনি জেলেনস্কিকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এ বিষয়ে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনও একমত। পুতিন বেশ কিছুদিন ধরে বলে আসছেন জেলেনস্কির প্রেসিডেন্সির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। তাই তাঁর সঙ্গে আর কোনো আলোচনা নয়। আলোচনা হবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো যুদ্ধের জন্য প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি ইউক্রেনে সামরিক আইন জারি করেছেন। ইউক্রেনের আইন অনুযায়ী সামরিক শাসনের মধ্যে কোনো নির্বাচনের বিধান নেই। তার পরও এ বিষয়ে পর্দার অন্তরালে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা মাইক ওয়ালস বলেছেন, ''আমাদের এমন একজন নেতার প্রয়োজন, যিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন, যিনি রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করবেন, যিনি যুদ্ধ থামাতে পারবেন।'' মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টার এই বক্তব্যের পর ইউক্রেনের ক্ষমতাচ্যুত আগের প্রেসিডেন্ট পেত্রো পেরেশেংকো ওয়াশিংটন সফর করেছেন। এই পেরেশেংকো রুশপন্থী হিসেবে পরিচিত ও প্রভাবশালী নেতা। তবে জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁর চেয়ে এগিয়ে আছেন প্রাক্তন সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি, বর্তমান গোয়েন্দাপ্রধান কিরিল দাদভ ও বিরোধী দলের নেতা লিমোশেংকো। এককথায় ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য প্রয়োজনে ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্টকে সরিয়ে দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ। তাকে পরাস্ত করার পরিণাম যে ভালো হবে না, এটি একজন বোকাও বোঝে। তাইতো বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই যুদ্ধকে অহেতুক যুদ্ধ বর্ণনা করে যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গে বৈরিতার পরিবর্তে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাই রাশিয়ার শর্তেই শেষ হচ্ছে তিন বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী ইউক্রেন যুদ্ধ।

> হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে জেলেনস্কি ছুটে যান ইউরোপীয় মিত্রদের কাছে। ইউরোপীয় মিত্ররা তাঁর পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। এতে ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনকে প্রদত্ত সব সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের ঘোষণা দেন। সেই সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহও বন্ধ করে দেন। ফলে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসের ঘটনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে খনিজ সম্পদ চুক্তি সই করতে তাঁর সম্মতির কথা জানিয়েছেন।

সিল হওয়া গোডাউন থেকে চুপিসারে ২৫০ বস্তা সার বিহারে পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিন পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ কিছু দিন আগেই প্রশাসনিক তদন্তে সিল হওয়া সারের দোকান এবং গোডাউন থেকে এবার বিহারে সার পাচার করতে গিয়ে গাড়ি সমেত আটক করল পুলিশ। গ্রেপ্তার তিন পাচারকারী। মালিকপক্ষ সহ মোট ছয় জনের নামে অভিযোগ দায়ের। সেই দোকান থেকে যে তিনটি নমুনা সংগ্রহ করে ছিল প্রশাসন। তার মধ্যে একটি নমুনায় পাওয়া গেছে ভেজাল। কি ভাবে রমরমিয়ে চলছিল এই জাল ব্যবসা। কি ভাবে প্রশাসন সিল করার পরেও চলছে কারবার। রয়েছে কাদের মদত। উঠছে একাধিক প্রশ্ন? বিজেপির অভিযোগ প্রশাসনিক তদন্তের পরেও যে দুঃসাহস দেখাচ্ছ ঐ ব্যবসায়ী। তার কারণ তিনি তৃণমূল নেত্রীর আত্মীয়। অন্যদিকে প্রশাসন সক্রিয় রয়েছে। তাই পদক্ষেপ হচ্ছে পাল্টা দাবি তৃণমূলের। তদন্তে পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। সিল খুলে পুনরায় খতিয়ে দেখা হলো গোডাউনের ভেতরে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের করিয়ালি রাজেশ্বর মোড় এলাকায় রাশেদ আলী নামে এক ব্যবসায়ীর সারের দোকানে কিছুদিন আগেই হানা দেয় প্রশাসন। একাধিক বেনিয়মের কারণে সিল করা হয় দোকান এবং তিনটি গোডাউন। কিন্তু সেই সময় তদন্তে অসহযোগিতা করে ওই ব্যবসায়ী। আরো তিনটি গোডাউন খুলতে দেওয়া হয় না প্রশাসনকে। পরবর্তীতে অভিযোগ উঠে আসে ওই তিনটি গোডাউন থেকে সামগ্রী বের করে পুড়িয়ে দিয়েছে ওই ব্যবসায়ী। চাষীরা অভিযোগ করে তাদের প্রতারিত করে ভেজাল সার তৈরি করে চলছে রমরমা ব্যবসা। রাশেদ আলীর পেছনে তৃণমূল যোগের অভিযোগ তুলে বিরোধীরা। এদিকে প্রশাসন তিনটি নমুনা নিয়ে যায় দোকান থেকে। তার মধ্যে একটি নমুনাতে মিলেছে ভেজাল। আর দোকান সিল থাকা সত্ত্বেও এই ভেজাল সারের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে ওই ব্যবসায়ী। এদিন গাড়ি করে বিহারে সার পাচার করতে গিয়ে পুলিশের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে। আটক করা হয়েছে গাড়ি। গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন। এছাড়াও বিহার এবং বাংলার মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অন্যদিকে রাশেদ আলীর ছেলের দাবি তাদের গোডাউন সিল ছিল। এটা পার্শ্ববর্তী গোডাউন থেকে সার ছিল। আর ভেজাল প্রসঙ্গে দাবি তারা কোম্পানিকে জানিয়েছেন। ঘটনাস্থলে যান হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সোনাম ওয়ানদী লামা, কৃষি অধিকর্তা প্রভাত উৎপল আচার্য এবং ভালুকা ফাঁড়ির ওসি শ্যামসুন্দর সাহা। তবে কি প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে সিল ভেঙে চলছিল ব্যবসা। সেই ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন। বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ তৃণমূলের মদতে এত বাড়বাড়ন্ত। তাই প্রশাসনকে তিনটি গোডাউন সিল না করেই ঘুরে আসতে হয়েছিল। যদিও এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি তৃণমূলের। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নং ব্লকের যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সোনাম ওয়ানদি লামা বলেন, আমরা আজ এখানে তদন্ত এসেছিলাম। বেশ কিছু কারণে সিল করা হয়েছিল দোকান এবং গোডাউন। আজ একটি গাড়ি ধরা পড়েছে। আমরা এখানে এসে সেটা খতিয়ে দেখলাম। দোকান মালিকের ছেলে মহম্মদ করিমউদ্দিন বলেন, আমাদের দোকান এবং গোডাউন সিল। এটা পার্শ্ববর্তী গোডাউন থেকে নেওয়া সার ছিল। আর আমাদের নমুনাতে যেটা ভেজাল পেয়েছে। সেটা আমরা কোম্পানিকে জানিয়েছি। বিজেপি নেতা কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, এখানে সম্পূর্ণ তৃণমূলের মদত আছে। তাই সিল হওয়ার পরেও এরা ব্যবসা চালাচ্ছে। এর আগে দুটো গোডাউন খুলতে দিয়েছিল না। তৃণমূলের মদত ছাড়া সম্ভব না। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি সাহেব দাস জানান, বিজেপির অভিযোগ হাস্যকর। তৃণমূলের আমলে পুলিশ এবং প্রশাসন সক্রিয়। তাই বারবার ধরা পড়ছে। প্রশাসন উপযুক্ত পদক্ষেপ নেবে। সিল হওয়া গোডাউন থেকে চুপিসারে ২৫০ বস্তা সার বিহারে পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার তিন পাচারকারী, মালিকপক্ষের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের, সিল ভেঙে পাচার কি না খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ, বিডিও, কৃষি অধিকারিক, নমুনায় পাওয়া গেছে ভেজাল, সাফাই মালিকপক্ষের, তৃণমূল যোগের অভিযোগ বিজেপির, প্রশাসন সক্রিয় সাফাই তৃণমূলের।

যুবকের রহস্য-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পাণ্ডবেশ্বরে, আক্রান্ত পুলিশও

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২৭ মার্চ ঃ যুবকের রহস্য-মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরের কুমারডিহির রুইদাসপাড়ায়। ব্যাপক অশান্তি ঠেকাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে পুলিশও। ইটের আঘাতে মাথা ফেটে গিয়েছে ডিসি অভিষেক গুপ্তার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত যুবকের নাম পল্লব বাউড়ি (২২)। বৃহস্পতিবার ভোরে এক প্রতিবেশির বাড়ি থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পাণ্ডবেশ্বর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যাওয়ার পরেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তুমুল উত্তেজনা। মৃতের পরিবারের সদস্যরা, আত্মীয়-স্বজন থেকে স্থানীয়রা এলাকায় তুমুল ভাঙচুর চালায়। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় এক বিবাহিত মহিলার সঙ্গে ওই যুবকের সম্পর্ক ছিল। অভিযোগ, বুধবার রাতে পল্লব, ওই মহিলার বাড়িতে গিয়েছিলেন। তখনই ওই মহিলার আত্মীয়রা সেটি কোনওভাবে দেখে ফেলে। অভিযোগ, তারপরেই একটি ঘরে পল্লবকে বন্ধ করে রেখে দেয় তাঁরা। সেই ঘরেই ওই যুবক আত্মহত্যা করে বলে জানা গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, পুলিশ কাউকে কিছু না জানিয়েই ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গেছে। যার ফলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন তাঁরা। রীতিমতো তাণ্ডব চলে এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুঁড়তে থাকে স্থানীয়রা। ইটের আঘাতে মাথা ফেটে গেছে ডিসি অভিষেক গুপ্তার। জখম বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ বাহিনী।

আতঙ্কের অবসান, নাগরাকাটায় খাঁচাবন্দি পূর্ণবয়স্ক চিতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ অবশেষে আতঙ্কের অবসান, জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় খাঁচাবন্দি হল পূর্ণবয়স্ক চিতা। বৃহস্পতিবার সকালে বন দফতরের পেতে রাখা খাঁচায় বন্দি হয়েছে চিতাবাঘটি। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ নাগরাকাটা ব্লকের কাঠালধুরা চা বাগানে বন দফতরের পেতে রাখা খাঁচাতেই ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। তারপরেই সেটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা। গত দু'দিন ধরেই ওই চা বাগানের ১৬ নম্বর সেকশনে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা পেতে রেখেছিল বনকর্মীরা। বৃহস্পতিবার সকালে সেই টোপ খেতে এসেই খাঁচায় আটকে পড়ে চিতাবাঘটি। খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা এসে চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর চিতাবাঘটিকে গোরুমারা জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন খুনিয়া রেঞ্জের রেঞ্জার সজল কুমার দে। চিতাটি পূর্ণবয়স্ক ও পুরুষ। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে ফালাকাটা ব্লকের দলগাঁও চা বাগানে বন দফতরের খাঁচায় ধরা পড়ে একটি চিতাবাঘ। সকালে চা বাগানে কাজ করতে আসা শ্রমিকরা চিতাবাঘটিকে খাঁচায় আটকে থাকতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বন দফতরকে জানানো হয়। খবর পেয়ে দলগাঁও রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চিতাবাঘটিকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগে চিতাবাঘের হামলায় এক চা শ্রমিক আহত হয়। এরপর বাগানে খাঁচা বসানো হয় বন দফতরের তরফে। চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ায় স্বস্তিতে চা শ্রমিকরা।

নিখোঁজ এক ব্যক্তি, সন্ধান পেতে থানার দ্বারস্থ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৭ মার্চ ঃ বাড়ি থেকে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ এক ব্যক্তি। সন্ধান পেতে নবদ্বীপ থানার দ্বারস্থ পরিবার। নিখোঁজ ব্যক্তির নাম নিরঞ্জন বসাক(৪৯)। তার বাড়ি নবদ্বীপ পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডের প্রাচীনমায়াপুর বসাকপাড়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানতে পারা যায়, অবিবাহিত নিখোঁজ নিরঞ্জন বসাক ওরফে ভুট্টু নামক ওই ব্যক্তি প্রায়শই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেন। কয়েকদিন পর আবার বাড়িতে ফিরেও আসতেন। কিন্তু গত ৩ ফেব্রুয়ারি সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর বাড়িতে ফেরেনি ঐ ব্যক্তি। নির্দিষ্ট দিন পেরিয়ে গেলেও ঘরের ছেলে বাড়িতে না ফেরায় চিন্তিত হয়ে ওঠে নিরঞ্জন বসাকের দাদা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। অন্যদিকে তার সন্ধান পেতে আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় তার খোঁজ খবর শুরু করে পরিবারের সদস্যরা। দীর্ঘদিন খোঁজ চালিয়েও কোনও সন্ধান না পাওয়ায় অবশেষে বৃহস্পতিবার নবদ্বীপ থানার দ্বারস্থ হন নিখোঁজ ব্যক্তির দাদা ও ভাইপো। অবশেষে নিখোঁজ ছোট ভাইয়ের সন্ধান পেতে থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন দাদা প্রভাস বসাক। নিখোঁজ ব্যক্তির দাদা প্রভাস বসাক জানান, ভাই প্রায়শই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত। আবার কয়েকদিন পর ফিরেও আসতো। এবার তা হয়নি। এবার যে ভাই কোথায় গেল সেটাই চিন্তার বিষয়। সেই কারণে দেরিতে হলেও ভাইয়ের সন্ধান পেতে আজ একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হল থানায়।

শুরু হল উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম গৌরীহাটের বারুনী মেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ এদিন থেকে শুরু হল উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম গৌরীহাটের বারুনী মেলা। এখানকার উত্তরমুখী করলা নদীতে নেমে প্রতি বছরই স্নান করেন লক্ষাধিক পুণ্যার্থী। বারুনী স্নান উপলক্ষ্যে বিশাল মেলার আয়োজন করা হয়েছে এখানে। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে উত্তরমুখী নদীতে স্নান করলে পুণ্য মেলে। এই বিশ্বাসকে সামনে রেখে ভোর থেকেই ভক্তদের ঢল নেমেছে গৌরীহাটে। নদীতে স্নানের পর মন্দিরে পুজো দিয়ে চিরাচরিতভাবে দই চিঁড়া খেয়ে থাকেন পুণ্যার্থীরা। উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী এই বারুনি মেলা এবার ৮৬ তম বছরে পদার্পন করেছে। প্রতি বছরের মত এবারও বারুনী মেলা ও স্নানে অংশগ্রহণ করেছেন বিভিন্ন জেলার পুণ্যার্থীরা। প্রথম দিনেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষ স্নান করতে এসেছেন বলে জানান বারুনী মেলার উদ্যোক্তারা। গৌরীহাটের উত্তরবাহী করলা নদীর তীরে প্রাচীনকাল থেকেই বারুনী স্নান করতে আসেন পুণ্যার্থীরা। এবারও সাত দিনব্যাপী মেলার আয়োজন করেছেন স্থানীয় উদ্যোক্তারা।

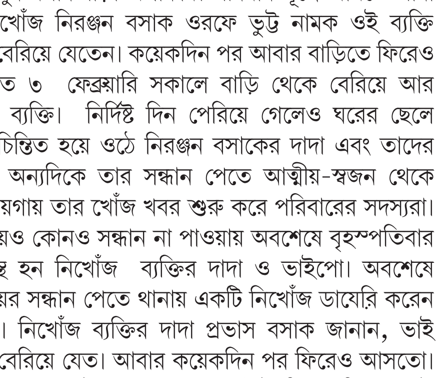

নদীয়া থেকে এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গ অভিযানে মহিলা সহ দুইজন

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ২৭ মার্চ ঃ মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগরের (ম্যাক) দুই অভিযাত্রী এবার এভারেস্ট পর্বত শৃঙ্গ অভিযানে যাচ্ছেন। এঁরা হলেন রুম্পা দাস এবং অসীম কুমার মন্ডল। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর পুরসভার দ্বিজেন্দ্র সভাগৃহে আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিলেন মাউন্টেনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ কৃষ্ণনগর-এর বর্ষীয়ান সদস্য তথা সমগ্র দেশের খ্যাতনামা পর্বতারোহী বসন্ত সিংহ রায়। ক্লাবের পতাকা তুলে দেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অশোক রায়। ৩১ মার্চ হাওড়া থেকে রওনা দেবেন দুই পর্বতারোহী রুম্পা দাস ও অসীম কুমার মন্ডল। অসীম শান্তিপুর ব্লকের বাগ আঁচড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী সহায়ক। রুম্পা দাস রানাঘাট থানার কুপার্স কলোনি হাই স্কুলের একজন ইংরেজি বিভাগের শিক্ষিকা। অসীমের ঝুলিতে রয়েছে ১৪ টি সফল অভিযানের অভিজ্ঞতা। আর রুম্পার আছে ১২ টি সফল অভিযানের অভিজ্ঞতা। অভিযান শেষ করতে সময় লাগবে ৫৫ থেকে ৬০ দিন। খরচ প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা।

সুরক্ষা ও কার্যদক্ষতা বাড়াতে নতুন সেতু নং.৬০৩ চালু করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

মালিগাঁও, ২৭ মার্চ ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সফল ভাবে নতুন সেতু নং. ৬০৩ চালু করল। রঙিয়া ডিভিশন-এর বিজি-৩ সেকশনে কঠাল পুখুরি ও চিলনিবাড়ি রেল স্টেশনের মধ্যে এটি একটি নব নির্মিত ২X ৩০.৫ মিঃ স্প্যানের ওপেন ওয়েব গার্ডার্স স্ট্রাকচার। এই সেতুর উপর দিয়ে প্রথম ট্রেন পার হয়ে যেতেই এ অঞ্চলের রেল পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং সুরক্ষাকে বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এক কৃতিত্ব স্থাপন হল। আগের সেতুটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাই স্পিড রেসট্রিকশন (এসআর)-এর প্রয়োজন হয়েছিল। তার প্রভাব একই সঙ্গে পড়েছিল অপারেশন সংক্রান্ত দক্ষতা ও ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার উপর। অবিরত ও সুরক্ষিত ভাবে ট্রেন চলাচলকে নিশ্চিত করতে পুরনো কাঠামোর স্থানে আধুনিক ও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন সেতু তৈরি করা হয়েছে যা স্প্যান আরও বড়, যার নীচ দিয়ে জল আরও ভাল ভাবে বয়ে যেতে পারে এবং আশেপাশের ট্র্যাকও বেশি খারাপ হয় না। নতুন সেতুটি স্পিড রেসট্রিকশন দূর করবে, ট্রেন চলাচলকে উন্নত করবে, এই ভাবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের কার্যকারিতা একই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে। গুরুত্বপূর্ণ এই পরিকাঠামো উন্নীত হওয়ায় এই সেকশনে আরও কম সময়ের মধ্যে সফর করা যাবে এবং অপারেশনের ক্ষেত্রেও বিশ্বস্ততা বাড়বে। এই সেতু চালু করার মধ্য দিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ফের বুঝিয়ে দিল যে তারা একই সঙ্গে যাত্রী ও পণ্য পরিষেবার জন্য আরও সুরক্ষিত, আরও দ্রুত ও আরও কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রদান করার জন্য দায়বদ্ধ। এই যে সেতু নং. ৬০৩ সফল ভাবে সম্পূর্ণ হল তা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বৃহত্তর আধুনিকীকরণ উদ্যোগের অঙ্গ। যার লক্ষ্য হল পুরনো ও নষ্ট হয়ে যাওয়া সেতুগুলির স্থানে আরও শক্তিশালী ও আরও মজবুত কাঠামো তৈরি করা। এই প্রয়াস সাযুজ্য রেখে এগিয়েছে সারা দেশে রেলওয়ে নেটওয়ার্ককে মজবুত করার আরও বড় লক্ষ্যের সঙ্গে। সেই লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আরও দ্রুত ও আরও বিশ্বস্ত রেল পরিষেবার প্রতি ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করার জন্য। নতুন সেতুটি ট্রেন চলাচলকে উন্নত করার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষ ও শিল্পক্ষেত্রের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে, এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নতিতে সহায়তা করবে।

জামালপুরে আগুনে ভস্মীভূত দুই পরিবারদের পাশে ব্লক প্রশাসন

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ মার্চ ঃ হঠাৎই আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় জামালপুর ব্লকের দুটি পরিবারের বাড়িঘর, পুড়ে যায় বেশ কিছু সামগ্রী। এমতাবস্থায় ওই অসহায় পরিবার দুটির পাশে দাঁড়ালো জামালপুর ব্লক প্রশাসন। একদিন আগে জামালপুর ২ পঞ্চায়েতের কালারাঘাটে ঝুমা বাউরি, পরান বাউরি ও টিপু বাউড়ির ঘর আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। ফলে অসহায় হয়ে পরে এই পরিবারগুলি। সব কিছু পুড়ে যাওয়ায় খাবার সংস্থান পর্যন্ত নেই তাদের। এমতাবস্থায় তাদের পাশে দাঁড়ালো জামালপুর ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার জামালপুর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্লক অফিসে ওই পরিবারদুটির হাতে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের স্পেশাল কিট তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে রান্নার স্টোভ, হাঁড়ি, বালতি, মগ, করা, খুন্তি, জগ সহ কাপড়, লুঙ্গি, বাচ্ছাদের জামা, ১২ কেজি করে চাল তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন। মেহেমুদ খাঁন জানিয়েছেন, আগুনে ঘর পুড়ে যাওয়ায় দুটি পরিবার সমস্যায় পরে। তাই তাদের সরকারি ভাবে আজ সাহায্য করা হলো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বদাই সব দিকে নজর রাখেন তাই আপদকালীন পরিস্থিতিতে সাহায্য করার জন্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের পক্ষ থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন। সেই সাহায্যই তুলে দেওয়া হলো এদিন। তিনি বলেন জামালপুর ব্লক প্রশাসন অসহায় মানুষদের পাশে আগেও ছিল ভবিষ্যতেও থাকবে। ব্লক প্রশাসনের কাছে সহযোগিতা পেয়ে আপ্লুত ঝুমা বাউড়ি জানিয়েছেন, হঠাৎ করে তাদের বাড়িঘর পুড়ে যাওয়ায় তাদের গৃহস্থালির বেশ কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পুড়ে যাওয়ায় তারা খুবই সমস্যায় পরেছিলেন। এরপর তারা ব্লক প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এর জন্য তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন জামালপুর ব্লক প্রশাসনের।

নেই নিয়োগ, অবসর নেবেন শিক্ষিকা, বন্ধ হওয়ার মুখে বাংলার ২ শিক্ষাঙ্গন

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ মার্চ ঃ শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে প্রায় বন্ধ হওয়ার মুখে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের দুটি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র (SSK)। এই অবস্থায় স্কুলছুট পড়ুয়াদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার শঙ্কায় ভুগছে ব্লক প্রশাসন থেকে জেলা প্রশাসনের শিক্ষা দফতরের কর্মীরা। জামালপুরের ' ইট খোলাপাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্র' ও জামালপুরের ' শিশু শিক্ষা কেন্দ্র'। কয়েক মাস পরেই দুই কেন্দ্রের দুই শিক্ষিকা অবসর গ্রহণ করবেন। নতুন করে শিক্ষক শিক্ষিকা আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, তাই এই দুটি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে থাকা ছাত্র- ছাত্রীদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অভিভাবকরা। এতে স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সপ্তাহে চারদিন স্কুল মাত্র খোলা থাকে। স্কুল খোলার পরেই মিড ডে মিলের খাবার খাওয়ানোর পর ছেড়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, পড়াশুনা একেবারেই লাটে উঠে গিয়েছে। তাতে করে স্কুল ছুট পড়ুয়াদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। তার উপর শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকলে ওই টুকুও হবে না। অতি দ্রুত সরকার ব্যবস্থা নিক চাইছেন স্থানীয়রা। 'শিশু শিক্ষা' কেন্দ্রের শিক্ষিকা বেলা সাঁতরা জানান, আমি এই স্কুলে দীর্ঘদিন ধরে চাকরি করছি। আগে দু'জন শিক্ষক - শিক্ষিকা ছিলেন। এখন একজন মাত্র শিক্ষক। স্কুলের মোট ৩০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে পড়াশোনা চালানোর পাশাপাশি স্কুলের ঝাঁট দেওয়া, স্কুল খোলা সহ সবই করতে হয় আমায়। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, কখনও চারদিন হয়। কখনও দুদিন। পড়াশোনা ভালভাবে হয় না। বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে যেতে হয় না। শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের এই দুরবস্থা নিয়ে সরাসরি শাসকদলকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা। বিজেপি নেতা জিতেন ডকাল বলেন, বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হওয়া এই স্কুলগুলিতে তিনজন করে শিক্ষক শিক্ষিকা ছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সরকার রাজনৈতিক কারণে এখানে শিক্ষক নিয়োগ করছে না। পড়াশোনা লাটে উঠে গেছে। সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে। জামালপুরের বিধায়ক অলোক মাঝি বলেন, বিভিন্ন আইনি জটিলতায় কারণে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে। জটিলতা কেটে গেলে এই সমস্যা মিটে যাবে।

পানীয় জলের দাবিতে আমবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মার্চ ঃ পানীয় জলের দাবিতে দিনহাটা ভিলেজ টু গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত আমবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় পথ অবরোধে স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অবরোধস্থলে গিয়ে PHE আধিকারিককে ফোন করে ১ ঘন্টার মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশ মন্ত্রী উদয়ন গুহের। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, টাইম কলে জল না থাকার ফলে সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের। অন্য জায়গা থেকে জল নিয়ে এসে তাদের খেতে হচ্ছে। এর ফলে অসুখ-বিসুখ বাড়ছে বলে স্থানীয়দের দাবি। এদিন দিনহাটা সাহেবগঞ্জ রোডে পথ অবরোধ চলাকালীন ওই পথ দিয়ে বামনহাটে কর্মসূচিতে যাচ্ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সেই সময় তিনি দেখতে পারেন আমবাড়ি এলাকায় পথ অবরোধ। এরপর এই সেখান থেকে PHE - র আধিকারিককে ফোন করে কড়া নির্দেশ দেন এক ঘন্টার মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করার নির্দেশ দেন। মন্ত্রীর এই আশ্বাস পাওয়ার পরেই উঠে যায় পথ অবরোধ।

কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন খারিজ

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৭ মার্চ ঃ কাঁথি কো-অপারেটিভ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের তরফ থেকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী শনিবার কাঁথি কো-অপারেটিভ কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভোট রয়েছে। সেই নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়ে উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই আর্জিই ফিরিয়ে দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার শুনানি ছিল। আদালতের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই মামলা জনস্বার্থ যোগ্য নয়। সেই কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আর্জি মঞ্জুর করা যাবে না। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনী কিংবা নিরাপত্তা চাইলে মামলাকারী সিঙ্গেল বেঞ্চে আবেদন করতে পারেন বলে জানিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। ভোটের সময় অশান্তি কিংবা ভোট পরবর্তী হিংসার ছবি বাংলায় নতুন নয়। একাধিকবার এর জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য। বিধানসভা, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সমবায় ব্যাঙ্কের নির্বাচনেও অনেকসময় দেখা গিয়েছে এই ছবি। জানা গেছে, কন্টাই কো- অপারেটিভ ব্যাঙ্কে নানান অভিযোগ রয়েছে। তৃণমূলে থাকাকালীন এই ব্যাঙ্কের কর্তা ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। শাসকদলের অভিযোগ, সেই সময় অনেক টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। এবার সেখানেই ভোট হতে চলেছে। ফলে এই সমবায় ব্যাঙ্ক সামনে থাকলেও আসল লড়াই তৃণমূল, বিজেপির মধ্যেই বলে মনে করা হচ্ছে। জানা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি কাঁথি সমবায় ব্যাঙ্কের সদস্য হওয়ার পাশাপাশি বিজেপি ঘনিষ্ঠ। ওই ব্যক্তির আশঙ্কা, এই ভোটে ব্যাপক গোলমাল হতে পারে। তবে আবেদন খারিজ করে দিয়েছে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

বিষ খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা নাবালক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা ১ নাবালক। এরপর চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন গাজোলের স্টেট জেনারেল হাসপাতালে বৃহস্পতিবার দুইটা নাগাদের ঘটনা। জানা গেছে ও না বালকটির বয়স ১১ বছর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া। বাড়ি মালদা জেলার পুখরিয়া থানার এলাকায়। তার পরিবার বলেন এদিন বাড়ির পাশে মহানন্দা নদীতে বন্ধুদের সঙ্গে স্নান করতে যায়। আর সেখানে স্নান করতে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদের সৃষ্টি হয়। আর সেই বিবাদের জেরে নিজের বাড়িতে এসে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা চেষ্টা করে। এরপর পরিবারের লোকজন দেখতে পেলে ওই না বালকটিকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে তাকে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। এরপর ওই না বালকটির অবস্থা অবনতি হলে পরে তাকে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করে দেন।

শুখা মরশুমে বনাঞ্চলে ঝড়া পাতায় আগুন আটকাতে বনদপ্তরের অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ শুখা মরশুমে বনাঞ্চলে ঝড়া পাতায় আগুন আটকাতে বনদপ্তরের অভিযান। বৃহস্পতিবার লাটাগুড়ি জঙ্গলে এই অভিযানে উপস্থিত ছিলেন ডিএফও বিকাশ ভি, বিভিন্ন রেঞ্জের রেঞ্জার, বনকর্মী, জেএফএমসির সদস্য সহ বেশ কয়েকটি পরিবেশ প্রেমী সংগঠনের সদস্যরা। এদিন জঙ্গলের বুক চিড়ে বেড়িয়ে যাওয়া রাস্তার দুপাশ পরিস্কার করা হয় । মূলতঃ যাতে জঙ্গলের বুক চিড়ে বেড়িয়ে যাওয়া রাস্তার পাশে ঝড়া পাতা না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখছে বনদপ্তর। কেননা পথচলতি মানুষের ফেলে দেওয়া বিড়ি, সিগারেটের আগুন থেকেই মূলতঃ জঙ্গলে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তাই শুখা মরশুমে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বনাঞ্চলে যাতে কোনোভাবেই আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন বনকর্মীরা। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় কারণেও জঙ্গলের এই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। যেকারনে বনদপ্তর এখন বৃষ্টির অপেক্ষায়। উল্লেখ্য এই সময়টায় অন্যান্য বছর বৃষ্টি হলেও এ বছর এখনো সেভাবে বৃষ্টি হয়নি। এদিকে এবছর লাটাগুড়ি জঙ্গল, বড়দীঘি ও সেন্ট্রাল বিটেও ঝরা পাতায় আগুন লেগে যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দুর্গাপুর ব্যারেজ সংস্কারের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ ১৯৫৫ সালে তৈরি দুর্গাপুর ব্যারেজ সংস্কারের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। ফলে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বিকল্প রাস্তা তৈরির ব্যবস্থা করতে রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের সেচ সচিব মণীশ জৈন জানিয়েছেন, এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে থেকেই সংস্কারের কাজ শুরু করা হচ্ছে। তাই চলতি সপ্তাহেই বিকল্প রাস্তা তৈরির কাজ চলতি সপ্তাহেই চালু হবে। ব্যারেজের বড়জোড়া প্রান্ত এবং দুর্গাপুর প্রান্তে রাজ্য সড়ক-৯ পর্যন্ত অ্যাপ্রোচ র‍্যাম্প তৈরি করা হবে। ব্যারেজের নিম্ন প্রবাহে সিমেন্ট কংক্রিট ব্লকের উপর দিয়ে একটি বিকল্প প্রায় দেড় কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। একমাসের মধ্যে এই রাস্তাটির কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিন প্রায় ৯ হাজার ট্রাকসহ ২৬ হাজার গাড়ি এই ব্যারেজের উপরের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়াসহ পাঁচ জেলার যোগাযোগে ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যারেজ। ফলে কাজ চলাকালীন ব্যারেজের উপরের রাস্তার অর্ধেক দিয়ে লোকাল বাস ছাড়াও ২, ৩ ও ৪ চাকার যানবাহন পাশ করানো হবে। ভারী পণ্যবাহী যানবাহন এবং দূরপাল্লার বাসগুলিকে রানিগঞ্জের কাছে মেজিয়া সেতু এবং খণ্ডঘোষে কৃষক সেতু দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

ডাইনি সন্দেহে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ মার্চ ঃ ফের মধ্যযুগীয় বর্বরতা ! ডাইনি সন্দেহে গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ। স্থানীয়দের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচলেন গৃহবধূ। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের যদুপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জহরাতলা গোবিন্দপুর এলাকায়। ঘটনায় পুলিশ ওই গৃহবধূর পুত্রবধূ সহ তার এক আত্মীয় কে আটক করেছে পুলিশ। গৃহবধূর অভিযোগ, কয়েক বছর আগে তার দুই ছেলে পরপর অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এরপর থেকেই তাকে ডাইনি অপবাদ দেয় তার পুত্রবধূ। এছাড়াও তার ছেলে এবং পুত্রবধূর মধ্যে মাঝেমধ্যেই কলহ লেগে থাকে। সেই ক্ষেত্রেও তাকে ডাইনি অপবাদ দেওয়া হয়। ডাইনি অপবাদে মাঝেমধ্যেই মারধর করা হয় তাকে। এদিন তাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করছিল তার পুত্রবধূ। লোকজন চলে আসাই প্রাণে বাঁচেন তিনি। এই ঘটনায় ইংলিশ বাজার থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তবে যদিও গৃহবধূর ছেলের দাবি এটি একটি পারিবারিক গন্ডগোল। এই বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ মালদা শাখার সভাপতি সুনীল দাস জানান, ডাইনি সন্দেহে খুন বা পুড়িয়ে মারার চেষ্টা প্রকৃতি পক্ষে এই ধরনের ঘটনা আমাদের জেলায় নেই। এখন যে ধরনের ঘটনাগুলি করছে আপনারা দেখবেন হয় পারিবারিক গন্ডগোল না হলে জমি নিয়ে গন্ডগোল। জহতলা গোবিন্দপুর এর ঘটনাটি ঠিক সেই রকমই। তবে অবশ্যই আমরা প্রয়োজনে ওই গৃহবধূর বাড়ি যাবো।

পূর্ব রেলওয়ে

বিড নম্বরঃ জিইএম/২০২৫/বি/৬০৮৭৭২৫, তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হাউজকিপিং ম্যানেজার এবং ফ্রেইট), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য বিড আহ্বান করছেন। **বিড বিবরণঃ আইটেম ক্যাটেগরিঃ** মাসিক ভিত্তিতে ক্যাব এবং ট্যাক্সি ভাড়ার পরিষেবা-এসইউভি; ৩০০০ কিমিX৩৬৪ ঘন্টা; আউটস্টেশন ২৪X৭। **অনুমিত বিড মূল্যঃ**১৭,০৬,৪০০ টাকা। **ইএমডি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইএমডি রাশিঃ** ৩৪,২০০ টাকা। **ইপিবিজি বিবরণঃ অ্যাডভাইজরি ব্যাঙ্কঃ** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। **ইপিবিজি শতকরা (%)ঃ** ৫.০০। **ইপিবিজি-র জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা (মাস)ঃ** ৪২। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ৩ বছর। **বিড প্রস্তাব বৈধতা (বন্ধের তারিখ থেকে)ঃ** ৬০ দিন। **বিড বন্ধের তারিখ/সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৯টা। **বিড খোলার তারিখ/সময়ঃ** ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ রাত্রি ৯.৩০ মিনিট। **বিডদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক টার্নওভার (৩ বছরের জন্য)ঃ** ২৬ লাখ টাকা। **একই/সমতুল পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতার বছরঃ** ৩ বছর। **সমতুল পরিষেবার পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রয়োজনঃ** হ্যাঁ। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে এমএসই ছাড়ঃ** না। **অভিজ্ঞতার বছর এবং টার্নওভারে স্টার্টআপ ছাড়ঃ** না। **বিডে অংশগ্রহণকারী সকল বিডদাতাদের বিডদাতা কর্তৃক আপলোড করা নথিপত্র আপনি কি দেখাতে চান?ঃ** হ্যাঁ। **বিড থেকে আরএ সক্রিয়ঃ** না। **বিক্রেতার থেকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিতে হবেঃ** অভিজ্ঞতার যোগ্যতামান, বিডদাতার টার্নওভার, সার্টিফিকেট (এটিসি-তে অনুরোধ করা হয়েছে)। * কোনও বিডদাতা অভিজ্ঞতা/টার্নওভার যোগ্যতায় ছাড় চাইলে সেক্ষেত্রে ছাড়ের জন্য তাঁর যোগ্যতার প্রমাণস্বরূপ সমর্থিত নথিপত্র ক্রেতা কর্তৃক মূল্যায়নের জন্য অবশ্যই আপলোড করতে হবে। **বিডের ধরণঃ** ট্যু প্যাকেট বিড। **মূল্যায়ণ পদ্ধতিঃ** মোট মূল্য অনুযায়ী মূল্যায়ণ। **কারিগরী মূল্যায়ণ চলাকালীন কারিগরী স্পষ্টীকরণের জন্য অনুমোদিত সময়ঃ** ২ দিন।

HWH-699/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সুস্থতা

মাল্টিপল রোসিস রোগটি মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ভেতর স্নায়ুরজ্জুকে আক্রমণ করে

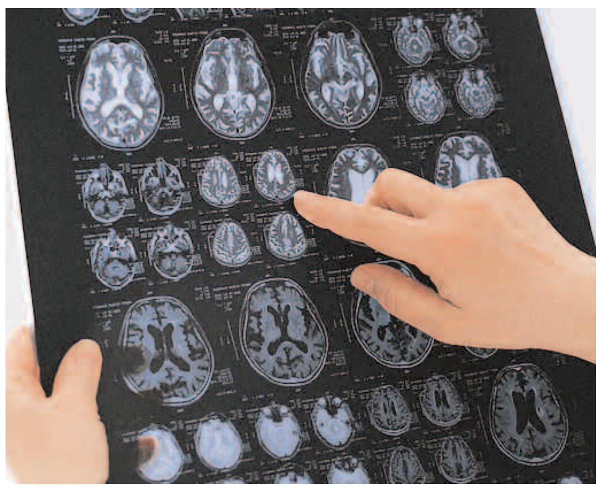

মাল্টিপল রোসিস একধরনের দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা, যা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের ভেতর স্নায়ুরজ্জুকে আক্রমণ করে। এতে ইমিউন সিস্টেম ভুলভাবে স্নায়ুতন্তুগুলোর প্রতিরক্ষামূলক আবরণকে আক্রমণ করে থাকে। মাল্টিপল রোসিস তাই একধরনের অটোইমিউন ডিজিজ। এ রোগে আক্রান্ত হলে শরীর দুর্বল, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা, পেশিতে অসহ্য ব্যথা, মাথাব্যথা-মাইগ্রেন, খাদ্যনালি-মূত্রনালিতে সংক্রমণ, সঙ্গে হাত-পা অসাড় হয়ে যায়। কোনো কিছু চিন্তা করার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা, অবসাদ, বিষণ্নতা, একাকিত্বে ভোগেন রোগী। নারীদের মাল্টিপল রোসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি পুরুষের থেকে কয়েক গুণ। ২০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। পরিবেশ, জিন ও বংশগত কারণে এটি হতে পারে। উপসর্গ মাল্টিপল রোসিসে পেশির ওপর চাপ পড়ে। দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পেশির দুর্বলতা এ রোগের প্রধান লক্ষণ। পেশিতে ব্যথা হয়। হাত-পা নাড়ানো যায় না।

পেশিতে টান, খিঁচুনি হতে পারে। একসময় অসাড় হতে থাকে হাত-পা। স্পর্শের অনুভূতি থাকে না। হাঁটাচলা, খাবার খাওয়া, কথা বলায় সমস্যা হয় অনেকের। খাদ্যনালি, অন্ত্র, মূত্রনালি আক্রান্ত হয়। অবসাদ, উৎকণ্ঠা, হতাশা গ্রাস করে। বুদ্ধির বিকাশ বাধা পায়। অস্থিরতা দেখা দেয়, স্বাভাবিক চিন্তাভাবনা ও কথাবার্তায় সমস্যা হয়। কারও কারও শ্রবণশক্তি চলে যায়। মাঝেমধ্যেই শরীরে কাঁপুনি দেখা দেয়।

রোগনির্ণয় রোগনির্ণয়ে এমআরআই স্ক্যান করা হয়। অপটিক্যাল কোহেরেন্স টোমোগ্রাফি টেস্টে চোখের স্নায়ুর ছবি তোলা হয়। স্পাইনাল ট্যাপ পরীক্ষায় ধরা যায়, স্পাইনাল ফ্লুইডের কতটা ক্ষতি হয়েছে। রোগ কতটা ছড়িয়েছে, সেটাও নির্ণয় করার প্রয়োজন হয়। সে অনুযায়ী থেরাপি দেওয়া হয়। ইভোক পটেনশিয়াল টেস্টে ব্রেন ড্যামেজ হয়েছে কি না, ধরা যায়। চিকিৎসা শুরুতে ধরা পড়লে সঠিক চিকিৎসা, মেডিটেশনে রোগী সুস্থ হয়ে যান। কিছু থেরাপিও আছে, যাতে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফিজিক্যাল থেরাপি, আকুপাংচার থেরাপিও কার্যকর।

নানা রকম যোগ ও কাউন্সেলিং করানো হয় রোগীকে। অনেক রকম ওষুধও আছে, যেমন ডিজিজ-মডিফাইং ওষুধ, প্রদাহ কমাতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ওষুধ। স্টেরয়েড দিয়েও চিকিৎসা করা হয়। অনেকের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপি উটিক এজেন্ট ব্যবহার হয়। ইমিউনোসাপ্রেসিভ ড্রাগও আছে। এ স ব ছাড়াও শরীরচর্চা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ও দিনে কিছুটা সময় মেডিটেশন করা উচিত।

নিয়মিত হাঁটতে সঠিক জুতা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

নিয়মিত হাঁটতে সঠিক জুতা নির্বাচন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি হাঁটায় আরাম দেয়, পায়ের ব্যথা কমায় এবং আঘাতজনিত সমস্যা প্রতিরোধ করে। সঠিক ওয়াকিং শ্যু বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনা করা উচিত সঠিক সাইজ, জুতার সাইজ পায়ের আকারের সঙ্গে মানানসই হওয়া উচিত। খুব বেশি টাইট বা বেশি ঢিলেঢালা জুতা পরা উচিত নয়। আঙুলের সামনে কিছুটা জায়গা থাকা উচিত, যাতে হাঁটার সময় চাপ না পড়ে। জুতার ওজন, হালকা জুতা হাঁটার জন্য বেশি উপযুক্ত। এটি হাঁটার সময় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে না।

সোলের গঠন ও গুণাগুণ

আউটসোল (নিচের অংশ) রাবারের তৈরি জুতা ভালো। এটি ভালো গ্রিপ দেয় এবং পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা কম থাকে। মাটিতে বা রাস্তার সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খায় এমন ননস্লিপ ডিজাইন থাকা জরুরি। মিডসোল (মাঝের অংশ) এটি পায়ে শকের (ধাক্কা বা কম্পন) প্রভাব কমায় এবং আরামদায়ক অনুভূতি দেয়। ইভা ফোম বা জেল কুশনপ্রযুক্তি

যুক্ত থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য ভালো। ইনসোল (ভেতরের অংশ) নরম কুশন থাকা উচিত, যাতে পায়ের তালুতে চাপ কম পড়ে। অর্থোপেডিক ইনসোল থাকলে পায়ের গঠন অনুযায়ী অতিরিক্ত সাপোর্ট দেয়। অ্যাঙ্কেল ও আর্চ সাপোর্ট যাঁদের পায়ের তালুর বাঁক বেশি বা কম, তাঁদের জন্য বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্ট থাকা জরুরি। গোড়ালির জন্য ভালো সাপোর্ট থাকলে দীর্ঘক্ষণ হাঁটার সময় এটি গোড়ালি ও হাঁটুকে সুরক্ষা দেয়। বাতাস চলাচলের সুবিধা, জুতার ওপরের অংশ এমন উপাদানে তৈরি হওয়া উচিত, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। জালযুক্ত বা ক্যানভাসের তৈরি জুতা ভালো। এটি ঘাম শোষণ করে এবং পা ঠান্ডা ও আরামদায়ক রাখে। সিনথেটিক লেদারও আরামদায়ক হতে পারে। হিলের উচ্চতা, জুতার হিল খুব বেশি উঁচু বা নিচু হওয়া উচিত নয়। সাধারণত শূন্য দশমিক ৫ থেকে ১ . ৫ ইঞ্চি হিল থাকা ভালো, যা হাঁটার জন্য আরামদায়ক হয়। সম্পূর্ণ সমান (ফ্ল্যাট) জুতা ব্যবহার না করাই ভালো। বাঁকানোর সুবিধা, বাঁকানোর সুবিধা থাকলে সহজে পায়ের আঙুল বাঁকানো যায়। একেবারে শক্ত ও অনমনীয় জুতা হাঁটার জন্য উপযুক্ত নয়।

লেইস বা ভেলক্রো (চিপকানো ফিতা) হাঁটার জুতায় সাধারণত লেইস বা ভেলক্রো থাকা ভালো, যাতে এটি ভালোভাবে পায়ে ফিট হয়। সহজে খুলতে বা পরতে ভেলক্রো স্ট্র্যাপ ভালো বিকল্প হতে পারে, বিশেষ করে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য।

স্থায়িত্ব ও গুণগত মান, দীর্ঘস্থায়ী ও ভালো ব্র্যান্ডের জুতা নির্বাচন করা উচিত, যা সহজে নষ্ট হয় না। প্রয়োজনে বিশেষ জুতা, প্লান্টার ফ্যাসাইটিস বা হিল স্পার থাকলে আর্চ সাপোর্ট ও হিল কুশনযুক্ত জুতা বেছে নেওয়া উচিত। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য নরম ও সেলাইবিহীন ইনসোল থাকা উচিত, যাতে ঘর্ষণ জনিত ক্ষত না হয়। ফ্ল্যাটফুট থাকলে বিশেষ ধরনের আর্চ সাপোর্টযুক্ত জুতা ব্যবহার করা উচিত।

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভিন্ন দাবীতে ১ থেকে ৭ এপ্রিল জেলার কাস্টমার কেয়ার সেন্টারগুলিতে বিদ্যুৎ গ্রাহক বিক্ষোভের ডাক

কলকাতা, ২৭ মার্চঃ বিদ্যুতের বেসরকারিকরণ ও স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগানো বন্ধ,বর্ধিত ফিক্সড ও মিনিমাম চার্জ প্রত্যাহার, চাষের মরশুমে লাইন না কাটা,কৃষিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ ও এল.পি.এস.সি. (জরিমানা) মুকুব,অন্যায়ভাবে লোডের ভিত্তিতে অতিরিক্ত সিকিউরিটি ডিপোজিট আদায় না করে গ্রাহকদের জমা রাখা সিকিউরিটির উপর আইনসম্মতভাবে সুদের টাকা ফেরত সহ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের গুরুত্বপূর্ণ কতগুলি দাবী নিয়ে অল ইন্ডিয়া ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ১ হইতে ৭ ই এপ্রিল সারা ভারত প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দেওয়া হয়েছে। ওই কর্মসূচির প্রস্তুতিতে আজ ২৭ শে মার্চ,মেচেদা রোকেয়া হলে,অ্যাবেকার পূর্ব জেলা কমিটির এক বর্ধিত জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের জেলা সভাপতি অধ্যাপক জয়মোহন পাল। বক্তব্য রাখেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সম্পাদক সম্পাদক শংকর মালাকার। নারায়নবাবু তার বক্তব্যে ওই প্রতিবাদ সপ্তাহে জেলার সমস্ত কাস্টমার কেয়ার সেন্টারগুলিতে গ্রাহকদের উপরোক্ত দাবিতে স্মার্ট মিটার ও অ্যাডিশনাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত নির্দেশের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার আহ্বান জানান। সভায় কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রীকে গ্রাহকদের ৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপিতে সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে সামিল হওয়ারও আবেদন জানানো হয়।

মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় বধূকে মারধর শশুরবাড়িতে

জীবনতলা, ২৭ মার্চঃ মাদক বিক্রির প্রতিবাদ করায় বধূকে বেধড়ক মারলো স্বামী, শ্বশুর জীবনতলায়। শ্বশুরবাড়ির লোকজন গাঁজা বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে। নিত্যদিন বাড়িতে অচেনা লোকজন হাজির হত। সেই নিয়ে ক্ষোভ জানানোই কাল হলো। ওই বধূকে বেধড়ক মারধর করা হল। শুধু তাই নয়, তাঁর শরীরে ইলেকট্রিক শক পর্যন্ত দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর এই ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকায়। ওই বধূকে উদ্ধার করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন তাঁর বাপেরবাড়ির লোকজনও। আক্রান্ত বধূ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, জীবনতলা থানার আঠারোবাঁকি পঞ্চায়েতের দাহারানি গ্রামের সাইফুল সর্দারের সঙ্গে গত কয়েক মাস আগে বিয়ে হয় বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া পঞ্চায়েতের কলতলার কারিমার। অভিযোগ, কারিমার শ্বশুর খয়রুল, শাশুড়ি মেহেরুন ও স্বামী সাইফুল বেআইনি গাঁজার ব্যবসা করে। প্রতিদিনই বাড়িতে বহিরাগতদের আনাগোনা। বিয়ের পর বধূ কারিমা এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠেন। প্রতিবাদ করলেই প্রতিনিয়ত অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হত কারিমাকে। শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী বেধড়ক মারধর ও শারীরিক নির্যাতন করত বলে অভিযোগ। বুধবার সেই নির্যাতন সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল। সেদিনও বাড়িতে ফের বহিরাগতদের আনাগোনা চলতে থাকে। ফের প্রতিবাদ করেন ওই বধূ। অভিযোগ, প্রতিবাদ করতেই বধূর শ্বশুর, শাশুড়ি ও স্বামী মারমুখী হয়ে ওঠে। লাঠি, বাঁশ দিয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। আবার মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি শ্বশুরবাড়ির লোকজন। অভিযোগ, স্বামী সাইফুল তাঁর গলা টিপে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। পাশাপাশি, ওই বধূর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সারা শরীরে যন্ত্রণায় ওই বধূ কাতরাতে থাকেন। মেয়েকে মারধরের ঘটনার কথা জানতে পেরে জীবনতলার ওই বাড়িতে পৌঁছন তাঁর বাপেরবাড়ির লোকজন। তাঁদেরও লাঠি বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই অবস্থাতেও মেয়েকে উদ্ধার করে নিয়ে যান বাপেরবাড়ির আক্রান্তরা। রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। জীবনতলা থানায় শ্বশুরবাড়ির লোকদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশি।আর এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

হুগলি সার্কিট হাউসে জেলা টিবি ফোরামের মিটিং অনুষ্ঠিত হল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি,২৭ মার্চঃ হুগলি সার্কিট হাউসে জেলা টিবি ফোরামের মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় যক্ষা নির্মূল প্রোগ্রামের অন্তর্গত এই কর্মসূচিতে হুগলিতে টানা ১০০ দিনের বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী যক্ষা উপসর্গ আছে, এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা করানো থেকে আক্রান্তদের চিকিৎসা শুরু করা হয়। ২০২৫ সালের মধ্যে যক্ষা নির্মূল করতে ঝাঁপিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। সেই লক্ষ্যে সচেতনা প্রচারের পাশাপাশি একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। হুগলি জেলাতেও চলছে সেই কর্মসূচি। হুগলি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক মৃগাঙ্ক মৌলি কর জানান, 'হুগলি জেলায় টিবির প্রবণতা আগে থেকেই বেশি। কারণ গঙ্গার পারে বিভিন্ন কলকারখানা আছে। বিশেষ করে জুটমিল এলাকায় শ্রমিকরা যে ভাবে থাকে তা খুবই অস্বাস্থ্যকর। টিবি সঠিক সময়ে ধরা না পড়া, পড়লেও চিকিৎসা শুরু হওয়ার পর তা নিয়মিত না করা বা ডোজ় শেষ না করার ফলে মৃত্যু। মানুষকে সচেতন করতে পারলে এবং নিজে থেকে সচেতন হলেই এই টিবি নির্মূল করা যাবে। টিবির উপসর্গ দেখা দিলে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। সেক্ষেত্রে কফ পরীক্ষা ন্যাট পরীক্ষা বুকের এক্সরে করে যদি ধরা পড়ে। তারপর দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে ছয় মাস ওষুধ খেলে সেরে যাবে যক্ষা।' স্বাস্থ্য আধিকারিক জানান, টিবি রোগীকে পুষ্টিকর খাবার দিতে হয়। তার জন্য সরকারি তরফে এক হাজার টাকা করে বরাদ্দ আছে। যেখানে সাধারণ ওষুধ কাজ করে না, সেক্ষেত্রে ভর্তি করে তাদের চিকিৎসা করাতে হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর জানাচ্ছে, হুগলি জেলায় মৃত্যু হার অনেক বেশি ছিল, বর্তমানে সেটা কমিয়ে আনা গিয়েছে। গত বছর যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে ২৮৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছরে সংখ্যাটা এখনও পর্যন্ত ২৫ জন। বর্তমানে সাড়ে তিন হাজার যক্ষা রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে।মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, 'গত তিন মাস ধরে টিবি চিহ্নিতকরণে স্পেশাল ড্রাইভ করা হয়েছিল। আমরা স্ক্রিনিং করেছি। আগে টিবির চারটি উপসর্গের কথা বলতাম। এখন টেন এস বা দশটি উপসর্গের কথা বলছি। যার ফলে সামান্য উপসর্গ থাকলেও কেউ যেন চিকিৎসার বাইরে না থাকে। এই স্পেশাল ড্রাইভে আমরা ১৬৩০ জন রোগী খুঁজে পেয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে দ্রুত চিহ্নিত করা যায় যে টিবি আক্রান্ত কারা।

রাজ্য সরকারের ৫০ লক্ষ টাকা খরচে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে তৈরী হয়েছে অক্সিজেন প্ল্যান্ট

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া হুগলি, ২৭ মার্চঃ রাজ্য সরকারের ৫০ লক্ষ টাকা খরচে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে তৈরী হয়েছে এই প্রকল্প। হুগলি জেলা সদর হাসপাতালে বসেছে জীবনদায়ী অক্সিজেন প্ল্যান্ট। আর হাসপাতালে রোগীদের জন্য বাইরে থেকে আনতে হবে না অক্সিজেন। একেবারে হাসপাতালের মধ্যেই অক্সিজেন প্লান্টে অক্সিজেন তৈরি হয়ে তা সরাসরি পৌঁছে যাবে রোগীদের কাছে। সেই মোতাবেক বসেছে বিশাল আকার জাম্বো অক্সিজেন সিলিন্ডার। যে সিলিন্ডারে ১৩ হাজার লিটার তরল অক্সিজেন জমা থাকবে। হুগলি জেলা হাসপাতাল চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে বসেছে, লিকুইড মেডিকেল অক্সিজেন বা এলএমও প্ল্যান্ট। এতদিন অক্সিজেন ছোটো ছোটো সিলিন্ডারে ভরে গাড়ি করে আনা হত।এখন জাম্বো সিলিন্ডার থেকে সরাসরি ওয়ার্ডে অক্সিজেন সরবরাহ হবে পাইপ লাইনের মাধ্যমে। এর ফলে বছরে চার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে স্বাস্থ্য দফতরের।

জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক মৃগাঙ্ক মৌলি কর জানান, অক্সিজেনের চাহিদার কথা মাথায় রেখে স্বাস্থ্য দপ্তরে আবেদন করা হয়েছিল। সেইমত ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। তরল অক্সিজেন ট্যাঙ্কারে করে ভরে দিয়ে যাবে, তা দশ দিন চলবে।শেষ হওয়ার আগে আবার রিফিল করা হবে। গাড়ি করে ছোটো সিলিন্ডারে অক্সিজেন ভরে আনায় অনেক ঝক্কি ছিল তা আর পোহাতে হবে না। যে কর্মিরা অক্সিজেন সরবরাহের দায়িত্বে থাকতেন তাদের আর ২৪ ঘন্টা সতর্ক থাকতে হবে না। পাইপ লাইন করাই আছে হাসপাতালে যার মাধ্যমে সরাসরি আইসিইউ, ওটি, থেকে প্রয়োজনীয় সব ওয়ার্ডে রোগির বেডে পৌঁছে যাবে অক্সিজেন। এতে করে এককালীন হয়ত কিছু টাকা খরচ হল কিন্তু এর ফলে দীর্ঘ মেয়াদী সুবিধা হবে। যে সংস্থা এই কাজ করেছে তারাই রক্ষনাবেক্ষন করবে। এলাকার বাসিন্দা থেকে রোগির পরিজন বলছেন, অক্সিজেনের প্রয়োজন মেটাতে স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগ খুবই কাজে লাগবে। করোনা কালে অক্সিজেনের হাহাকার দেখা দিয়েছিল। সেরকম পরিস্থিতি হলে এবার আর কোনো সমস্যা হবে না। ইমামবারা জেলা হাসপাতালে সাড়ে ছ'শো বেড আছে। আগামী দিনে আরো বেড বারবে। তখন এই প্ল্যান্ট খুবই কার্যকরি হবে বলে জানান হাসপাতাল সুপার অমিতাভ মন্ডল। তিনি বলেন,বছরে দশ কোটি টাকা খরচ হত অক্সিজেনের জন্য। এখন তা থেকে প্রায় চার কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।

পেঁয়াজের যোগান বাড়াতে ৮ টি সংরক্ষণ কেন্দ্র

কলকাতা,২৭ মার্চঃ রাজ্যে পেঁয়াজের যোগান বাড়াতে কৃষি বিপণন দফতর মোট ৩২০ মেট্রিক টন ক্ষমতা সম্পন্ন ৮ টি সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করেছে। বলাগড়, পোলবা, কালনা-২, পূর্বস্থলি, নওদা, সাগরদিঘি, হাঁসখালি এবং গাজোল ব্লকে এই নতুন কেন্দ্রগুলি তৈরি করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এগুলির ধারণ ক্ষমতা বাড়িয়ে ৪৮০ মেট্রিক টনে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে কৃষি বিপণন দফতর। অন্য দিকে, গত বারের ৩৬০০র সঙ্গে এ বছর চাষিদের বাড়িতে ব্যক্তিগত আরও ১৪০০ পেঁয়াজের গোলা তৈরি হয়েছে। এই ৫০০০ গোলায় ৬০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে সরকারি এবং ব্যক্তিগত মিলিয়ে প্রায় ৬৫ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যাবে। ফলে পেঁয়াজের জন্যে যেমন ভিন রাজ্যের মুখাপেক্ষী হতে হবে না, তেমনই দামের ফাটকাবাজিও বন্ধ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উদয়পুরে শিশু খাদ্যে কারচুপি

উদয়পুর, ২৭ মার্চঃ শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কারচুপির অভিযোগ। ঘটনা গোমতী জেলার উদয়পুরের মাতারবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১ নং ফুলকুমারী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ঘটনার খবর পেয়ে মাতাবাড়ির সিডিপিও প্রদীপ দেবনাথ, গোমতী জেলার সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন, এলাকার প্রধান অনিন্দিতা ঘোষ লোধ, উপপ্রধান কেশব দাস ঘটনাস্থলে আসেন। পরবর্তী সময়ে ডিআইএসই ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। প্রত্যেকেই জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারগুলিতে নির্ধারিত যে খাবার আসার কথা সেগুলিতে প্রতি বস্তায় কম আসছে। এরকম একটা অভিযোগের পরও দীর্ঘদিন অফিসের আধিকারিকদের উদাসীনতার কারণে দিন দিন চুরির মাত্রা বেড়িচলছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার উদয়পুর ১ নং ফুলকুমারী অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য গাড়ি দিয়ে আসা মাত্র দপ্তরের আধিকারিকদের খবর দিয়ে সেন্টারে আনা হয়। ওজন করে দেখা যায় প্রতি বস্তাতে এক থেকে পাঁচ কেজি করে কম। মাতারবাড়ি সিডিপিও প্রদীপ দেবনাথ জানান, এর দায়িত্বে রয়েছেন দপ্তরের সুপারভাইজার বিজয় বিশ্বাস। কেন শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্যে ওজনে কম তা তিনি উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন। সেখান থেকে যা নির্দেশ আসবে সেই নির্দেশ কার্যকর করা হবে বিজয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। সহকারি সভাধিপতি ও এলাকার উপপ্রধান জানান এই ঘটনা কোনমতেই বরদাস্ত করার মত না। তাঁরা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ করেছেন। যিনি এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা।

আহত গৃহকর্তা

উদয়পুর , ২৭ মার্চঃ স্ত্রী ও ছেলের বর্বরোচিত হামলায় গুরুতর আহত গৃহকর্তা। ঘটনাটি ঘটেছে গোমতী জেলার উদয়পুরের টেপানিয়ায়। আহত ব্যক্তি বর্তমানে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দীপক ঘোষ। বয়স ৪০ বছর। বাড়ি উদয়পুর টেপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুই নম্বর ওয়ার্ডে। দীপক পেশায় দিন মজুর। এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং স্ত্রী রয়েছে। এলাকাবাসীদের অভিযোগ দীপকের স্ত্রী ও ছেলে মিলে প্রতিদিন রাতে দীপক বাড়িতে আসলে মারধর করে। বুধবার রাত দশটায় দীপক ঘোষ বাড়িতে আসলে স্ত্রীও ছেলে মারধর করে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যায় যে, ১। বিকাশ দাস এবং ২। প্রকাশ দাস পিতা-সুনীল দাস ঠিকানা-এন্টালী কলকাতা-৭০০০১৪ এ.ডি.এস.আর.শ্রীরামপুর, আমমোক্তার নং - IV-00138/06 তাং -২৪.০৪, ২০০৬ আমমোক্তার দাতা- ১। প্রশান্ত মণ্ডল ২। দেবু মণ্ডল ৩। মদন মোহন মণ্ডল ৪। গৌরাঙ্গ মন্ডল ৫। প্রদীপ মণ্ডল সকলের পিতা- ঈশ্বর তারক মণ্ডল এবং গ্রহীতা-অশোক রায় পিতা - স্বর্গীয় বলাই রায় ঠিকানা-সিমলা কালীতলা, পোস্ট- মল্লিকপাড়া, হুগলী- এর নিকট হইতে এ.ডি. এস. আর. শ্রীরামপুর দলিল নং-I-1896/12 তাং- ১৩.০৩.২০১২-এ খরিদ করেন। উক্ত ক্রেতাগন নিকট হইতে আমি গত ইং-০৫.০৮.২০২২ তারিখে এ.ডি.এস. আর.শ্রীরামপুর দলিল নং-5435/22 হইতে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি আমরা ১। বিদ্যুৎ সাহা পিতা- অধীর সাহা এবং ২। দেবরাজ সাহা পিতা- রবীন্দ্রনাথ সাহা খরিদ করিয়াছি। তপশীল সম্পত্তির পরিচয় - জেলা হুগলী, থানা- শ্রীরামপুর, মৌজা-ঘোড়ামারা জে.এল.নং-১৬ এল. আর.খং-৮৪ এল. আর. দাগ-৮ জমির পরিমান ০২ কাঠা উক্ত আমমোক্তার বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ১ মাসের মধ্যে শ্রীরামপুর বি. এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Name Change

I,Swapon Sikder,(Old name) S/o-Ramlal Shikdar, Resident at, Mundabghat, Daharbuincha, Taherpur,Dist-Nadia,741505, I have changed my name to Swapan Kumar Shikdar (New name)I shall be known as Swapan Kumar Shikdar vide affidavit before the Notary at Berhampore on 13/03/2025 Swapan Kumar Shikdar and Swapon Sikder same and one identical person.

Name Change

I Samaresh Ghosh. S/0 -Jagadish Ghosh, Resident at- Bablari, Dewanganj P.O-Bablari.P.s-Nabadwip.Dist-Nadia (W.B) Have changed my father's Date of Birth 01/07/1945 -To -01/01/1945,vide Affidavit NO 1249 in the court of the judicial magistrate 1st Class at Nabadwip.Nadia Date -25/03/2025

Name Change

I Samaresh Ghosh.Resident at-Bablari, Dewanganj P.O-Bablari.P.s-Nabadwip. Dist-Nadia(W.B) Have changed my Mother's name And Date of Birth -JHASANA GHOSH- Date of birth -01/07/1950 - To- JHARNA GHOSH-Date of birth - 18/03/1960, vide Affidavit NO 1248 in the court of the judicial magistrate 1st Class at Nabadwip.Nadia Date - 25/03/2025

Name Change

I, Ghosh Surojit Siddheswar S/o Siddheswar Ghosh Residing at Narna, P.o - Domjur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405 West Bengal India shall henceforth be known as Surojit Ghosh. I declare that Ghosh Surojit Siddheswar and Surojit Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Dipali Bera W/o Bhabasankar Bera Residing at Vill - Dighirpar Agarhati, District - North 24 Parganas, Pin- 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Ankhi Bera. I declare that Dipali Bera and Ankhi Bera is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Kavita Yadav W/o Krishna Yadav Residing at Thakurani Chawk, P.o - Sambyapally, P.s - Nischinda, District - Howrah, Pin- 711205 West Bengal India shall henceforth be known as Kavita Devi. I declare that Kavita Yadav and Kavita Devi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Kavita Yadav W/o Krishna Yadav Residing at Thakurani Chawk, P.o - Sambyapally, P.s - Nischinda, District - Howrah, Pin- 711205 West Bengal India shall henceforth be known as Kavita Devi. I declare that Kavita Yadav and Kavita Devi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Bebi Najmin W/o Julfikar Ali Mondal D/o Sahidul Mondal Residing at Vill - Ramnagar, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Baby Nazmin. I declare that Bebi Najmin and Baby Nazmin is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Ghosh Surojit Siddheswar S/o Siddheswar Ghosh Residing at Narna, P.o - Domjur, P.s - Domjur, District - Howrah, Pin- 711405 West Bengal India shall henceforth be known as Surojit Ghosh. I declare that Ghosh Surojit Siddheswar and Surojit Ghosh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Julfikar Ali S/o Md Nurul Islam Mondal Residing at Vill - Ramnagar, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Julfikar Ali Mondal. I declare that Julfikar Ali and Julfikar Ali Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Dipali Bera W/o Bhabasankar Bera Residing at Vill - Dighirpar Agarhati, District - North 24 Parganas, Pin- 743329 West Bengal India shall henceforth be known as Ankhi Bera. I declare that Dipali Bera and Ankhi Bera is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Md Nur Islam S/o Late Amjed Ali Mondal Residing at Vill - Ramnagar, P.o - Chakla, P.s - Deganga, District - North 24 Parganas, Pin- 743424 West Bengal India shall henceforth be known as Md Nurul Islam Mondal. I declare that Md Nur Islam and Md Nurul Islam Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I,NIYATI MALLIK,WIFE OF SUDHANGSHU MALLIK, RESIDING AT NARAYANPUR,NAMKHANA, PS - KAKDWIP, SOUTH 24 PARGANAS - 743357,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NEYOTI MALLIK VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2025. THAT NIYATI MALLIK AND NEYOTI MALLIK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammad Ijhar Ansari S/o Late Mohammad Rafik Ansari Residing at Dubrajdighi Kendulipukur, P.o - Bajepratappur, P.s - Burdwan, District - Purba Bardhaman, Pin- 713101 West Bengal India shall henceforth be known as Md Ijhar Ansari. I declare that Mohammad Ijhar Ansari and Md Ijhar Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I, Subarna Saha (old name) S/O Sunil Saha, residing at Arabinda Pally, P.O. & P.S.- Duttapukur, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743248, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Subarno Saha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/03/2025. Subarno Saha (new name) and Subarna Saha (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Shoeb Ansari S/o Md Ijhar Ansari Residing at Dubrajdighi Kendulipukur, P.o - Bajepratappur, P.s - Burdwan, District - Purba Bardhaman, Pin- 713101 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shoeb Ansari. I declare that Mohammad Shoeb Ansari and Md Shoeb Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-03-2025.

Name Change

I,SANJEET MOHANTY,SON OF SATYA RANJAN MOHANTY,RESIDING AT B-3/2 INDRALOK HOUSING ESTATE -1,WEST BENGAL ,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANJEET KUMAR MOHANTY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2025. THAT SANJEET MOHANTY AND SANJEET KUMAR MOHANTY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Ismat Ara Hossain (Old Name) W/o Subesh Islam Residing at 4B, Royd Lane, Park Street District- Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Ismat Ara Islam (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 60/2025 Dated 27-03-2025. Ismat Ara Hossain (Old Name) and Ismat Ara Islam (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tanushree Samanta (old name) W/O Bubai Samanta, residing at Sukanta Nagar,Kuikota,P.O.- Midnapore, P.S.- Kotwali, West Medinipur, Pin- 721101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tonushree Samanta (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/03/2025. Tonushree Samanta (new name) and Tanushree Samanta (old name) both are same and identical person.

Name Change

I, Khabir Hossain (Old Name) S/o Sk Dilwar Hossain Residing at 21, Elliot Road, Park Street District- Kolkata, Pin - 700016 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Sk Khabir Hossain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 59/2025 Dated 27-03-2025. Khabir Hossain (Old Name) and Sk Khabir Hossain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,RESHMA AKBAR HOSSAIN,WIFE OF AKBAR HOSSAIN, RESIDING AT B/48/H/1 BRIGHT STREET,PO - CIRCUS AVENUE,KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RESHMA HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/03/2025. THAT RESHMA AKBAR HOSSAIN AND RESHMA HOSSAIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Anjlu Jain (Old Name) D/o Netmal Sethia Residing at 7, Bysack Street, Barabazar H.O, Barabazar, District- Kolkata, Pin - 700007 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be known as Anju Jain (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 58/2025 Dated 27-03-2025. Anjlu Jain (Old Name) and Anju Jain (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Momotaj Bibi (old name) W/O Md Hayat Ali Molla, residing at Vill- Kachua, P.O.- Bamunia, P.S.- Kashipur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mamtaj Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/03/2025. Mamtaj Bibi (new name) and Momotaj Bibi (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Manjusri Bandyopadhyay alias Manjushri Chawdhuri (Old Name) D/o Pralay Banerjee Residing at AD-2/1, Rajarhat Road, Deshbandunagar, Vtc - Rajarhat Gopalpur (M), P.o - Desh Bandhu Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700059 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be nown as Manjusree Choudhury (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 57/2025 Dated 27-03-2025. Manjusri Bandyopadhyay, Manjushri Chawdhuri (Old Name) and Manjusree Choudhury (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Nasim Mansuri & Mohd Nasim Mansuri (old names) S/O Md Taiyub, residing at Purba Sardar Para, Maheshtala, Diamond Harbour, South 24 Pgs, Pin- 700141, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Nasim (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/03/2025. Md Nasim (new name) and Md Nasim Mansuri & Mohd Nasim Mansuri (old names) all are same and one identical person.

Name Change

I, MRITYUNJAY GHOSH S/O Lt Rabindra Nath Ghosh Residing of Vill.& PO-Baikara, PS-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, Pin-743245 WB, India do hereby solemnly affirm and declare my actual Name MRITYUNJAY GHOSH instead of MRITYUNJOY GHOSH, vide an affidavit sworn before the Ld. A.C.J.M. 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 27/03/2025. MRITYUNJAY GHOSH and MRITYUNJOY GHOSH both are the same and one identical person.

Name Change

I, Hayat Uddin Molya (old name) S/O Md Sahidul Islam Molla, residing at Vill- Kachua, P.O.- Bamunia, P.S.- Kashipur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743502, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Hayat Ali Molla (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 27/03/2025. Md Hayat Ali Molla (new name) and Hayat Uddin Molya (old name) both are same and one identical person.

ছোট ভাইকে গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত সৎ দাদা

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ২৭ মার্চ ঃ একাধিক জায়গায় আত্মগোপন করে থাকার পরও শেষ রক্ষা হল না। শেষ পর্যন্ত পুলিশের জালে পলাতক অভিযুক্ত। সুমন দত্ত নামে পলাতক যুবককে গ্রেফতার করল নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বুধবার রাতে নির্দিষ্ট সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে নবদ্বীপ স্টেশন রোড এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে ধৃত সুমন দত্তকে নবদ্বীপ আদালতের জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করে তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় তদন্তকারী আধিকারিক। পুলিশের আবেদনের ভিত্তিতে ৭ দিনই মঞ্জুর করেন বিচারক। অপরদিকে এই ঘটনায় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গত রবিবার রাতে কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রাম থেকে পলাতক অভিযুক্ত সুমন দত্তের বাবা মোহন দত্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। মোহন দত্তকে তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানালে, আদালতের বিচারক ৫ দিনের মঞ্জুর করেছিলেন। অন্যদিকে হেফাজতে থাকা তার মোহন দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে মূল অভিযুক্ত পলাতক সুমন দত্তের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চালায় পুলিশ। মূল অভিযুক্ত সুমন দত্ত গ্রেপ্তার হওয়ায় একদিন আগেই হেফাজতে থাকা মোহন দত্তকে আদালতে পেশ করলে, বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, গত শনিবার রাতে কালনা থানার সাতগাছিয়া গ্রামের বাসিন্দা সুমন দত্ত চর-ব্রহ্মনগর কপালীপাড়া এলাকার বাসিন্দা বছর ছয়ের ছোট সৎ ভাইকে তার জন্মদিনের কেক কিনতে নবদ্বীপ শহরে যাওয়ার নাম করে নৌকায় ওঠে। অভিযোগ যাত্রীবোঝাই নৌকাটি নবদ্বীপ ফেরীঘাটে পৌঁছাবার আগেই তার ছোট সাত ভাইকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করে দৌড় দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত সুমন দত্ত। সেই সময় নৌকায় থাকা কিছু যাত্রী সুমন দত্তকে ধাওয়া করেও নাগাল পাইনি। অন্যদিকে এই ঘটনার খবর শিশুটির পরিবারে পৌঁছাতেই তারা ছুটে আসেন গঙ্গার পাড়ে। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। পরের দিন রবিবার নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। অন্যদিকে ভাগীরথী নদীতে শিশুটির খোঁজ পেতে লাগাতর দুদিন ধরে ডুবুরি ও স্পিডবোর্ট নিয়ে তল্লাশি চালায় জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। ঘটনার ৬ দিন কেটে গেলেও শিশুটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় শিশুটির পরিবারে নেমে আসে শোকের ছায়া। অপরদিকে পলাতক অভিযুক্ত সুমন দত্তকে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পুলিশ তার নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করলেও ঘটনার প্রথম দিন থেকেই একাধিক জায়গায় আত্মগোপন করে থাকতে শুরু করে ধৃত সুমন দত্ত।

ঐতিহ্য হারাচ্ছে দার্জিলিংয়ের কমলা! নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ নতুন করে সাজবে কালিম্পং এবং দার্জিলিংয়ের পাহাড়! কমলা বাগানের ঐতিহ্য ফেরাতে বিরাট উদ্যোগ! ঐতিহ্য হারাচ্ছে দার্জিলিংয়ের কমলা! স্বাদ গন্ধ আর আগের মত নেই আকারেও হয়েছে ছোট। এবার সেই ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করতে বিরাট উদ্যোগ! দার্জিলিঙের কথা আসলেই সবার প্রথমে মাথায় আসে সাদা বরফের চাঁদের মোড়া কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে সবুজে ঘেরা দার্জিলিঙের চা বাগান এবং ঐতিহ্যবাহী সেই দার্জিলিং কমলা। সময়ের সাথে সাথে বয়স হয়েছে দার্জিলিঙের কমলা বাগানের সেই অর্থে আগের মত স্বাদ গন্ধ এবং সাইজ আর কিছুই নেই। যার ফলে ভুটান এবং নাগপুরের কমলালেবুতে ছেয়েছে উত্তরের বাজার। তবে চিন্তা নেই ফের একবার দার্জিলিঙের কমলাকে পুনর্জীবিত করতে বিরাট উদ্যোগ নিতে চলেছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোফার্ম বিভাগ এবং জিটিএ।

মেঘালয় পুলিশের হাতে গ্রেফতার আট মহিলা, দুই শিশু সহ ১২ বাংলাদেশি

শিলং, ২৭ মার্চ ঃ অবৈধভাবে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশের দায়ে মেঘালয়ের রি-ভোই জেলা পুলিশ ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আটজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা কাকলী সরদার, হিরিনা দিলি মোল্লা, উনজিল্লা সরদার, রাবিযা বেগম, পান্না কামাল হোসেন, পপি হাসু মোল্লা, সোনিযা শেখ, শোভা ইসলাম, দুজন পুরুষ সাজা উদ্দিন শেখ ও শুকুর জনাব শেখ এবং দুই শিশু রয়েছে। এদিন বৃহস্পতিবার রি-ভোই জেলা পুলিশ সুপার জানান, নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল (বুধবার) বিকালের দিকে বর্ণিহাটে পরিচালিত অভিযানে চার চাকার একটি টাটা সুমোর গতিরোধ করে দুটি শিশু সহ ১১ জনকে আটক করা হয়। ধৃতদের হেফাজত থেকে জাল আধার কার্ড এবং প্যান কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জাল আধার ও প্যান কার্ড নিয়ে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটি (অসম) হয়ে মেঘালয়ে প্রবেশ করেছিল। তাদের গন্তব্যস্থান ছিল ডাউকি সীমান্ত। পুলিশ সুপার জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মুম্বাই থেকে গুয়াহাটিতে আগত কুখ্যাত এক মানব পাচারকারী শুকুর জনাব শেখের গতিবিধি ট্র্যাক করে এই সাফল্য পাওয়া গেছে। কামাখ্যা এবং গুয়য়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে নির্দিষ্ট ট্রেনে তালাশির সময় গতিবিধির ওপর নিরীক্ষণ রেখে এদের শনাক্ত করে পুলিশ। পরবর্তীতে উল্লেখযোগ্য গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে। একই দিন মেঘালয় পুলিশ অসমের নলবাড়ি জেলা থেকে শুকুর শেখকে গ্রেফতার করেছে। পুলিশ নংপো থানায় এদের বিরুদ্ধে এক মামলা দায়ের করে বৃহত্তর পাচারচক্রের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে, জানান পুলিশ সুপার।

মেদিনীপুরে ক্রমেই ছড়াচ্ছে জন্ডিস, এখনও পর্যন্ত আক্রান্ত ২৪! আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ মার্চ ঃ একজন-দু'জন নয়। জন্ডিসের কবলে পড়েছেন চব্বিশ জন। পানীয় জল থেকে এই সংক্রমণ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা যাচ্ছে। আতঙ্কিত মেদিনীপুর শহরের সুকান্ত পল্লী এলাকায়। এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন সাধারণ মানুষ। ঘটনাস্থলে সিএমওএইচ (CMOH) সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। মেদিনীপুর পৌরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লি এলাকায় প্রায় ২৪ জনের জন্ডিসের সংক্রমণ! তড়িঘড়ি এলাকায় এল স্বাস্থ্য দপ্তর সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। এই সংক্রমণ ছড়ানোর পরেই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উপরে দিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় নিয়মিত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয় না। এলাকায় সংক্রমণের খবর আগেই কাউন্সিলরকে জানানো হলেও তিনি কোন পদক্ষেপ করেননি। আর সেই কারণেই এত বড় সমস্যায় পড়তে হলো তাদের। তৃণমূল কাউন্সিলর অবশ্য দায় চাপিয়েছেন স্থানীয় মানুষদের উপরেই। সচেতনতা নেই সেই কারণেই এত বড় ঘটনা! দাবি স্থানীয় কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরার। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পানীয় জল থেকেই ছড়িয়েছে সংক্রমণ। ইতিমধ্যেই একটি সাবমার্সিবল পাম্প থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি পানীয় জলের ট্যাপ সিল করা হচ্ছে। সমস্ত ট্যাপ ও সাবমার্সিবল পাম্প থেকে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। গোটা ঘটনা নিয়ে বৃহস্পতিবারই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌম্যশংকর সারেঙ্গী, মেদিনীপুরের মহকুমা শাসক মধুমিতা মুখোপাধ্যায়, পৌরপ্রধান সৌমেন খান সহ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। গোটা ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে রীতিমতো আতঙ্কের ছায়া। সিএমওএইচ বলেন, ২২ নম্বর ওয়ার্ডে জন্ডিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এখনও অবধি ২৪টা কেস বেরিয়েছে। পুরো ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছি। পরিস্থিতি স্বাভাবিকই আছে। কাউন্সিলর মৌসুমী হাজরা বলেন, গত সাত দিন ধরে আমি রোজ আসছি। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে আছি। মন্দির থেকে রাস্তা সব কিছুতেই আসি।

চিড়িয়াখানায় আসতে চলেছে নতুন প্রাণী! আকর্ষণ বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মার্চ ঃ জেলা কোচবিহারের একমাত্র চিড়িয়াখানা রসিকবিল মিনি চিড়িয়াখানা। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এই চিড়িয়াখানাটি বহু পর্যটকদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। দীর্ঘ সময় ধরে এই চিড়িয়াখানা বেশ অনেকটাই প্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে ঘড়িয়াল প্রজনন কেন্দ্র হিসেবে। এছাড়াও এই চিড়িয়াখানায় রয়েছে মেছো বিড়াল, চিতাবাঘ, হরিণ, বিভিন্ন ধরনের পাখি ও সরীসৃপের একাধিক প্রজাতি। তবে এবার বেশকিছু পরিবর্তন হতে চলেছে এই চিড়িয়াখানার মধ্যে। যেগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ আরোও অনেকটাই বাড়িয়ে তুলবে চিড়িয়াখানার প্রতি। ইতিমধ্যেই সেই প্রস্তুতি শুরু করা হয়েছে প্রশাসনিক ভাবে। বন দফতরের কোচবিহার ডিভিশনের ডিএফও আসিতাভ চ্যাটার্জী জানান, প্রতিবছর বিভিন্ন চিড়িয়াখানার সঙ্গে বিভিন্ন চিড়িয়াখানার প্রাণী আদলবদল করা হয়ে থাকে। যেখানে যেটি বেশি রয়েছে সেখান থেকে কম থাকা চিড়িয়াখানায় সেটি পাঠানো হয়। কোচবিহারে দীর্ঘ সময় ধরে মাত্র একটি পুরুষ মেছো বিড়াল ছিল এই চিড়িয়াখানায়। তাই পর্যটকরা তাঁকে দেখতেই পেতেন না বেশিরভাগ সময়। এবার হাওড়ার গড়চুমুক চিড়িয়াখানা থেকে দুটি স্ত্রী মেছো বিড়াল এখানে আনা হচ্ছে। যাতে পর্যটকেরা তাঁদের খুনসুঁটি দেখে আনন্দ পেতে পারেন। এছাড়া বাচ্চাদেরও আগামীতে আকর্ষণ বাড়বে এই চিড়িয়াখানার প্রতি অনেকটাই।

ডুয়ার্সে শুটিংয়ে কার্তিক আরিয়ান

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৭ মার্চ ঃ ডুয়ার্সের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ঘিরে শুটিং চলছে জনপ্রিয় সিনেমা 'আশিকী থ্রি'র। এই শুটিংয়ের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ওদলাবাড়ি ঘিস নদীতে উপস্থিত হন বলিউড সুপারস্টার কার্তিক আরিয়ান। একশন দৃশ্যের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত এই লোকেশনটি সিনেমার শুটিংয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অভিনেতা কার্তিক আরিযান তার চরিত্রে এক বিপজ্জনক একশন দৃশ্যে অংশ নেন, যা দর্শকদের জন্য এক নতুন চমক নিয়ে আসবে। শুটিংয়ের সময় স্থানীয় দর্শকরা ঘিরে ধরেন এই তারকাকে, এবং তার সান্নিধ্যে ফটো তোলার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠেন। শুটিংটি ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং, কারণ ঘিস নদীর স্রোত এবং পাহাড়ি পরিবেশের মধ্যে একশন দৃশ্য ধারণ করা ছিল এক কঠিন কাজ। তবে, কার্তিক আরিযান তার অভিজ্ঞতা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে শুটিংকে সফলভাবে সম্পন্ন করেন।

নদীয়ায় পুলিশের জালে তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৭ মার্চ ঃ ফের একবার তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেপ্তার করলো নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার গাংনাপুর থানার পুলিশ। সম্প্রীতি বাংলাদেশের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির পর থেকেই ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুরু থেকেই আর এই অনুপ্রবেশ রুখতে অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ প্রশাসনকে। কখনো অনুপ্রবেশকারীকে তো কখনো অনুপ্রবেশকারীদের মতদ কারী ভারতীয়

দালালদের, গ্রেপ্তার করে নজির সৃষ্টি করেছে রানাঘাট পুলিশ জেলা। আর ফের একবার অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেলো নদীয়ার গাংনাপুর থানার পুলিশ। সূত্রের খবর, বুধবার রাতে নদীয়ার গাংনাপুর থানার পুলিশের একটি বিশেষ টিম অভিযান চালায়, এরপর সন্দেহভাজন ভাবে তিন ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পরবর্তীতে জানতে পারে ওই তিন ব্যক্তি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। ধৃতদের নাম জাফর মিয়া, কাজী আকাশ, কাজী মনিরুল হক। পুলিশ সুত্রে আরও জানা যায় বৃহস্পতিবার ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ঠ ধারা মামলা রুজু করে রানাঘাট আদালতে পাঠায় গাংনাপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী এর আগেও রানাঘাট জেলা পুলিশের তৎপরতায় বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩০০ রো বেশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ, পাশাপাশি এই ধরনের অভিযান আগামী দিনেও হবে বলেও জানায় পুলিশ প্রশাসনের তরফে।

রোগীমৃত্যুর অভিযোগ, নার্সিংহোমে ভাঙচুর

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ ফুলবাড়ি এলাকার একটি নার্সিংহোমে রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। বুধবার গভীর রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা তৈরি হয়। জানা গেছে, ফুলবাড়ির নার্সিংহোমে এক রোগীকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। সেখানে বুধবার তার মৃত্যু হয়। ঘটনার পর রোগীর পরিবারের সদস্যরা নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ করে ও নার্সিংহোমে রাখা জিনিসপত্র ভাংচুর করে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নার্সিংহোমে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE SHYAMPUR-II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH,711312
Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-23/2024-25 Vide
Memo No-227/Shy-II Dated-26.03.2025
On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in.** The last date of tender submission -05.04.2025 at 05.00 PM.
SD/-EXECUTIVE OFFICER
SHYAMPUR–II PANCHAYAT SAMITY
SASATI, HOWRAH, 711312

খড়গপুর ডিভিসনে 'সি' শ্রেণীভুক্ত প্রহরীযুক্ত ইঞ্জি. লেভেল ক্রসিং অপসারণ
বিজ্ঞপ্তি
খড়গপুর-টাটানগর সেকশনে নিম্নলিখিত 'সি' শ্রেণীভুক্ত প্রহরীযুক্ত ইঞ্জি. লেভেল ক্রসিংগুলি স্থায়ীভাবে অপসারিত হবে এবং তা **৩১.০৩.২০২৫ তারিখ থেকে** কার্যকর হবে। **ক্র.নং.; এল.সি. নং ও অবস্থান/কিমি. পোস্ট** নিম্নরূপঃ ১; ৮৮; ১৬৪/১৫-১৭। ২; ৮৯; ১৬৫/১৯-২১। ৩; ৯০; ১৬৬/২৬-১৬৭/০২। **যে স্টেশনের মধ্যবর্তীঃ** ঝাড়গ্রাম-গিধনি (ক্র.নং. ১ থেকে ৩ প্রতিটির জন্য)।
(PR-1280) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ইঞ্জি.), খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার জংশনে ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে পে এন্ড ইউজ টয়লেটের জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: পান্ডু-১২। একক দর:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। **দিন: ১০৯৬; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্রম. নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-ডিকিউজি-টিওআই-৬-২৫-১ (পে এন্ড ইউস - টয়লেট)	ধূপগুড়ির পিএফ নম্বর ১-এ পে এন্ড ইউজ টয়লেট।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ১৭-০৪-২০২৫ তারিখে ১০:৩০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-অকশন লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিমানবন্দরে ক্রমবর্ধমান যাত্রীসংখ্যার নিরিখে উড়ান পরিষেবার হার বাড়াতে তৎপর রাজ্য

কলকাতা, ২৭ মার্চ ঃ দেশের ষষ্ঠ ব্যস্ততম কলকাতা বিমানবন্দরে ক্রমবর্ধমান যাত্রীসংখ্যার নিরিখে উড়ান পরিষেবার হার করোনা পূর্ববর্তী সময়ে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার তৎপর হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এই বিষয় নিয়ে বুধবার নবান্নে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, কয়েকটি বিমান সংস্থা ও ট্রাভেল এজেন্ট সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কলকাতা থেকে এখন দেশ-বিদেশের মধ্যে কতগুলি উড়ান চলাচল করছে, তাতে যাত্রী সংখ্যা কত সেই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কলকাতা- লন্ডন সরাসরি উড়ান পরিষেবা চালু করার ব্যাপারেও বাড়তি উদ্যোগ নিতে রাজ্য সরকার বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। যেসব আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা কলকাতায় আপাতত বন্ধ রয়েছে, সেগুলি ফের চালু করার জন্য বিমান সংস্থাগুলিকে উৎসাহিত করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। এজন্য আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থাগুলিকে বেশকিছু আকর্ষণীয় ছাড় দেওয়ার ব্যাপারও কথা হয়েছে। এছাড়া শ্রীলঙ্কান এয়ারলাইন্স, ক্যাথি প্যাসিফিক, মালিন্দো এয়ার, চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের সঙ্গে কথা বলে আন্তর্জাতিক উড়ান পরিষেবা কলকাতা থেকে চালু করার কথা হয়েছে। যেহেতু দেশের মধ্যে পর্যটন মানচিত্রে কলকাতা বিশেষ জায়গা নিয়ে রেখেছে, তাই বিমানযাত্রীদের কাছেও তা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হবে। করোনার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে বছরে যাত্রীর গড় ছিল ২ কোটি ২০ লক্ষ। এখন তা আরও বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বৌমা ও নাতির মারে মৃত্যু বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ মার্চ ঃ বৌমা ও নাতির মারে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েত বড়ইতলা এলাকায়। ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃত বৃদ্ধার নাম লীলা বিশ্বাস (৬০) । পুলিশের স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল রাতে বৃদ্ধার বৌমা ও নাতি মিলে মারধর করে যার ফলে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা লীলা বিশ্বাসকে তুফানগঞ্জ মহাকুমা হাসপাতালে ভর্তি করার পর চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। বৃদ্ধার মেয়ে পূর্ণিমা বসাকের অভিযোগ গতকাল রাতে তার ভাই বাড়িতে ছিল না সেই সময় তার ভাই বউ ও তার নাবালক ছেলে তার মাকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর স্থানীয়রা হাসপাতালে ভর্তি করে। পার্বতী তিনি খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে দেখে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন । পুলিশ সূত্রে জানা যায় মৃত দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।

তেলের গুদামে ভয়াবহ আগুন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে আগুন লাগল একটি বেআইনি তেলের গুদামে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন টার্মিনালের উল্টোদিকের বস্তিতে বেআইনি তেলের গুদামে আগুন লাগে। বুধবার রাত ১১টা নাগাদ আগুন লাগে। দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে গোটা গুদাম। আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। তড়িঘড়ি পৌঁছে যায় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। ইন্ডিয়ান অয়েলের সহযোগিতায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে আনেন দমকল কর্মীরা। কী থেকে আগুন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে বেশ কয়েকটি টিনের গুমটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। ওই গুমটিগুলিতে অবৈধ চোরাই তেল মজুত করা থাকে বলে অভিযোগ। আগুন লাগার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ও দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় ঘণ্টাখানেকের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ জীবন বীমা কোম্পানি লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ হাউস, বিমানবন্দর রোড, ইয়েরওয়াড়া, পুনে - ৪১১০০৬
ফোনঃ ০২০ ৬৬০২৬৭৭৭
পাবলিক নোটিশ
১৮ নভেম্বর ২০২৪ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের আমাদের নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এতদ্বারা জানাচ্ছি যে, বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের অফিস, নর্থ লেক রোড, জেলা বিজ্ঞান কেন্দ্রের কাছে, সারদা পল্লি, ওয়ার্ড নং ১, জেলা - পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গ, ১৫-০৪-২০২৫ তারিখ থেকে তার নতুন ঠিকানা বাজাজ অ্যালিয়াঞ্জ লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডে স্থানান্তরিত হবে, যা ৪র্থ তলা, নাইটিঙ্গেল বিল্ডিং, রাঁচি রোড, পোস্ট- পুরুলিয়া, থানা- পুরুলিয়া, জেলা - পুরুলিয়া (শহর), পিন-৭২৩১০১, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

কাটিহার মণ্ডলে উচ্চস্তরীয় প্ল্যাটফর্ম -১ এবং প্ল্যাটফর্ম-২ এর সম্প্রসারণ
ই-টেণ্ডার নোটিস সংখ্যা. কেআইআর/ইএনজিজি /১৫ অফ ২০২৫ তারিখঃ ২৪-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** কাটিহার মণ্ডলের আজমনগর রোড রেলওয়ে স্টেশনে পৃষ্ঠভাগের উন্নীতকরণের সঙ্গে উচ্চ স্তরীয় প্ল্যাটফর্ম-১ (২৫ মিটার) এবং প্ল্যাটফর্ম -২ (২৫ মিটার) এর সম্প্রসারণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,১৭,৩৪,৫৭০.১১/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ৪,৫৮,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী **২২-০৪-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Notice inviting e-Tender for NIT No- 311/BEUP/ Jangipara/24-25 for **06 nos.** works by the undersigned through online mode **(https://wbtenders.gov.in).** Last date of submission of online bid on **08 Apr 2025 15:00 Hrs.**
Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN:L70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata, West Bengal, India, 700001
Phone : +91 33 4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com,Website: www.rdbrealty.com
অতিরিক্ত সাধারণ সভার নোটিশের সংশোধনী
এটি ৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখের নোটিশের প্রেক্ষিতে যা সদস্যদের কাছে ২৯ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বানের জন্য পাঠানো হয়েছিল। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এর বিধান এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক ৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে জারি করা সার্কুলার অনুসারে, ইজিএম নোটিশটি ইতিমধ্যেই ডাকযোগে কোম্পানির সদস্যদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।
এই সংশোধনী EGM নোটিশের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে এবং এটি কোম্পানির সদস্যদের কাছে প্রচার করা হবে। সেই অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য, স্টক ডিপোজিটরি, রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, ই-ভোটিংয়ের জন্য নিযুক্ত সংস্থা। অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, নিয়ন্ত্রক এবং অন্যান্য সকল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরিবর্তনগুলি নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। EGM নোটিশের অন্যান্য সমস্ত বিষয়বস্তু এবং এর সাথে সংযুক্ত ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, এই সংশোধনীতে উল্লিখিত বিষয়গুলি ব্যতীত অপরিবর্তিত থাকবে। এই তারিখ থেকে এবং তারিখ থেকে, EGM এর বিজ্ঞপ্তি সর্বদা এই সংশোধনীর সাথে একত্রে পঠিত হবে।
শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্নের পরিসংখ্যানগুলি এই ধারণার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে যে সমস্ত প্রস্তাবিত শেয়ার ওয়ারেন্ট যথাক্রমে রেজোলিউশন নং ৪ উপ-পয়েন্ট নং ১০ অনুসারে সাবস্ক্রিপশন করা হবে এবং প্রকাশটি ২২(i) অনুযায়ী বৈধ হবে এবং সমস্ত শেয়ার ওয়ারেন্ট পরবর্তীতে ব্যবহার করা হবে বা ইক্যুইটি শেয়ারে রূপান্তরিত হবে। তবে, যদি কোনও শেয়ার ওয়ারেন্ট সাবস্ক্রাইব না করা থাকে বা প্রয়োগ না করা থাকে, তাহলে পরিসংখ্যানগুলি সেই অনুযায়ী সমন্বয় করা হবে।
EGM-এর নোটিশ এবং EGM-এর নোটিশের সংশোধনী কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.rdbrealty.com/investors.php#-এও পাওয়া যাবে। ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('NSDL') এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন, BSE লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইট যথাক্রমেঃ https://www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।
আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেডের জন্য
সুরভী কুমারী গুপ্ত
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৮ মার্চ, ২০২৫

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম-উখুড়া, পোস্ট- উখুরা সরাংপুর, থানা- পূর্বস্থলী, জেলা- পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা- ২ KT, তারিখ- ৩১.০৮.১৯৭১
বিজ্ঞপ্তি
'খসড়া নির্বাচক তালিকা' (Draft Voter List)
সমবায় সমিতি সমূহের সহ-নিবন্ধক, বর্ধমান-II রেঞ্জ তথা পূর্ব বর্ধমান-২ রেঞ্জের সমবায় সমিতি সমূহের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশ নং ৯৭৭ তারিখ ১৯।০৭।২০২৪ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আমরা **শ্রী নবেন্দু ঘোষ** (সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২) ও **শ্রী কৃশানু সিংহ রায়** (সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি) তথা সহ-নির্বাচনী আধিকারিক উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য / সদস্যা কে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমিতির আসন্ন প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষ্যে (Delegates) অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে নির্বাচন ক্ষেত্র ভিত্তিক খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft Voter List) সংযোজিত হল, যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে পরিগনিত হবে। ঐ নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যের কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমাণ তথ্যাদি সহ আবেদনকারী নিজে বা তাঁর দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত (Authorised) ব্যক্তি তা লিখিত ভাবে ইংরাজির ২৮।০৩।২০২৫ তারিখ হতে ০৯।০৪।২০২৫ তারিখের মধ্যে সমিতির অফিসে যে কোন কাজের দিন সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরোক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইংরাজির ১১।০৪।২০২৫ তারিখে সকাল ১১.০০ ঘটিকা হতে দুপুর ২.০০ ঘটিকার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, **উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড সমিতি**র অফিস গৃহে শুনানি হবে। ব্যক্তিগত ভাবে ঐদিন অভিযোগ কারিকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। অন্যথায় এক তরফা সিদ্ধান্ত হবে। শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা (Final Voter List) আগামী ইংরাজি ১১।০৪।২০২৫ তারিখে বিকাল ৩.০০ টের পর সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।
তারিখঃ- ২৮.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া
স্বাঃ /-
শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
শ্রী কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার)
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- উখুড়া, পোস্ট-উখুরা সরাংপুর, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা-২ KT, তারিখ-৩১.০৮.১৯৭১
প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি
ভোটার তালিকা অনুযায়ী এলাকা বিভাজন
এতদ্বারা **উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**-এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, WBCS ACT 2006 ও WBCS RULES 2011 এবং তৎসংক্রান্ত সংশোধনী এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলল কো-অপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেশন 2012 (15-CEC) মোতাবেক সমিতির পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচন (Delegate Election) ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে আগামী ১১.০৫.২০২৫ রবিবার সকাল ১১টা হইতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, নিম্নোক্ত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে। সকল সদস্য/সদস্যাগণকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হল।
নির্বাচন ক্ষেত্র
যেহেতু সমিতির বর্তমান জীবিত মোট ভোটারের সংখ্যা ৪৬৫৩ জন। সেহেতু প্রতি ১০০ জন ভোটার পিছু ১ জন করে ডেলিগেট নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এখানে সমিতির মোট এলাকাকে ৯টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মোট ডেলিগেট হইবে ৪৬৫৩/১০০=৪৭ জন। নিম্নে এলাকা অনুযায়ী ডেলিগেট এর তালিকা লিপিবদ্ধ করা হল।

নির্বাচন ক্ষেত্র নং	নির্বাচন ক্ষেত্রের নাম	সদস্য সংখ্যা	প্রতিনিধিদের সংখ্যা (Delegate)	ভোটগ্রহণ কেন্দ্র	ভোটগ্রহণের তারিখ ও সময়	মোট প্রতিনিধি
১	উখুড়া-১	৫৭০	জে-৬ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	উখুড়া নরেন্দ্রনাথ হাই স্কুল-এর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	১১.০৫.২০২৫ সকাল ১১টা হইতে বিকাল ৪টা	৬
২	উখুড়া-২	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৩	উখুড়া-৩	৫০০	জে-২ মহিলা সংরক্ষিত-২ SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৪	উখুড়া-৪	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৫	যজ্ঞেশ্বরপুর-১	৫০০	জে-৫ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
৬	যজ্ঞেশ্বরপুর-২	৪৮৯	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৭	সরাংপুর	৫৩৭	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-নাই SC/ST-১	ঐ	ঐ	৫
৮	নওপাড়া	৫৮০	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-২ SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৬
৯	দফরপোতা	৪৭৭	জে-৪ মহিলা সংরক্ষিত-১ SC/ST-নাই	ঐ	ঐ	৫
মোট		৪৬৫৩	৪৭			৪৭

স্বা/- শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার),
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
তারিখঃ- ২৮.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া

উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম- উখুড়া, পোস্ট-উখুরা সরাংপুর, থানা-পূর্বস্থলী, জেলা-পূর্ব বর্ধমান
নিবন্ধন সংখ্যা-২ KT, তারিখ-৩১.০৮.১৯৭১
নির্বাচন নির্ঘণ্ট

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	১১.০৪.২০২৪	সমিতির কার্যালয়	দুপুর ৩টার পর
২.	মনোনয়নপত্র বন্টন	২১.০৪.২০২৫ ও ২২.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা
৩.	মনোনয়নপত্র পেশ	২২.০৪.২০২৫ ও ২৩.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা
৪.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৫.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে
৫.	বৈধ মনোনয়নের তালিকা প্রকাশ	২৫.০৪.২০২৫	ঐ	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অবব্যহিত পরেই
৬.	মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীপদ প্রত্যাহার	২৬.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত
৭.	প্রত্যাহার শেষে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের তালিকা প্রকাশ	২৬.০৪.২০২৫	ঐ	বৈকাল ৩.০০টা
৮.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন (যদি প্রয়োজন হয়)	২৮.০৪.২০২৫	ঐ	সকাল ১১.০০টা হইতে
৯.	ভোট গ্রহণ (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	উখুড়া নরেন্দ্রনাথ হাই স্কুল এর বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ	সকাল ১১.০০টা হইতে বিকাল ৪.০০টা
১০.	ভোট গণনা (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষে
১১.	ফল ঘোষণা (যদি প্রয়োজন হয়)	১১.০৫.২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষে

- মনোনয়নপত্রর দাখিলের প্রথম দিনের হিসাবে প্রার্থীর সমিতিতে সদস্য পদের ন্যূনতম এক বৎসর হইতে হইবে।
- ধারা অনুযায়ী মনোনয়নপত্র ১০ নম্বর নিদর্শে দাখিল করিতে হইবে। মনোনয়নপত্রের নমুনা সমিতির অফিসে পাওয়া যাইবে। প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার জন্য যে যোগ্যতা থাকিতে হইবে অনুরূপভাবে অযোগ্যতার শর্তাবলি ও প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলবৎ থাকিবে।
- ভোটার পরিচয় প্রমান করিবার জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত যে কোন প্রমানপত্র ভোটদানের জন্য আনিতে হইবে। SC/ST সংরক্ষিত সীটের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত Caste Certificate আবশ্যিক। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় জানিবার জন্য সমিতির কার্যালয়ে যে কোন কাজের দিন যোগাযোগ করিতে হইবে।

স্বা/- শ্রী নবেন্দু ঘোষ
(সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক পূর্ব বর্ধমান রেঞ্জ-২ ও সহ-নির্বাচনী আধিকারিক) ও
স্বা/- কৃশানু সিংহ রায়
(সমবায় পরিদর্শক, পূর্বস্থলী-২ উন্নয়ন সমষ্টি ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার),
উখুড়া যজ্ঞেশ্বরপুর নওপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
তারিখঃ- ২৮.০৩.২০২৫
স্থানঃ-সমিতির কার্যালয়, উখুড়া

দলে ডেভিড কাতালার আগমন কবে? ঘোষণা করল ক্লাব

কোচি, ২৭ মার্চঃ কেরালা ব্লাস্টার্স এফসি নতুন প্রধান কোচ হিসেবে স্প্যানিশ কৌশলী ডেভিড কাতালার নিয়োগের ঘোষণা করে গর্বিত। আধুনিক ফুটবল দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইউরোপীয় ফুটবলে বিস্তৃত অভিজ্ঞতার জন্য পরিচিত কাতালা তাৎক্ষণিকভাবে তার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি ক্লাবের সঙ্গে এক বছরের চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, যা তাকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত দলের সঙ্গে যুক্ত রাখবে। ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে প্রধান কোচ ডেভিড কাতালা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে কোচিতে পৌঁছবেন, যদি তিনি সফলভাবে ভিসা পেয়ে যান। তিনি ভুবনেশ্বরে আসন্ন সুপার কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করবেন। ইতিমধ্যে কোচিতে প্রশিক্ষণ শুরু করেছে কেরালা ব্লাস্টার্স এবং প্রতিযোগিতার শুরুর কাছাকাছি সময়ে টেম্পল সিটি ভুবনেশ্বরের উদ্দেশে রওনা দেবে। ডেভিডের সঙ্গে থাকবেন রাফা মন্টেনিগ্রো, যিনি প্রথম দলের শক্তি ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে কাজ করবেন। তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন টিজি পুরুষোথামণ (সহকারী

কোচ) এবং স্লাভেন প্রোগোভেকি (গোলকিপার কোচ), যারা সুপার কাপ অভিযানের জন্য কোচিং স্টাফ গঠন করবেন। এই সদস্যরাই সুপার কাপের জন্য দলের নেতৃত্ব দেবেন। সুপার কাপ শেষ হওয়ার পর, ডেভিডের সঙ্গে একজন বিদেশি সহকারী কোচ যোগ দেবেন। তিনি ২০২৫-২৬ মরসুমের প্রাক-মরসুমে দলে যোগ দেবেন। উপযুক্ত চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর বিদেশি সহকারী কোচ সম্পর্কে ক্লাব আরও ঘোষণা করবে বলে জানিয়েছে। ডেভিড কাতালার নিয়োগ কেরালা ব্লাস্টার্সের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তার আধুনিক কৌশল এবং ইউরোপীয় ফুটবলের অভিজ্ঞতা দলের খেলার ধরনে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। কোচি থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত এই যাত্রায় তিনি দলকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেরালা ব্লাস্টার্সের সমর্থকরা এই নিয়োগে উচ্ছ্বসিত। তারা আশা করছেন যে কাতালার নেতৃত্বে দলটি সুপার কাপে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখাবে এবং আগামী মরসুমে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে। কোচিং স্টাফের এই নতুন সমন্বয় দলের শারীরিক ও কৌশলগত দিকগুলোকে আরও উন্নত করবে। ডেভিডের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কেরালা ব্লাস্টার্স এক নতুন দিশা পেতে চলেছে। তার অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি দলের তরুণ খেলোয়াড়দের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সাহায্য করবে। সুপার কাপে তার প্রথম চ্যালেঞ্জ হবে দলকে একত্রিত করে প্রতিযোগিতায় শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করা। ক্লাবটির সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ডেভিড কাতালার মাঠে প্রথম পদক্ষেপের জন্য। তার নেতৃত্বে কেরালা ব্লাস্টার্স কীভাবে এগিয়ে যায়, তা দেখার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে। এই নতুন যুগে দলটি কি তাদের সমর্থকদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে? সময়ই তার উত্তর দেবে।

অধিনায়কত্ব থেকে রোহিতের বিদায়? আইপিএলের মাঝে বড় খবর

মুম্বই, ২৭ মার্চঃ আইপিএল ২০২৫ শেষ হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। এই সফরে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের

একটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে। রোহিত শর্মার টেস্ট অধিনায়কত্ব নিয়ে গুঞ্জন চলছে। তবে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, তিনিই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব দেবেন। কয়েক মাস আগে রোহিতের নেতৃত্বে ভারত নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে টেস্ট সিরিজে বড় হারের সম্মুখীন হয়েছিল। তবে এই পরাজয় সত্ত্বেও বিসিসিআই রোহিতের উপর ভরসা রেখেছে। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর প্রতিবেদন অনুসারে, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পরও রোহিত শর্মা ইংল্যান্ড সফরে ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন। এই প্রতিবেদনে আরও জানা গেছে আইপিএল ২০২৫-এর শেষ সপ্তাহে বিসিসিআই ইংল্যান্ড সিরিজের জন্য দল নিয়ে একটি বড় ঘোষণা করতে পারে। একটি সূত্রের বরাতে পিটিআই জানিয়েছে, দল ঘোষণার জন্য এখনও অনেক সময় বাকি। আইপিএল-এর নকআউট পর্বের আগে বা পরে টেস্ট সিরিজের জন্য কোন খেলোয়াড়দের বাছা হবে, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভারতের এই ইংল্যান্ড সফর ২০ জুন থেকে শুরু হবে। প্রথম টেস্ট ম্যাচটি লিডসে অনুষ্ঠিত হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের এই সিরিজ ভারতীয় দলের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে। সূচি অনুযায়ী, প্রথম টেস্ট ২০ জুন থেকে ২৪ জুন লিডসে, দ্বিতীয় টেস্ট ২ জুলাই থেকে ৬ জুলাই বার্মিংহামে, তৃতীয় টেস্ট ১০ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই লর্ডসে, চতুর্থ টেস্ট ২৩ জুলাই থেকে ২৭ জুলাই ম্যানচেস্টারে এবং পঞ্চম ও শেষ টেস্ট ৩১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট ওভালে খেলা হবে। ভারত শেষবার ইংল্যান্ড সফর করেছিল ২০২১-২২ মরসুমে, যেখানে সিরিজটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছিল। রোহিত শর্মার জন্য এই সিরিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক টেস্ট সিরিজে হারের পর তার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। তবে বিসিসিআই তাকে আরও একটি সুযোগ দিয়ে তার ক্ষমতার উপর ভরসা দেখিয়েছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে জয় ছিনিয়ে আনতে রোহিতকে দলের সেরা পারফরম্যান্স বের করে আনতে হবে। আইপিএল-এর পরে খেলোয়াড়দের ফর্ম এবং ফিটনেস এই সিরিজের দল নির্বাচনে বড় ভূমিকা পালন করবে।

দলে গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফদের উপর কোপ!

মুম্বই, ২৭ মার্চঃ ভারতের মাটিতে একদিকে চলছে আইপিএল। এই জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগের মাঝে হঠাৎ করে ভারতীয় টিম নিয়ে বড় খবর প্রকাশ্যে। আইপিএল শুরু হওয়ার আগে বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তির তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। আপাতত তা হয়নি। কয়েকদিন আগে ভারতের মহিলা ক্রিকেট টিমের জন্য বোর্ড কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তির তালিকা প্রকাশ করেছে। এ বার দেখার ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট টিমের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তির তালিকা বোর্ড কবে প্রকাশ করে। এরই মাঝে জানা গিয়েছে, গৌতম গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফদের উপর কোপ পড়তে চলেছে। এক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২৯ মার্চ গুয়াহাটিতে বিসিসিআই সেক্রেটারি দেবজিৎ সইকিয়া ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর এবং নির্বাচক প্রধান অজিত আগরকরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। আগেই বোর্ডের কেন্দ্রীয় বার্ষিক চুক্তি প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গম্ভীর

ব্যক্তিগত কারণে আলোচনার জন্য উপস্থিত ছিলেন না। এ বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে। ইংল্যান্ডের সফরের আগে ভারতীয় টিমের সাপোর্ট স্টাফদের উপর কোপ পড়তে পারে। বর্তমানে ভারতের সাপোর্ট স্টাফের তালিকা বেশ লম্বা। সেখানে রয়েছেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর, বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ার, সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। এখানেই তালিকা শেষ নয়। দলের প্লেয়ারদের অনুশীলনে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন রাঘবেন্দ্র, দয়ানন্দ ঘরানি, ফিজিয়োথেরাপিস্ট কমলেশ জৈন, ম্যাসিউর অরুণ কানাডে, চেতন কুমার ও রাজীব কুমার। এ বার দেখার গম্ভীরের সাপোর্ট স্টাফের টিমে কী বদল দেখা যায়। এতদিন এ-প্লাস ক্যাটেগরিতেই ছিলেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাডেজারা। বোর্ডের নিয়ম, তিন ফর্ম্যাটে যাঁরা ভালো খেলবেন, তাঁরাই জায়গা পাবেন এ-প্লাস ক্যাটেগরিতে। বিরাট, রোহিত, জাডেজার কি এবার অবনমন হতে পারে? টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনজন। ওয়ান ডে আর টেস্টেই খেলেন। যা শোনা যাচ্ছে, জসপ্রীত বুমরা ছাড়া বাকি তিন তারকা এ ক্যাটেগরিতে নেমে যেতে পারেন। উঠে আসতে পারেন শুভমন গিল।

সরকারি চাকরি, ৪ কোটি টাকা বা প্লটের প্রস্তাব ভিনেশকে

রোহতক, ২৭ মার্চঃ প্রখ্যাত কুস্তিগীর থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক হওয়া ভিনেশ ফোগাটের জন্য হরিয়ানা সরকার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের ক্রীড়া নীতির আওতায় তাঁকে তিনটি সুবিধার বিকল্প দেওয়া হয়েছে-৪ কোটি টাকার নগদ পুরস্কার, হরিয়ানা শহরী উন্নয়ন প্রাধিকরণের অধীনে একটি প্লট বা 'গ্রুপ এ' ক্যাটাগরির একটি সরকারি চাকরি। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার একটি বৈঠকে। এই তিনটি সুবিধা অলিম্পিকে রৌপ্যপদক বিজয়ীদের জন্য নির্ধারিত সুবিধার সমতুল্য। তবে, ভিনেশ ফোগাট বর্তমানে বিধায়ক হওয়ায় তিনি এই তিনটির মধ্যে যেকোনো একটি সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। এখনও পর্যন্ত তিনি এই প্রস্তাবের জবাব দেননি। মুখ্যমন্ত্রী সাইনি বলেন, ''ভিনেশ ফোগাট এখন বিধায়ক। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তিনি কোন সুবিধাটি গ্রহণ করতে চান।'' তিনি আরও জানান, ''ভিনেশ ফোগাট বিধানসভায় এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে তাঁর কেসটিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ক্রীড়া নীতির আওতায় সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।''

'১০ হাজার টাকা দিয়ে ভক্ত ভাড়া করেছে', রিয়ান পরাগের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ নেটিজেনদের

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পিঙ্ক আর্মির এই আইপিএলের শুরুটা ভালো হয়নি। সঞ্জু স্যামসন দলের হয়ে প্রথম ২ ম্যাচে নেতৃত্ব দেননি। রাজস্থান রয়্যালস টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে, টুর্নামেন্টের শুরুর ৩ ম্যাচে ক্যাপ্টেন্সি করবেন রিয়ান পরাগ। তাঁর নেতৃত্বে পিঙ্ক আর্মি জোড়া হার দিয়ে আইপিএল শুরু করেছে। বর্ষাপাড়ায় বুধ-রাতের ম্যাচে এক ভক্ত রিয়ানের জন্য মাঠে ঢুকে পড়েন। তাঁকে প্রণামও করেন ওই ফ্যান। এরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোলড হচ্ছেন রিয়ান। প্রিয় তারকাদের স্পর্শ পাওয়ার জন্য একাধিক ভক্ত নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মাঠে ঢুকে পড়েন। ইডেন গার্ডেন্সে এ বারের আইপিএলে তেমন দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। বিরাট কোহলি

সেই সময় ব্যাটিং করছিলেন। তাঁর এক ভক্ত মাঠে ঢুকে সটান পৌঁছে যান কোহলির কাছে। পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করেছিলেন। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতারও করে। এ তো গেল ইডেনের কথা। বর্ষাপাড়াতেও তেমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে। তাতে রিয়ানকে অনেকেই ট্রোল করছেন। কিন্তু কেন? অসমের তরুণ ক্রিকেটার রিয়ান পরাগ বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু ক্রিকেট মহলের মতে মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলিদের যে জনপ্রিয়তা, তা এখনও রিয়ানের হয়ে ওঠেনি। সেখানে বছর ২৩ এর রিয়ানের জন্য কোনও ভক্ত নিয়ম ভঙ্গ করে মাঠে ঢুকে প্রণাম করছেন তাঁকে, তা অনেকের হজম হয়নি। নেটিজেনদের কেউ কেউ যে কারণে ট্রোল করে রিয়ানের বিরুদ্ধে তুলেছেন 'ফ্যান ফিক্সিং' এর অভিযোগ। এক নেটিজেন তো লিখেছেন, 'রিয়ান পরাগ ১০ হাজার টাকা খরচ করে একটা ছেলেকে ভাড়া করেছে। যে মাঠে এসে ওর পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। ও এমন একটা ছেলে সব সময় সকলের নজরে থাকতে ভালোবাসে!' উল্লেখ্য, কেকেআরের বিরুদ্ধে রিয়ান পরাগ ১৫ বলে ২৫ রান করেছিলেন। আর বল হাতে ৪ ওভারে ২৫ রান খরচ করেছিলেন। কিন্তু কোনও উইকেট পাননি।

ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচের পরই চোট আতঙ্ক বাগান শিবিরে! চিন্তার ভাঁজ মোলিনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ মার্চঃ ভারতীয় ফুটবলার লালেংমাওয়িয়া রালতে ওরফে আপুইয়া, মঙ্গলবার শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৭ যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্রয়ের পর খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা গিয়েছে। এই ঘটনা মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২৫ মার্চ শিলংয়ে এই ম্যাচের পর কলকাতায় ফিরে আসা আপুইয়যর ডান পায়ে চোট লক্ষ্য করা গিয়েছে। ফলে তিনি ৩ এপ্রিল ইন্ডিয়ান সুপার লিগ (আইএসএল) সেমিফাইনালের প্রথম লেগে খেলতে পারবেন কিনা, সেই বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। ম্যাচের পর সাংবাদিক সম্মেলনে আপুইয়াকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়। প্রাথমিক পরীক্ষার পর তার পুনর্বাসনের সময় বা ফিরে আসার তারিখ এখনও নিশ্চিত নয়। বুধবার কলকাতায় ফিরে মোহনবাগান তাকে পরীক্ষা করে এবং তৎক্ষণাৎ পুনর্বাসন প্রক্রিয়া শুরু করে। ক্লাবটি এই ঘটনায় বিরক্ত এবং বৃহস্পতিবার তার

এমআরআই করা হয়। ২৪ বছর বয়সী আপুইয়া ২০১৯ সালে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে আইএসএলে যাত্রা শুরু করেন। পরে মুম্বই সিটি এফসিতে যোগ দিয়ে তিনি ভারতের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। মুম্বইয়ের সঙ্গে তিনি আইএসএল কাপ এবং লিগ উইনার্স শিল্ড জিতেছেন। গত গ্রীষ্মে তিনি মোহনবাগানে যোগ দেন। এই মরসুমে তিনি সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২৫টি ম্যাচ খেলেছেন, দলকে ডুরান্ড কাপ ফাইনালে এবং আইএসএল শিল্ড জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ভারতের হয়ে তিনি ২৪টি ম্যাচ খেলেছেন এবং নতুন কোচ মানোলো মার্কুয়েজের অধীনে প্রতিটি খেলায় অংশ নিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক গোলশূন্য ড্র ম্যাচে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি আলাদা কিছু করতে পারেননি। ম্যাচের পর তিনি বলেন, ''আমরা ভাগ্যবান যে গোল হজম করিনি এবং ড্র পেয়েছি। আমরা আরও ভালো করতে পারতাম।'' আপুইয়া আরও বলেন, বাংলাদেশ ও লেস্টার সিটির মিডফিল্ডার হামজা চৌধুরীর বিরুদ্ধে খেলা তার জন্য শিক্ষণীয় ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''শীর্ষ স্তরে খেলা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলা সবসময় ভালো। তিনি আমাদের জন্য খেলাটা কঠিন করে তুলেছিলেন। তবে তাদের খেলার ধরন, তীব্রতা এবং ফুটবলের ধরণ থেকে শেখার জন্য এটি আমাদের জন্য ভালো সুযোগ। এটি আমাদের স্তর উন্নত করতে সাহায্য করবে।'' আপুইয়ার চোট মোহনবাগানের জন্য পরিস্থিতি জটিল করে তুলবে। দল ইতিমধ্যে ফরোয়ার্ড মনবীর সিং এবং ফুল-ব্যাক আসিশ রাইয়ের চোটে ভুগছে। মোহনবাগান ২০২৩ সালে আইএসএল কাপ জিতেছিল, কিন্তু গত মরসুমে কলকাতায় পূর্ণ স্টেডিয়ামের সামনে আপুইয়ার মুম্বই সিটির কাছে ফাইনালে হেরে যায়। এখন সবুজ-মেরুন জার্সিতে আপুইয়ার অভিজ্ঞতা দলটি প্রতিশোধ নিতে ব্যবহার করতে চায়। সেমিফাইনালে মোহনবাগান ৩০ মার্চ জামশেদপুর এফসি ও নর্থইস্ট ইউনাইটেডের মধ্যে প্লে-অফের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে। দুই লেগের এই সেমিফাইনালে আপুইয়ার উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তার চোটের অবস্থা এখনও অনিশ্চিত, তবে সমর্থকরা আশা করছেন তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরবেন। মোহনবাগানের এই লড়াই শুধু জয়ের জন্য নয়, তাদের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যও।

ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল গ্রুপ বি-তে থাইল্যান্ডের সঙ্গে বড় পরীক্ষা

কুয়ালালামপুর, ২৭ মার্চঃ ২৭ মার্চ, বৃহস্পতিবার, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে এএফসি হাউসে অনুষ্ঠিত ড্র-এর মাধ্যমে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ অস্ট্রেলিয়া ২০২৬ কোয়ালিফায়ার্সের গ্রুপ বি-তে স্থান পেয়েছে। তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে থাইল্যান্ড, মঙ্গোলিয়া, তিমুর-লেস্তে এবং ইরাক। থাইল্যান্ড এই গ্রুপের ম্যাচগুলোর আয়োজন করবে। ২৩ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত সিঙ্গল রাউন্ড-রবিন ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপের শীর্ষ দলটি ২০২৬ সালের ১ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার তিনটি শহরে অনুষ্ঠিতব্য চূড়ান্ত টুর্নামেন্টে জায়গা করে নেবে। দলগুলোকে ২০২৫ সালের ৬ মার্চ প্রকাশিত ফিফা মহিলা বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে পাঁচটি পটে ভাগ করা হয়েছিল। এই কোয়ালিফায়ার্সে মোট ৩৪টি দল অংশ নেবে। এশিয়ান কাপের ২১তম আসরে ৮টি টিকিটের জন্য লড়াই করবে। এই দলগুলোর সঙ্গে যোগ দেবে আয়োজক অস্ট্রেলিয়া এবং এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ ভারত ২০২২-এর শীর্ষ তিন দল। বর্তমান

চ্যাম্পিয়ন চীন পিআর, রানার্স-আপ কোরিয়া রিপাবলিক এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী জাপান। এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপ অস্ট্রেলিয়া ২০২৬-এ শীর্ষ ছয়টি দল ২০২৭ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিতব্য ফিফা মহিলা বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের জন্য এটি একটি বড় সুযোগ। গ্রুপ বি-তে থাইল্যান্ডের মতো শক্তিশালী দল থাকলেও, মঙ্গোলিয়া, তিমুর-লেস্তে এবং ইরাকের বিপক্ষে জয়ের সম্ভাবনা ভারতের জন্য আশা জাগায়। থাইল্যান্ডের মাটিতে এই ম্যাচগুলো ভারতীয় দলের ধারাবাহিকতা এবং কৌশলের পরীক্ষা হবে। ভারতীয় মহিলা ফুটবল দল এর আগে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা দেখিয়েছে। এই কোয়ালিফায়ার্সে তাদের লক্ষ্য হবে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল পর্বে পৌঁছানো। থাইল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। কারণ তারা এশিয়ান ফুটবলে একটি পরিচিত নাম। তবে অন্য তিনটি দলের বিরুদ্ধে ভারতের জয়ের সম্ভাবনা বেশি। এই টুর্নামেন্ট ভারতীয় মহিলা ফুটবলের জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে পারে। এশিয়ান কাপে সফলতা কেবল তাদের আত্মবিশ্বাসই বাড়াবে না, বরং বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্নকেও বাস্তবে রূপ দেবে। সমর্থকরা আশা করছেন, ভারতীয় দল এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গ্রুপ বি-তে শীর্ষে উঠে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। থাইল্যান্ডে কোয়ালিফায়ার্স শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীরা উদগ্রীব।

'ওঁর সিদ্ধান্ত ওই নেবে'-আর্জেন্টাইন অধিনায়কের ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা না-খেলা নিয়ে স্কালোনি

বুয়েনস আইরেস, ২৭ মার্চঃ লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপেও খেলবেন? আর্জেন্টিনা ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই প্রশ্নটা ভেসে বেড়াচ্ছে। পুরোনো সেই প্রশ্নই আবার নতুন করে উঠেছে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আর্জেন্টিনা ব্রাজিলকে বিধ্বস্ত করার পর। গতকাল ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি খেলেননি মেসি। আর্জেন্টিনা অধিনায়ক ছিলেন না উরুগুয়ের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও। 'মেসিকে ছাড়াও আমরা জিততে পারি'- উরুগুয়ের পর ব্রাজিলকেও হারিয়ে এমন বার্তাই দিয়ে রেখেছে আর্জেন্টিনার অপেক্ষাকৃত তরুণ দলটি। ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে হারানোর আগেই নিশ্চিত হয়ে যায় ২০২৬ বিশ্বকাপেও থাকছে আর্জেন্টিনা। বাছাইপর্বের ঝামেলা চোকানোর পর আর্জেন্টিনার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন ৩৭ বছর বয়সী মেসির ষষ্ঠ বিশ্বকাপ খেলা না-খেলা নিয়ে। মেসি কি টানা

দ্বিতীয়বার আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপ জেতাতে থাকছেন, ব্রাজিল ম্যাচের পর এমন প্রশ্নই করা হয়েছিল দলটির কোচ লিওনেল স্কালোনিকে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী কোচ সরাসরি কোনো উত্তর না দিয়ে বলেন, ''দেখা যাক কী হয়, এখনো তো অনেক সময় আছে।'' এরপর স্কালোনি এই প্রশ্ন করে মেসিকে বিব্রত না করার অনুরোধ জানিয়েছেন, ''আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে, নইলে তো এই এক বিষয় নিয়েই সারা বছর কথা বলতে হবে। তার সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে দিতে হবে, দেখি না কী হয়। সে যখন চাইবে, তখনই সিদ্ধান্ত নেবে। এ নিয়ে তাকে পাগল করে দেওয়া উচিত হবে না।'' যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে খেলা মেসি এই মুহূর্তে অ্যাডাক্টর মাসলের চোটে ভুগছেন। আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী মহাতারকা অবশ্য এই মরসুমে বেশ কয়েকবারই চোটের কারণে সাইডলাইনে বসে ছিলেন। চোট ও বয়স মেসির ফুটবল ভবিষ্যতে কালো ছায়া ফেলতে শুরু করলেও সতীর্থদের বিশ্বাস তাঁর এখনো অনেক কিছুই দেওয়ার বাকি। ব্রাজিলের বিপক্ষে এক গোল করা স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজ তো সরাসরিই বলে দিয়েছেন মেসি থাকলে আরও ভালো করবেন তাঁরা, ''মেসি থাকলে আমরা হয়তো আরও ২-৩ গোল বেশি করতাম।'' তবে পুরো আর্জেন্টিনার মনের কথাটা যেন বলে দিয়েছেন রদ্রিগো দি পল। মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকে বিধ্বস্ত করার পর এই মিডফিল্ডার বলেছেন, ''আমরা তখনই সবচেয়ে বেশি ভালো খেলি, যখন ১০ নম্বর খেলেন। কারণ, তিনিই সর্বকালের সেরা।''

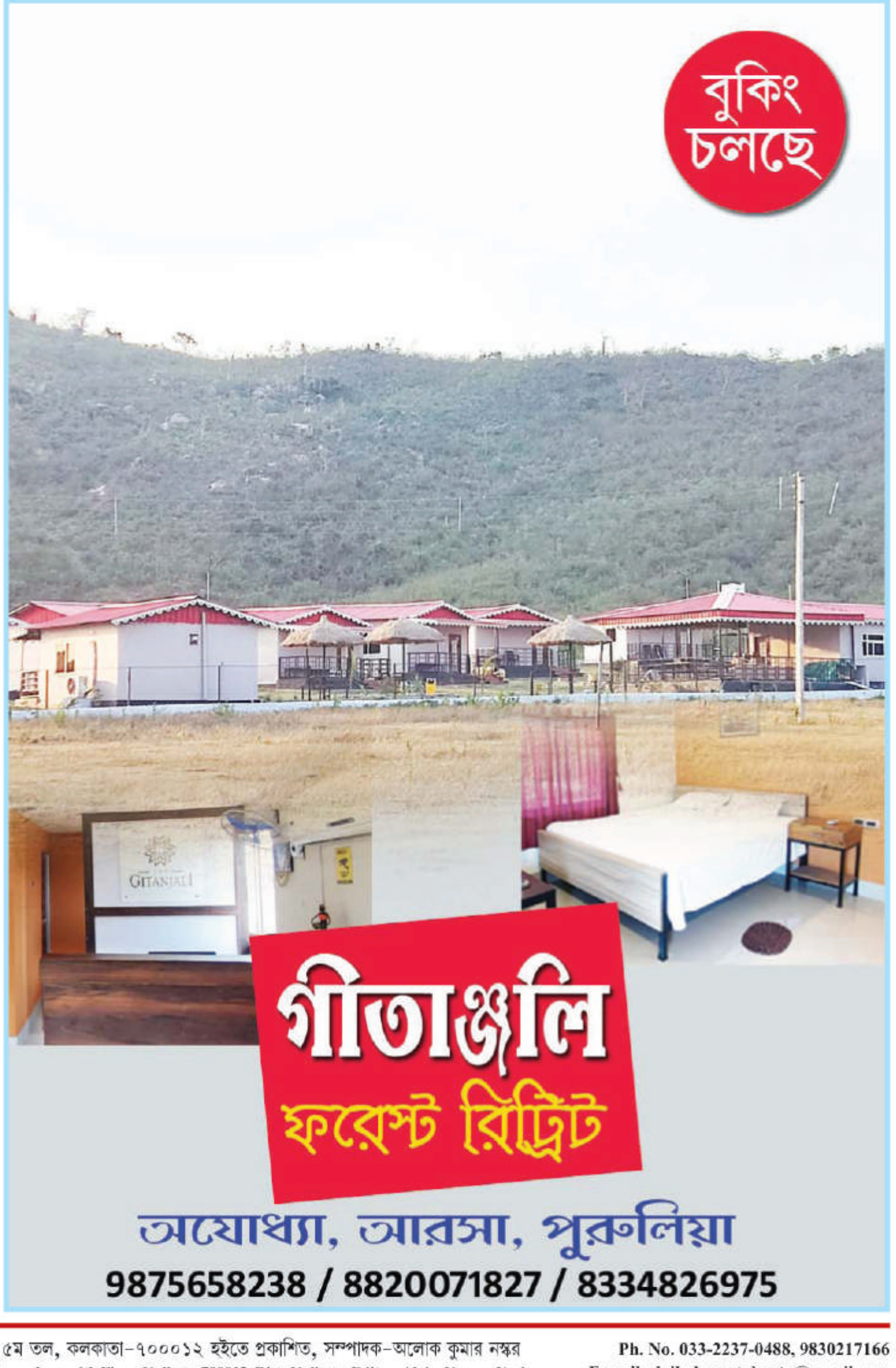

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com